CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 June, 2021 ■ আগরতলা ১৩ জুন, ২০২১ ইং ■ ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনায় রাজ্যে আরও ৯ জনের মৃত্যু, হ্রাস পেল দৈনিক সংক্রমণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। ত্রিপুরায় করোনায় মৃত্যুর মিছিল থামতে না চাইলেও দৈনিক সংক্রমণ কিছুটা কমেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯ জনের করোনা আক্রান্তে মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় করোনা আক্রান্তে লাগাতার শীর্ষ হারে বৃদ্ধি চিন্তা অনেকটাই বাড়িয়েছে। তবে, দৈনিক সুস্থতার হার কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে। কিন্তু দৈনিক মৃত্যুর ঘটনা ভীষণ উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে।

ত্রিপুরায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৮,৯৯৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৪২৮ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। দৈনিক আক্রান্তের হার সামান্য কমে হয়েছে ৪.৭৬ শতাংশ। এদিকে, আরও ৯ জনের মৃত্যু ত্রিপুরায় করোনাকালে চিন্তা রীতিমতো বাড়িয়ে রেখেছে। কারণ, প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন গোটা রাজ্য। অবশ্য গত ২৪ ঘণ্টায় ৭০৩ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তিও পেয়েছেন। তবে চিন্তা এখনও বাড়িয়ে রেখেছে, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ১৮৪ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন বলে। তাতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আবারও সংক্রমণে শীর্ষস্থানে রয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ৪,৯৮৭ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১,৬৭০ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৭,৩২৭ জনকে নিয়ে মোট ৮,৯৯৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে আরটি-পিসিআরে ২৩ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৪০৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৪২৮ জন নতুন করোনা সংক্রমিতের খোঁজ পাওয়া গেছে।

তবে সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৭০৩ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪,৯৮৭ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৫৮,৫২১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৫২,৮৬১ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার হয়েছে ৫.২০ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯০.৪২ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার হয়েছে ১.০৪ শতাংশ। নতুন করে ৯ জনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৬১০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে থাকছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ১৮৪ জন, দক্ষিণ জেলায় ৩৯ জন, গোমতি জেলায় ২৮ জন, ধলাই জেলায় ৪২ জন, সিপাহিজলা জেলায় ২৯ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৪২ জন, উনকোটি জেলায় ২৫ জন এবং খোয়াই জেলায় ৩৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

রাজ্যেও পেট্রোলের মূল্য সেঞ্চুরি

ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিতে চাষাবাদে মারাত্মক সমস্যায় কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার আগে মোদি দেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় আসলে জ্বালানির মূল্য হ্রাস করা হবে। মূল্য হ্রাস করা তো দূরের কথা মোদি যমুনার সাত বছরে জ্বালানির মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি হতে হতে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে। তাতে ক্ষোভে ফুঁসছেন দেশবাসী।

জ্বালানির মূল্য সর্বকালের রেকর্ড গড়লো রাজ্যে। শনিবার পেট্রোলের এক্সট্রা প্রিমিয়ামের মূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি লিটার ১০০ টাকা ২৪ পয়সা। আগামী কিছু দিনের মধ্যেই সাধারণ পেট্রোলের মূল্য সেঞ্চুরি হাঁকাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না প্রায় প্রতিদিন যে ভাবে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে তাতে জান চালকসহ সাধারণ মানুষের মাথায় বাজ পরার উপক্রম।

করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতেও প্রতিদিন বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের দাম। এই হারে জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় চিন্তার ভাঁজ সর্বত্র। ইতিমধ্যেই জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে প্রতীবাদে সামিল হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দল গুলি। কিন্তু তারপরও জ্বালানির মূল্য রাস পাওয়ার কোন লক্ষ নেই। শনিবার আগরতলায় সাধারণ পেট্রোলের লিটার প্রতি মূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৬ টাকা ৩০ পয়সা। অন্যদিকে এক্সট্রা প্রিমিয়ামের মূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে লিটার প্রতি ১০০ টাকা ২৪ পয়সা।

পেট্রোলের পাশাপাশি ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত।

তাতে বিপাকে পড়েছেন কৃষকরা। বর্তমানে কৃষিকাজেও যন্ত্রাংশের ব্যবহার বেড়েছে। সে কারণে কৃষকদের জন্য ডিজেল প্রয়োজন। এভাবে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ঘটলে জনজীবনে দুর্দশা আরো চরম আকার ধারন করার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছে মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ক্ষমতায় আসলে তারা পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমাবে।

পূর্ববর্তী ইউপিএ সরকারের আমলে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় নরেন্দ্র মোদির সহ বিজেপি দল কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়েছিল। ক্ষমতায় আসার পর মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার পেট্রোপণ্যের মূল্য হ্রাস করা তো দূরের কথা প্রতিনিয়ত পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে চলেছে। সাধারণ মনুষের প্রশ্ন, কেন্দ্রীয় সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশের যে স্লোগান তুলেছে সেই স্লোগানের সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল রয়েছে কি? জনগণ কেন্দ্রীয় সরকারকে যোগ্য জবাব দিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে ৭১৯ চিকিৎসকের মৃত্যু, শীর্ষে বিহার ঃ আইএমএ

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি.স.): মারণ কোভিড-১৯ মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউ ভারতে কেড়ে নিয়েছে ৭১৯ জন চিকিৎসকের প্রাণ। শুধুমাত্র বিহারেই প্রাণ হারিয়েছেন ১১১ জন চিকিৎসক, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ১০৯ জন চিকিৎসকের, পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যু হয়েছে ৬৩ জন চিকিৎসকের। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) জানিয়েছে, ১২ জুন পর্যন্ত কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে ভারতে মোট ৭১৯ জন চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে। সবথেকে বেশি চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে দিল্লি ও বিহারে। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) জানিয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে মৃত্যু হয়েছে ৩৫ জন চিকিৎসকের, অসমে ৮ জন, বিহারে ১১১ জন চিকিৎসক প্রাণ হারিয়েছেন, ছত্তিশগড়ে ৫, দিল্লিতে ১০৯, গুজরাটে ৩৭, গোয়াতে ২, হরিয়ানায়৩, জম্মু-কাশ্মীর৩, ঝাড়খণ্ড ৩৯, কর্ণাটক ৯, কেরল ২৪, মধ্যপ্রদেশ ১৬, মহারাষ্ট্র ২৩, মণিপুর ৫, ওড়িশা ২৮, পুদুচেরি এক, পঞ্জাব ৩, রাজস্থান ৪৩, তামিলনাড়ু ৩২, তেলেঙ্গানা ৩৬, ত্রিপুরা ২, উত্তর প্রদেশ ৭৯, উত্তরাখণ্ড ২, পশ্চিমবঙ্গ ৬৩, অজানা এক।

৭০ দিন পর দেশে কোভিড-সংক্রমণ কমে ৮৪,৩৩২, মৃত্যু ৪-হাজারের বেশি

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি.স.)।। ভারতে বেশ কিছুটা কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৮৪,৩৩২ জন, ৭০ দিন পর এই প্রথম এতটা কমল আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যুর সংখ্যা ফের ৪ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে প্রাণ হারিয়েছেন ৪ হাজার ০০২ জন করোনা-রোগী। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু অঙ্কিতার, খোঁজ নিলেন সাংসদ প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১২ জুন।। করোনা আক্রান্ত হয়ে মাত্র ১৪ বছরের শিশু কন্যা অঙ্কিতার মৃত্যু হয়েছে। আজ বিলোনিয়ায় তার বাবা-মার সাথে দেখা করে সমবেদনা জানান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। প্রায় ৩০ মিনিট তাদের সাথে নানা বিষয়ে কথা বলেন এবং সরকারি সহায়তার আশ্বাস দেন।

সাংসদ প্রতিমা বলেন, করোনা আক্রান্ত হয়ে অল্প বয়সে না ফেরার দেশে চলে গেল বিলোনিয়ার অঙ্কিতা সেন। তাকে সবাই পূজা নামেই ডাকতেন। আজ বিলোনিয়ার বাঁশপাড়া কলোনি এলাকায় তার বাড়িতে গিয়ে তার মা-বাবার সঙ্গে দেখা করি এবং তাদেরকে সমবেদনা জানিয়েছি। আমি ঈশ্বরের নিকট তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছি।

প্রসঙ্গত, করোনা আক্রান্ত হয়ে জি বি হাসপাতালে অঙ্কিতার মৃত্যু হয়েছে। তার মৃত্যুতে সারা রাজ্যের শোকের ছায়া নেমে এসেছে। করোনায় অনেকেই মারা যাচ্ছেন। কিন্তু, ফুটফুটে এক শিশু কন্যার অকালে চলে যাওয়া মেনে নেওয়া কষ্টকর। তার মা এখনো সন্তানের করুন পরিণতির শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

স্ত্রীর জন্মদিনের অনুষ্ঠান শেষ করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা স্বামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ জুন।। স্ত্রীর জন্মদিনের অনুষ্ঠান শেষ করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করলো ৪০ বছর বয়সী স্বামী। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন দক্ষিণ বাজারে। ঘটনা শুক্রবার রাতের কোন এক সময়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন দক্ষিণ বাজার এলাকার বাসিন্দা তথা তেলিয়ামুড়া বাজারের প্রতিষ্ঠিত শুকনো মাছ ব্যবসায়ী সুধীর বর্মনের ছেলে বিশ্বজিৎ বর্মন শুক্রবার নিজের ঘরে পরিবারের সবার নজর এড়িয়ে নিজে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

কিন্তু কী কারণে এই আত্মহত্যা তা কেউই কিছু বলতে পারছেনা। কেননা শুক্রবার নিজের স্ত্রীর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বেশ খুশি এবং আনন্দিত ছিল বিশ্বজিৎ। এবং পরিবার সূত্রে জানা যায়, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনো ঝগড়া-বিবাদ ছিল না। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে শুক্রবার রাতে জন্মদিনের অনুষ্ঠান শেষে খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্বজিৎ। তারপরই হঠাৎ পরিবারের লোকজনদের নজর এড়িয়ে নিজের গলায় ফাঁস লাগায় সে। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে শেষ রক্ষা আর হয়নি। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক বিন্দিয়া দেববর্মা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোহনপুরে সিপিএম কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে ব্যাপক হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ২৩ গাওসভায় বিজেপির বাইক বাহিনী সিপিএমের নেতা কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা ও বাড়িঘরে ভাঙচুর চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটি। মোহনপুর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন গাও সভায় বিরোধীদলের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী বিলি করা শুক্রবার দিনভর সিপিএম নেতা কর্মী সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে শাসক দলের দুর্বৃত্তরা। এ ধরনের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটি।

ঘটনা নিয়ে শনিবার পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করলেন সিপিআইএম নেতৃত্ব। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এর সঙ্গে সাক্ষাত করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তারা। নেতৃবৃন্দ জানান শুক্রবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোহনপুরের কলকলিয়া গজারিয়া হরিণখোলা গ্রামে বিজেপি বাইক বাহিনী সিপিআইএমের লোকদের ওপর আক্রমণ করেছে। দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করেছেন পশ্চিম ত্রিপুরা সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক রতন দাস। তাদের অভিযোগ গতকাল তারা ত্রান বণ্টন করেছিল। মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করেছিলেন।

সিপিআইএম থেকে কেন ত্রাণ বিতরণ করা হলো তার কৈফিয়ৎ তলব করতে গিয়েই বিজেপি বাইক বাহিনী আক্রমন সংগঠিত করেছে। এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন সিপিআইএম নেতৃবৃন্দ।রাজ্য সরকার নিজেদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্জনতার সুযোগে বিলোনীয়ায় রেল লাইনের পাত সহ অন্যান্য সামগ্রী চুরির চেষ্টা, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া রেল স্টেশন সংলগ্ন রেললাইন থেকে পাত সহ অন্যান্য সামগ্রী তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এতে রেল ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারে। করোনাকালীন কারফিউতে নির্জনতার সুযোগ নিয়ে মানুষের জীবনের তোয়াক্কা না করে একদল নিশিকুটুম্ব বিলোনিয়া রেল স্টেশনের পার্শবর্তী স্থানে রেল লাইনের পাত, পাত সংযুক্তিকরণের ভারী লোহার ক্লিপ সহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ঘটনা জানাজানি হতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুরো বিলোনিয়া এলাকায়।

জানা গেছে, আজ ভোররাতে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে রতন চৌধুরী নামের এক পথচারী রেল স্টেশন থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে ৮০ ফুট নামে রাস্তায় একটি ঠেলা রিকশায় করে কয়েকজন দুস্কৃতীকে রেললাইনের পাত চুরি করে নিয়ে যেতে দেখতে পান। টর্চের আলো দিয়ে শনাক্ত করতে গেলে চুরি করা সামগ্রী ফেলে দৌড়ে পালিয়ে যায় দুস্কৃতীরা। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানায়। তড়িঘড়ি বিলোনিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে উদ্ধার করে চুরি যাওয়া সামগ্রী। যদিও এ বিষয়ে রেল দফতরের তরফ থেকে এখন পর্যন্ত কোনও মামলা করা হয়নি। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনও প্রকার হেলদোল নেই বলে অভিযোগ।

রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকাবাসী এবং প্রাতঃভ্রমণকারীদের অভিযোগ, জনমানবশূন্য বিলোনিয়া রেলস্টেশন চত্বরে সরকারি সম্পদ রক্ষা করার জন্য চোখে পড়ে না কোনও কর্তব্যরত রেল পুলিশকে। ফলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজ করতে দ্বিধাবোধ করছে না এক শ্রেণির সমাজদ্রোহী। নবনির্মিত রেল স্টেশন থেকে টিউব লাইট সেট, পাখা সহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রতি নিয়ত চুরি হচ্ছে। অথচ রেল দফতর উদাসীন। এ-বিষয়ে বিলোনিয়া থানার ওসি স্মৃতিকান্ত বর্ধন জানান, ঘটনার তদন্ত করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। দোষীদের আটক করার বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন। যদিও এ ধরনের চুরি সংক্রান্ত বিষয়ে বিলোনিয়া থানার পুলিশ আগে একজন দোষীকে গ্রেফতার করেছে বলে জানান তিনি। তবে পুনরায় এ ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে ভীতির সঞ্চার হয়েছে।

লঙ্কামুড়ায় নেশা বাণিজ্যের রমরমা পশ্চিম থানা ঘেরাও এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন লঙ্কামুড়া এলাকা নেশার কবলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে এলাকার মহিলা ও পুরুষ মহিলা থানা ঘেরাও করে শনিবার প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

লঙ্কামুড়া এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ চলছে ন্যাশনাল রমরমা বাণিজ্য। তাতে অতিষ্ঠ এলাকার মানুষজন। পুলিশকে জানিয়েও কোন প্রতিকার মিলছে না। শনিবার লঙ্কামুড়া এলাকার যুবক-যুবতী ও মা বোনেরা আগরতলা পশ্চিম থানা ঘেরাও করে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। প্রতিবাদ-বিক্ষোভের রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানা এলাকা। বিক্ষোভকারীরা পুলিশের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। তারা অভিযোগ করেন নেশা কারবারিদের নামধাম উল্লেখ করে পুলিশের কাছে অভিযোগ করার পরও পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। এলাকাবাসী নেশা কারবারিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার পর তাদেরকে থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। তাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী।

নেশার কবলে পড়ে এলাকার যুব সমাজ মারাত্মকভাবে কলুষিত হচ্ছে। পারিবারিক অশান্তি বাড়ছে। পরিবারের কর্তাদের একাংশ রোজগারের বেশিরভাগ অর্থ নেশার কবলে পড়ে গচ্ছা দিচ্ছে। স্ত্রী সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ঘরে আনতে পারছে না। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ জোগাতে পারছে না। তাতে সাংসারিক জীবনে অশান্তি দিনের পর দিন বাড়ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অতিষ্ঠ হয়ে এই এলাকার মানুষজন শনিবার আগরতলা ওয়েদার পশ্চিম থানা ঘেরাও করে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং এলাকাকে নেশা মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুরোধ জানান।

এলাকাবাসী নেশাখোর এবং নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে সব ধরনের সহযোগিতা করবেন বলে পুলিশকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।এখন দেখার বিষয় এলাকাবাসীর কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ নেশা কারবারি ও নেশাখোরদের বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে এলাকাবাসী আইন হাতে তুলে নিতে বাধ্য হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

বিশালগড়ে দুর্ঘটনায় আহত মহিলা উদয়পুরে বেপরোয়া জিপসির ধাক্কায় ব্যাপক ক্ষতি তিনটি গাড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/উদয়পুর, ১২ জুন।। চলন্ত অটো রিকশা থেকে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত এক মহিলা। ঘটনা বিশালগড় থানার অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথ কলেজ সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মাধবী মালাকার(৩৫), হাপানিয়া থেকে একটি অটো রিকশাকরে বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আসছিলেন। হঠাৎ মহিলা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে চলন্ত গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। গুরুতর ভাবে জখম হয়েছেন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখতে পেয়ে খবর পাঠায় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। কর্মীরা ছুটে এসে আহত মহিলাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

এদিকে, আবারো বড় ধরনের দুর্ঘটনা। এবারও সেই একই জায়গায় যেখানে এক সপ্তাহ আগে পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় একি রিক্সা ও একটি অটো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলো। ঘটনা উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত ধ্বজনগর বাজার এলাকায়। শনিবার দুপুরে আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কে উদয়পুর মহকুমাধীন ধ্বজনগর বাজার এলাকায়। আজ এক সাথে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় তিনটি গাড়ি। সংবাদ সূত্রে জানা যায়, শনিবার দুপুরে দ্রুত গতিতে আসা একটি বুলেরো গাড়ি ধ্বজনগর বাজারে জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জেলা শিক্ষা আধিকারিক শুভ রঞ্জন দাসের মারুতি জিপসি গাড়ি, একটি লড়ি ও একটি মারুতি গাড়িকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। এর ফলে তিনটি গাড়িই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনা ঘটার সাথে সাথে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় লোকজন,ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণ।বুলেরো গাড়িটির গতিবেগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৪০ ▫ ১৩ জুন ২০২১ ইং ▫ ২৯ জৈষ্ঠ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বিলম্বিত বোধোদয়

অবশেষে দৃঢ় অবস্থান হইতে পিছাইয়া আসিল কেন্দ্র সরকার। রাজ্য সরকার গুলিকে টিকাকরণের অর্থের সংস্থান করিতে হইবে বলিয়া যে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে রাজ্য সরকারগুলি রীতিমতো বিপাকে পড়িয়া গিয়াছিল। এই ক্ষেত্রে

বিলম্বে হইলেও প্রধানমন্ত্রীর চেতনা হইয়াছে।কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সব নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে টিকার ব্যবস্থা করিবে বলিয়া জানাইয়াছেন। ইহা সুসংবাদ। প্রশ্ন হইল, ১৮-৪৪ বৎসর বয়ঃক্রমের নাগরিকদের জন্য টিকা কিনিতে গত দেড় মাসে রাজ্যগুলির যে টাকা খরচ হইল, কেন্দ্রীয় সরকার তাহা পুষাইয়া দিবার ব্যবস্থাও করিবে কি? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বিভ্রমের দায় রাজ্য সরকারগুলির উপর চাপাইতে চাহিয়াছেন। বলিয়াছেন, রাজ্যগুলিই চাহিয়াছিল যে, টিকার ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব তাহাদের হাতে থাকুক। এই কথাটির মধ্যে সত্যকে বিকৃত করিবার প্রবণতা অতি স্পষ্ট। টিকার আর্থিক বোঝা বহিবার 'দাবি' রাজ্যগুলি কখনও করে নাই করিবার কারণও নাই টিকার অর্থসংস্থান করা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য। দেশজ বা বিদেশি সংস্থা হইতে টিকা কিনিবার জন্য যে দরকষাকষি করিতে হয়, সেই কাজেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে তিলপরিমাণ সাহায্য করে নাই। সত্যকে নিজের সুবিধামতো দুমড়াইয়া লইবার অভ্যাসটি এই বেলা ত্যাগ করিলে তাঁহার পদটির সম্মানরক্ষা হয়।বিরোধী রাজনীতির প্রবল চাপ, এবং শীর্ষ আদালতের ধমক, দুই ধাক্কায় প্রধানমন্ত্রী ঢেঁকি গিলিতে বাধ্য হইলেন। গণতন্ত্রের পক্ষে ইহা সুসংবাদ। প্রধানমন্ত্রী অন্তরে-বাহিরে যতই একনায়কত্বে বিশ্বাসী হউন, নাগপুরের পাঠশালা যতই তাঁহাদের সর্বাধিপত্যকামী শাসনের দীক্ষা দিক, বিরোধী রাজনীতি যদি ঠিক ভাবে সংগঠিত হইতে পারে, তবে যে সেই একাধিপত্যবাদীকেও আলোচনার টেবিলে টানিয়া আনা সম্ভব, এই মুহূর্তটি তাহা দেখাইয়া দিল। শাসকের স্বৈর-প্রবণতায় রাশ টানিতে নৈতিকতায় স্থিত বিচারবিভাগের ভূমিকাও অতি গুরুত্বপূর্ণ। সবার জন্য বিনামূল্যে টিকা দিতে প্রধানমন্ত্রী রাজি হইলেন বটে, কিন্তু প্রশ্ন হইল, তাহাতে সরকারের চরিত্রগত দিশাহীনতার শোধন হইল কি? যখন যেমন মনে হয়, তখন তেমন সিদ্ধান্ত লইবার প্রবণতাটি কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ফলে তিলমাত্র পাল্টাইল না। পরে কোনও দিন মনে হইলে বিকাল পাঁচটা অথবা রাত্রি আটটায় টেলিভিশনের ক্যামেরার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রধানমন্ত্রী ফের নিজের 'হৃদয় পরিবর্তন'-এর কথা ঘোষণা করিতে পারেন। একটি দেশ যে কোনও ব্যক্তির তাৎক্ষণিকের তারল্যে পরিচালিত হইতে পারে না।ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা হইতে দেশকে মুক্তি দেওয়ার উপায় নীতি নির্ধারণ। কোভিড-এর প্রতিষেধক আহরণ, বণ্টন, বা তাহার অর্থ সংস্থানের ন্যায় অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেশ কোন পথে চলিবে, দেশের প্রতিটি নাগরিকের তাহা জানিবার অধিকার আছে। সরকার জানাইয়াছে যে, দেশে যত কোভিড প্রতিষেধক উৎপাদন হইতেছে, তাহার বারো আনা সরকারই কিনিয়া লইবে। এই নীতিটি কি এককালীন, না কি অতঃপর এই ব্যবস্থাই থাকিবে, টিকানীতি প্রণীত না হইলে সে বিষয়ে নিশ্চিত হইবার উপায় নাই। রাজ্যগুলির মধ্যে কোন অনুপাতে টিকা বণ্টিত হইবে, তাহাও স্পষ্ট নহে। এখন যেহেতু প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের টিকার দাম কেন্দ্রই দিবে, ফলে বয়ঃক্রম অনুসারে তাহার পরিচালনার দায়িত্বের বর্তমান যে কেন্দ্র-রাজ্য বিভাজন আছে, তাহা আর রাখা জরুরি হইবে না।অবিবেচনার মহাযজ্ঞ যদি শেষ হয়, কেন্দ্রীয় সরকার এই বার এই প্রশ্নগুলি বিবেচনা করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের টিকাকরণের ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেন্দ্রীয় সরকার এই মহামারী পরিস্থিতিতে নিজের দায়িত্ব কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

তুফানগঞ্জে আহত দলীয় কর্মীর বাড়িতে তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি

তুফানগঞ্জ, ১২ জুন (হি. স.) : কোচবিহারের তুফানগঞ্জে ত্রাণ বিলিকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত দলীয় কর্মীর বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নিলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়। শনিবার তিনি তুফানগঞ্জ শহরে এসে পৌঁছোন।

এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের জেলা সম্পাদক তপন কার্জি ও গোপাল দে। প্রথমেই তৃণমূলের তুফানগঞ্জ শহর ব্লক কমিটির কার্যালয়ে পৌঁছোন যান পার্থপ্রতিম। সেখানে তিনি দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরপর শুক্রবার বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় আহত তৃণমূল কর্মী সৌগত দের বাড়িতে গিয়ে তাঁর খোঁজখবর নেন। প্রসঙ্গত, শুক্রবার ত্রাণ বিলি নিয়ে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ঘটনায় আহত হন সৌগত দে।

কোভিড নিয়ন্ত্রণে তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করার নির্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১২ জুন (হি.স.) : কামরূপ মহানগর জেলায় কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। এই তিনটি বিষয় হল টেস্টিং, ট্রেসিং এবং ট্রিটমেন্ট। স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই তিন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও গুয়াহাটি পুর নিগমের আধিকারিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আজ শনিবার কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী কেশব মহন্ত কামরূপ মহানগর জেলাশাসকের কার্যালয়ে জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও পুর নিগমের বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারীদের সঙ্গে পর্যালোচনা সভায় মিলিত হয়েছেন। সভায় জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগু জেলার বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। জেলাশাসক বলেন, কামরূপ মহানগরের মতো ঘন জনবসতিপূর্ণ একটি জেলায় টিমওয়ার্কের ফলে কোভিড পজেটিভ রোগীর সংখ্যা তিন শতাংশে নেমেছে। জেলার কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলির খালি বেডের কথা জানিয়ে জেলাশাসক পেগু বলেন, রয়েল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটিতে ১,০০০টি বেডের মধ্যে ২৯৯টি কাহিকুচি, এসআইআরডির ২৭০টি বেডের মধ্যে ৫০টি, সরুসজাইয়ের ৪০০টি বেডের মধ্যে ২৯০টি বেডে রোগী রয়েছেন। বাকি ১,০৯০টি বেড এখনও খালিষ তাই বেড নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই, বলেন জেলাশাসক। তিনি বলেন, গত ১ এপ্রিল থেকে ১১ জুন পর্যন্ত কামরূপ মহানগর জেলার ৬,৩৮,৫৫২ জনের কোভিড পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫১,৮৮৩ জনকে কোভিড পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ২,৮১৫ জন সক্রিয় কোভিড রোগী কামরূপ মহানগর জেলায় রয়েছেন। এছাড়া ১১ জুন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৭৪৮ জন কোভিড রোগীর। কোভিড প্রতিষেধকের ক্ষেত্রে কামরূপ মহানগর ৫,১৫,৭৬৫ জনকে কোভিশিল্ড এবং ৯১,১২৭ জনকে কোভাক্সিন টিকা দেওয়া হয়েছে বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগু। এছাড়া গুয়াহাটি পুর নিগমের অতিরিক্ত কমিশবার পুলক মহন্ত বলেন, কোভিড রোগীর সংস্পৃষ্ট ৭৪,৮২৭ জনকে পরীক্ষা করার পর ৮,১৮৩ জনকে পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেনস এই সব রোগীদের সময় মতো শনাক্ত না করা হলে জেলার কোভিড পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হত। কোভিড মোকাবিলায় সকলের কাছ থেকে রিপোর্ট শুনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি গ্রামপ্রধান, সার্কল অফিসার প্রভৃতি তৃণমূল পর্যায় থেকে শীর্ষ কর্মকর্তাদের একজোট হয়ে এই অতিমারিকে প্রতিহত করতে আহ্বান জানান। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, কোভাক্সিন প্রতিষেধকের প্রথম ডোজপ্রাপ্তদের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। তিনি আরও বলেন, প্রয়োজনে কোভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজও দেওয়া হবে। সভায় পুরনিগমের কমিশনার দেবাশিস শর্মা, গুয়াহাটির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার দেবরাজ উপাধ্যায়ের পাশাপাশি বহু উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় কক্ষও পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

উপায় একমাত্র কাউন্সেলিং

সুতীথ চক্রবর্তী

জনসাধারণের মতামত নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিলকরার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরীক্ষা বাতিল ছাড়া 'বিকল্প' কোনও পথও এই মুহূর্তে ছিল না। দ্বিতীয় ঢেউ ভাগে এলেও দেশ এখন করোনার তৃতীয় তরঙ্গের অপেক্ষায়। এই যারা আমাদের দেশে এখনও টিকার আওতায় আসেনি। এবার রাজ্যে মাধ্যমিকও উচ্চমাধ্যমিক মিলিয়ে ২১ লক্ষ পরীক্ষার্থীর সংক্রমণের ঝুঁকি কোনও দায়িত্বশীল সরকার নিতে পারে না। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও সুযোগই নেই। জীবনের দু'টি বড় পরীক্ষা হচ্ছে না বলে যাঁরা গেল-গেল রব তুলছেন, তাঁরা মনে হয়, একটু অতিরিক্ত উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। স্কুল না যেতে পারার ক্ষতি পড়ুয়াদের হয়েছে। গত দেড় বছর ধরে স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ। এই ক্ষতি অপূরণীয়। কিন্তু হয়তো ১০০ বছর পরপর এইরকম ক্ষতি আমাদের মেনে নিতেই হবে। অতিমারী ঘন ঘন হয় না। ১০০ বছর পরই একটা ক্যাম্পাসই দেখা হল না। স্কুলের নবম বা দশম শ্রেণিতে পড়া যারা মিস করল, তারা স্কুলজীবনে সবচেয়ে উজ্জ্বল সময়টাকে উপভোগ করতে পারল না। নিচু ক্লাসে সব পড়ুয়ার স্বপ্ন থাকে নাইন-টেনের দাদাদের মতো হওয়ার। বহু পড়ুয়ার সেটাই হওয়া হল না। অনলাইনে ক্লাস করে নাইন-ট্রেন কেটে গেল বাড়িতে বসেই। স্নাতকোত্তরে ভর্তি হয়েও বহু পড়ুয়া এখনও পর্যন্ত ইউনিভার্সিটির অঙ্গনে পা রাখতে পারল না। এসব ক্ষতে কোনও দিনই কোনও প্রলেপ পড়বে না। ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতে না পারার আক্ষেপ চিরকতাল থাকবে। অতিমারীর কথা চিন্তা করেই সব ক্ষতি আমাদের স্বীকার করে নিতে হচ্ছে। কারণ, বেঁচে থাকার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো আর কিছু হতো পারে না।

মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক যারা দিতে পারল না, তাদের হায় -হায় করে লাভ নেই। মেধাবী পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে পরীক্ষা দিতে না পারা একটি বড় আফসোস।। মূল্যায়ন যে পদ্ধতিতেই হোক, মেধাবীদের কাছে তা কখনওই কাম্য নয়। মেধারী পড়ুয়ারা পরীক্ষা দিয়েই আরও ভাল পলের লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়। আবার যারা গড়-মেধার পড়ুয়া তারা বেশিরভাগই স্বাগত জানাচ্ছে পরীক্ষা বাতিলকে। পরীক্ষা ছাড়া অন্য কোনও মূল্যায়নের পদ্ধতিতে সাধারণভাবে এরা উপকৃত হয়। বিক্লপ মূল্যায়নে এরা তুলনামূলকভাবে ভাল ফল করবে। রাজ্য বোর্ডের স্কুলগুলিতে নবম-দশম অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন দশম শ্রেণি ওঠার ফলকে মূল্যায়নের পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা হতে পারে।

উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের কোনও পদ্ধতি বের করার কথা ভাবা হচ্ছে। আগামী সাতদিনের মধ্যে রাজ্য সরকার তা ঘোষণা করবে বলে জানিয়েছে। মূল্যায়ন যে পদ্ধতিতেই হোক, তাতে সাধারণ ছাত্রাছাত্রীদের ভাল যে হবে, তা ধরেই নেওয়া যায় তবে যেহেতু পরীক্ষা হল না, তাই সরকারের সেচষ্ট হওয়া উচিত কাউন্সেলিংয়ের ব্যাপারে। যারা মাধ্যমিক পাস করে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হবে,কিংবা উচ্চমাধ্যমিক পাস করে যারা উচ্চশিক্ষায় যাবে, দু'দল পড়ুয়ার ক্ষেত্রেই এবার কাউন্সেলিংয়ের কথা ভাবা যেতে পারে। এই কাউন্সেলিংয়ের মধ্য দিয়ে পড়ুয়াদের কার কোন বিষয়ে পড়াশোনার প্রবণতা, অর্থাৎ কে কোন বি,য় নিয়ে পড়লে উপকৃত হবে, গরম বোঝার সুযোগ নেই কে কোন বিষয়ে মেধাবী। কাউন্সেলিংয়ের মধ্য দিয়ে বাড়ির কাছে স্থানীয় স্কুলে ভর্তির বিষয়টিও নিশ্চিত করা যেতে পারে। অতিমারী পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের স্কুলে ঘোরার অবকাশও নেই। একইভাবে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণদের ক্ষেত্রেও কাউন্সেলিং জরুরি। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে যদি সঠিক বিষয় নির্বাচন করে পছন্দের স্কুলে ভর্তি সুনিশ্চিত করা যায়, তাহলে পরীক্ষা না দেওয়ার ক্ষতি অনেকটাই পুষিয়ে যাবে। একইভাবে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে যদি উচ্চশিক্ষার ভর্তি এইভাবে সুনিশ্চিত হয়, তাহলে পরীক্ষী না হওয়ার ক্ষত পূরণ হবে। তবে সবার ক্ষেত্রে যে এই পদ্ধতিতে ন্যায্য মূল্যায়ন হবে, তা নয়। কিন্তু ক্ষেত্রে কোনও কোনও পড়ুয়া বাড়তি সুবিধা পেয়ে যাবে। কেউ কেউ নিজের মেধার সঠিক মূল্যায়নের সুযোগ পাবে না। এটা অবশ্য পর্যয়ক্রমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সবসময়ই ঘটে থাকে। পরীক্ষার দিন শরীর খারাপ বা পারিবারিক কোনও বিপর্যায়ের মুখে পড়ে অনেক মেধাবীর ফল খারাপ হয়ে যায়। ততটা মেধারী নয়, এমন অনেক পড়ুয়া উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যাকডোরের সুযোগ পায়। ভাল কলেজ ভাল বিষযে অনার্স পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাকডোরেরও ভূমিকা থাকে। যে -কোর্সে ভর্তি হওয়ার মতো তার নম্বর নেই, প্রভাব খাটিয়ে সেই কোর্সেই ভর্তি হয়ে যায় অনেক পড়ুয়া। এই ঘটনা যখন স্বাভাবিক সময়ে পুরোপুরি এড়ানো যায় না, তখন এই অতিমারীর পরিস্থিতিতে সেরকম কিছু ঘটনা যে ঘটবে, তা ধরে নিতে হবে। মোটের উপর কাউন্সেলিং করলে অনেকটাই ন্যায্য বিচার পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে বেশিসংখ্যক পড়ুয়ার কাছে। উচ্চমাধ্যমিক বস্তুত উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের সোপান। উচ্চশিক্ষায় সঠিকভাবে প্রবেশের সুযোগ যদি করা যায়, তাহলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা না দিতে পারার ক্ষত ভবিষ্যতের জন্য তেমন গভীর সচেতনতাও একটা মাপকাঠি। গত দেড় বছর ধরে অনলাইনে যে লেখাপড়া হচ্ছে, তাতে পড়ুয়ারা কতটা উপকৃত হতে পারল, সেটা যেমন অনেকটাই নির্ভরশীল অভিভাবকের সচেতনতার উপর। যেক্ষেত্রে বাবা-মা তাঁদের সন্তানদের লেখাপড়ার বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন, সেক্ষেত্রে পড়ুয়ারা উপকৃত হচ্ছে বেশি। মূল্যায়ন ও বহু ক্ষেত্রে সঠিক হচ্ছে। এমন অনেক ঘটনা এই সময়কালে শুনেছি যে, অনলাইনে পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাড়িতে পরীক্ষকের ভূমিক পালন করছেন -মা বাবারা। যেক্ষেত্রে বাবা-মা ততটা সচেতন নন, সেক্ষেত্রে অনলাইন পরীক্ষায় পড়ুয়ারাও অনেক অন্যায় পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। তবে অনলাইন শিক্ষায় অন্যায় পদ্ধতি রোধ করার প্রযুক্তিগত সুবিধা রয়েছে। আবার পরীক্ষার প্রশ্ন এনমভাবে করা যায় যে, অনলাইনেও বই খুলে লেখার সুযোগ থাকে না। এবারই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের অনলাইন পরীক্ষার পর বহু পরীক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়ার শুনেছি, এমনভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, বাড়িতে বসে পরীক্ষা দিলেও বই কুলে দেখার সময়ই পাওয়া যায়নি। যাই হোক, মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক অনলাইনেও হচ্ছে না। মূল্যায়নের যে-পদ্ধতি বেরবে, সেখানে বাড়িতে বসে অনলাইনে পরীক্ষার কোনও সুযোগ থাকবে না। ধরে নেওয়া যেতে পারে, মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে কারও কোনও ক্ষোভ থাকবে না। কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে যদি মূল্যায়ন-পরবর্তী পড়ুয়াদের ভর্তির ক্ষেত্রে একটা ন্যায্য বা সমতা সুনিশ্চত করা যায়, তাহলে পরীক্ষা না হওয়ার ক্ষত বহুলাংশে মেরামত হয়ে যাবে। সরকার দু'ক্ষেত্রেই কাউন্সেলিংয়ের বিষয়টি বিবেচনা করুকু। করোনা বিধি মেনেই এটা করা সম্ভব। অনলাইনেও কাউন্সেলিং হতে পারে। পড়ুয়াদের সংখ্যাটা একটা সময়। সেক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকৃতভাবে কাউন্সেলিংয়ের কথা ভাবা হোক।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিনি)

সমুদ্রোপকূলে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী কৃষি পরিকল্পনা

ড. মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ

২৬ মে সকালে পশ্চিমঙ্গ সংগল্প ওড়িশা উপকূলে ঘণ্টায় ১৬৫ কিমি বেগে ঘূর্ণিঝন 'যশ' আছড়ে পড়ে। প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ২-৪ মিটার সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, সমসময়ে ভরা কোটালের ফলে হুগলি বিদ্যাধরী, মুড়িগঙ্গা, রূপনায়াণ, হলিদ, কেলেঘাই প্রভৃতি নদীতে জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর পরগনা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ঝোড়ো হাওয়া ও জলমগ্নতার ফলে এই সমস্ত অঞ্চলে খেতের ফসলের সঙ্গে ধানের গোলা, পানের বরোজ, মাছের পুকুর,-ভেড়ি, গবাদি পশু--পাখি প্রভৃতির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সমুদ্রের নোনা জলের প্রভাবে মাটিতে লবাণাক্ততা ও পিএইচ -এর মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং ঘূর্ণিঝড় 'যশে'র প্রভাব কৃষিক্ষেত্রে সাময়িক নয়, দীর্ঘপ্রসারী বটে।

বর্তমানে ফসলের বিশেষ পরিচর্যা 'যশ' পরবর্তী সময়ে ৫-১০ দিন প্রাকৃবর্ষার বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায়, বৃষ্টির প্রকোপ কমার পর জমির বর্তমান ফসলগুলিতে বিশেষ পরিচর্যা করতে হবে, যাতে ন্যূনতম ক্ষতি হয়। পাটঃ বীজ বপনের সময় অনুসারে, বর্তমানে পাট গাছের বয়স ২০-২৫ দিন। পাটের চারা জমা জলসহ্য করতে পারে না। নিকাশির মাধ্যমে জমি থেকে দ্রুত জল বের করে দিতে হবে। এরপর শিকড় পচা ও কাণ্ড পচা রোগ প্রতিরোধে পাটগাচের গোয়াড় ....৪ গ্রাম/ লিটার বা কপার হাইড্রক্সাইড ২.৫ গ্রাম / লিটাল বা তিলঃ জমি থেকে দ্রুত জল বের করার পর, গোড়া পচা বা কান্ড পচা রোগ প্রতিরোধে ব্লু-কপার/ ব্লাইটক্স ইত্যাদি ৪ গ্রাম /লিটার অথবা ক্লোরোথ্যালোনিল ২ মিলি/ লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

তিল ৮০ শতাংশ পেকে গেলে কেটে নেওয়ার পর এক জায়গায় জড়ো করে জাগ দেয়া যাবে না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে হালকা করে জাগে দিয়ে দ্রুত ঝাড়াই-মাড়াই করে শুকিয়ে নিতে হবে। বাদামঃ ফসল তোলার সময় প্রায় হয়ে যাওয়ায়, গাছশুদ্ধ উপড়ে তুলে নিলে বাদাম পাওয়া যাবে। তবে দেরিতে বোনো বাদাম জমি থেকে জল বের করে নিতে হবে। এরপর কার্বেন্ডাজিম ৫০ শতাংশ ১গ্রাম ও ম্যানকোজের ৭৫ শতাংশ ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে এক সঙ্গে গুলে স্প্রে করতে হবে। ২-৩ দিন

পরে টেবুকোনাজল ২৫.৯ শাতংশ ১.৫ মিলি/ লিটার বা প্রোপিকোনাজোল ২৫ শতাংশ ইসি ১ মিলি/ লিটার জলে গুলে গাছের গোড়াসহ সমস্ত গাছ ভিজিয়ে দিতে হবে।

পরবর্তী কৃষি পরিকল্পনা 'যশ' ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে ক্ষতি অপেক্ষা ভরা কোটালের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব মেদিনীপুর ও দুই ২৪ পরগনা জেলার সমুদ্রোপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। কিছু জায়গায়-২ ৫ দিনের মধ্যে জল নেমে গেলেও, অধিকাংশ স্থানে ৭ দিনের বেশি সময় নোনা জল জমে আছে। এর ফলে চাষের জমির মাটি ও দলাশয়ের জলের চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছে। মাটির অম্লত্ব কমে ক্ষারীয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া মাটিতে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ ও সক্রিয় সোডিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এমতাবস্থায়, পরবর্তী ৪-৫ বছর শস্যপর্যায়ে অন্তত একটি মরশুমে শিম্বগোত্রীয় ফসল (মূলত ডালশস্য) চাষ করার পরিবকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যা মাটির স্বাস্থ্য পুররুদ্ধারে সাহাস্য করবে। প্রথম সুযোগেই মাটি পরীক্ষা করতে হবে, যাতে মাটির চরিত্রগত পরিবর্তন বুঝে সুপারিশ অনুযায়ী ফসলের সার ববথ্যস্থঅপনা গ্রহণ করার যায়। ধানঃ সবুজ সার চাষঃ আমন ধান চা,ণ আগে সবুজ সর ফসল বিশেষত ধইঞ্চা চাষর সুপারিস করা হচ্ছে । এজন্য মূল জমি তৈরির প্রায় ৫০ জিন আগে কালবৈশাখী বৃষ্টির পর জমিতে এক চাষ দিয়ে হেক্টর প্রতি ৪০ কেজি ধইঞ্চা বীজ ছড়িযে দিতে হবে। এসময় হেক্টর প্রতি ২০ কেজি ফসফেটঘটিত সার দিলে ধইঞ্চা গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। ধইঞ্চা গাছ ৩৫-৪০ দিনে বয়সে ১ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট হলে, ছোট ছোট টুকরো করে জল জমা মূল জমিতে চাষের সময় মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। এভাবে ১০-২০ দিন পচানোর পর মূল জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে হবে। এবছর সম্ভব না হলে, পরবর্তী বছরগুলিতে সবুজ সার চাষ করা প্রয়োজন। জাত নির্বাচন) লবণাক্ত জমির উপযোগী নোনা সহনসীল জাত নির্বাচন করতে হবে। এছাড়া নিচু জমিতে আধা গভীর ও গভীর জলের উপযোগী জাতের চাষ করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে সবিতা, স্বর্ণ সার ১, লুনিশ্রী, সান্তা মাসুরি সাত ১ , সিআর ধান ৫০৭ (প্রসান্ত), সিআর ধান ৪০৫ (লুনাশাঁখি), সি আর ধান ৪০৩ (লুনা সুবর্ণা) প্রভৃতি জাতের চাষ করতে ফলন হ্রাসের সম্ভাবনা কমানো যেতে পারে। এছাড়া দেশি সুগন্ধি বা বিশেষ গুণসম্পন্ন ধান, যেমন চামরমণি, কনকচূড়, হরিণখুরি, বাধাতিলক প্রভৃতি চাষ লাভজনক হবে। নোনা মাটির বীজতলায় অঙ্কুরোদগমের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, বীজের পরিমাণ সাধারণ বীজের হারের ১.৫ গুণ সুপারিশ করা হয়। পরিবর্তে অঙ্কুরিত বীজ বীজতলায় ছড়িয়ে ভাল চারা তৈরি করা যায়। জলমগ্ন ধানজমিতে চিঙ্কা, আয়রণ ও ম্যাঙ্গানিজের অভাব হতে পারে। এক্ষত্রে হেক্টর প্রতি-১৫-২০ কেজি জিঙ্ক সালফেট জমিতে শেষ চাষের সময় দিতে হবে। ডালশস্যা খেসারি ঃ বর্ষা পরবর্তী রবি মরশুমে জমিতে সরাসরি তুলে বা পয়রা ফসল হিসাবে খেসারি চাষ করা যেতে পারে। এজন্য নির্মল, রতন, প্রতীক্ষ প্রভৃতি জাতের বীজ একর প্রতি ৫০-৬০ কেজি হিসাবে বীজ শোষন ও রাইবোজোম কালচার মেশানোর পর জমিতে ছিটিয়ে বুনতে হবে। পয়রা ফসলে ৩০-৪০ দিন পরে ডিএপি বা ইউরিয়ার ২ শতাংশ জলীয় দ্রবণ স্প্রে করা প্রয়োজন। মুগঃ মাঝারি নোনা জমিতে বসন্তকালীন মুগ চাষ কার্যকরী। এজন্য সম্রাট, বাসন্তী, পিডিএম ৫৪ প্রভৃতি জাতগুলি ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝই থেকে মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত হেক্টর প্রতি ৩০-৩৫ কেজি বীজ ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন ও রাইবোজোম কালচার মেশানোর পর ২০ সেমি, সারিতে বা ছিটিয়ে বুনতে হবে। সমস্ত গাছে ফুল আসার পূর্বে বাড়ন্ত অবস্থায় একটা সেচ দিলে ভাল হয়। সার প্রয়োগ ও অন্যান্য পরিচর্যা সুপারিশমতো করতে হবে। অন্যান্য ব্যবস্থা ফসল নির্ভর কৃষি পরিকল্পনা ছাড়াও মাটি-বাস্তুতন্ত্রের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

লবণাক্ত জমিতে ধান রোয়ার পূর্বে জমির চারপাশে উঁচু আল তুলে বৃষ্টির জল জমিয়ে, জমি চাষ দিয়ে কিছু সময় ধরে রেখে, জমির সম্পূর্ণ জল বের করে দিতে হবে। এতে জমির লবণাক্ততা কিছুটা কমে। কোনও কোনও ব্লকে মাটি লবণাক্ত হওয়ায়, পিএইচ-এর মান ৫.৫ বা তার বেশি হয়ে যেতে পারে। ক্ষারীয় অবস্থা কমানোর জন্য জমিতে হেক্টর প্রকৃতি ১.৫-২.০ টন জিপসামের সঙ্গে ৩-৫ টন জৈব সার ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। নদীর বাঁধ উঁচু করে তৈরি করতে হবে এবং তার দু'ধারে গাছ লাগাতে হবে ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, যাতে ঘূর্ণিঝড়ের সময় মসুদ্রের জল বাঁধ ভেঙে গ্রাম -জমি-জলাশয় প্লাবিত করতে না পারে। উপকূলীয় বাস্তুতন্দ্র রক্ষার জন্য যত্নশীল হতে হবে এবং দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। পরিশেষে একথা বলা প্রয়োজন যে, রাজ্য সরকারের কৃষি দফতর, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র প্রভৃতির ও সংক্রান্ত পরামর্শগুলির প্রতি কৃষকবন্ধুদের বিশেষ নজর দিতে হবে।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিনি)

প্রকৃতিকে জয় করতে হবে— এই মানসিকতাই কি কাল হল বিজ্ঞানের?

শোভনলাল চক্রবর্তী

বিজ্ঞান বলতে পথচলতি মানুষ বা বোঝেন, বিজ্ঞানের পরিসর তা অপেক্ষা অনেক অনেক বড়। সত্যিই বিজ্ঞানের সীমা অসীমে। তবে ভাবতে অবাক লাগে যে 'সীমার মাঝে অসীম' শব্দবন্ধ কোনও বিজ্ঞানীর কলমে নয়, আমরা পেয়েছি এক কবির কলমে। গণিত আমাদের সীমার মাঝে অসীমের ধারণা দেখিয়েছে। তবে সে সবই সাধারণের নাগালের বাইরে। বিজ্ঞান বলতে আজকের বিজ্ঞানীরা যার সাধনা করছেন, সেটা 'বিগ সায়েন্স' -এর অন্তর্গত। যেখানে কর্পোরেট পুঁজি তার বিপুল বৈভব ঢেলে দিয়েছে বিজ্ঞানের গবেষণার। না, বিজ্ঞানের জন্য নয়, তার ব্যক্তিস্বার্থ পূরণে। এই 'বগ সায়েন্স' -এর বিশাল গবেষণাগারে চলছে ঘোড়, দৌড়, কে আগে জিতবে পারবে রেস। এমনটা আমরা এই করোনা ব্যাকসিনের ব্যাপারেও দেখলাম। অক্সপোর্ডের সেই মহিলা বিজ্ঞানীর নাম (সারাহ গিলবার্ট) আজ চলে গেছে অন্তরালে। তার জায়গা নিয়েছে কয়েকটি জগৎ বিখ্যাত ওষুধের কোম্পানির নাম। সেইগুলিই আমরা রোজ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এই হচ্ছে 'বিগ সায়েন্স'-এর নীতি। আমরা পয়সা দিয়েছি, কোমাকে গবেষণার পরিবেশ,পরিকাঠামো দিয়েছি তার বিনিময়ে আমরা ফল চাই, খুব দ্রুত, সবার আগে। তা দিতে পেরেছো, খুব ভালো, এই নাও তোমার টাকার থালে, টাটা, বাইবাই,আবার যদি দরকার হয় তোমাকে নিশ্চয় ডেকে আনব। প্রশ্ন হচ্ছে, এইভাবে কি বিজ্ঞান পৌঁছতে পারবে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে? সবাই বলবেন কেন, ক্ষতিটা কী? এই যে ভ্যাকসিন রেস হল, তাতে মানুষের কাছে ভ্যাকসিন কত তাড়াতাড়ি চলে এল, কত মানুষ দুনিয়াজুড়ে ভ্যাকসিন পেলেন, এসবই তো বিজ্ঞঅনের দান, আর কী চাই? এরপরেও থেকে যাচ্ছে প্রশ্ন। প্রশ্নটা বিজ্ঞানের একেবারে গোড়ার, সেটা হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞানের দর্শন কী হওয়া উচিত? বিজ্ঞান চর্চার গোড়ার দিকে যদি আমরা একটু পিছন ফিরে তাকাই, তবে দেখব বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গের অর্থ আনুকূল্যে বিজ্ঞানীরা কাজ করেছেন। সেই কাজ ছিল জনহিতকর। এবং সেই সময়ে যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল দূর্বল তা সত্ত্বেও বিজ্ঞান অনেকটাই সফলতা পেয়েছিল কোনও নির্দিষ্ট দেশের বেড়াজাল ভেঙে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠতে। বিজ্ঞানের সুফল সবাই উপভোগ করবেন,কোন নির্দিষ্ট কেউ নয়, এটা ছিল প্রায় সতঃসিদ্ধ। বিজ্ঞান যখন গুটি গুটি পায়ে এসে উনিশ শতকের গোড়ায় পৌঁছল, তখন একটা সমস্যা তৈরি হল। সমস্যাটাকে অনেকে 'বিজ্ঞানের বিস্ফোরণ' (এক্সয়েশন অফ সায়েন্স) বলেছেন। উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ছাপিয়ে গেল বিজ্ঞানের বিগত সাড়ে চারশ বছরের অবদানকে। বিজ্ঞানের এই বিপুল বেগের অগ্রগতি অনেক সুরনো ধ্যানধারণাকে তছনছ করে দিল। বিজ্ঞানের অপার সম্ভাবনা এই সময়ে মানুষের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণার এক মৌলিক বদল আনতে শুরু করে। এই বদল সম্পর্কে বিজ্ঞানের পুরোধা পুরুষদের অনেকেই অবগত ছিলেন এবং এই সময়ে বিজ্ঞানের দর্শনের একটা নতুন ভাবনা শুণ্ড হয় যেটা পূর্ববর্তী 'পাশ্চাতোর আলোকিত কাল' (ওয়েস্টান' এনলাইটমেন্ট)-এর দর্শন অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই নতুন দর্শন কী হতে পারে, তা নিয়ে লেখালেখির শুরু আধুনিক পদার্থবিদ্যার জনক জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্যাঙ্কের হাত ধরে। তারপর হাইজেনবার্গ, ম্যাক্স বর্ন, শ্রয়ডিংআর এবং সর্বোপরি আইনস্টাইন এই বিষয়ে আলোকপাত করেন। এঁদের সবার আলোচনাতেই প্রকৃতি (নেচার) এক নতুন সমস্যা নিয়ে হাজির হল। প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করাই যে বিজ্ঞানের লক্ষ্য এ বিষয়ে কারুর মনে কোনও সংশয় ছিল না। কিন্তু উনিশ শতকের গোড়ায় বিজ্ঞানীরা সংশয় প্রকাশ করে বলছেন যে বিজ্ঞান যখন প্রকৃতিকে প্রায় পুরোটাই ব্যাখ্যা করে ফেলেছে তখন বিজ্ঞান তার সামনে কী রেখে এগোবে? এই সময়ে অনেকেই তখন বিজ্ঞানকে নিয়ে এসে ফেললেন মনোজগতে, আধ্যাত্মিক জগতে। বিজ্ঞানের মূল যে লক্ষ্য, সত্যের সন্ধান, তা এই সময়ে যুক্ত হয়ে গেল আধ্যাত্মিক সত্যের সঙ্গে। এক ঝাঁক বিজ্ঞানী শুরু করলেন সংস্কৃত চর্চা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিজেপি লিগ্যাল সেলের পদাধিকারীদের নিয়ে বিজেপি সভাপতি ডা. মানিক সাহা শনিবার বিজেপি কার্যালয়ে বৈঠক করেন। ছবি- নিজস্ব।

করোনা রোগীদের জন্য ”পকেট ভেন্টিলেটর” তৈরি করলেন বাঙালি বিজ্ঞানী

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি. স.) : নিজে আক্রান্ত হয়েছিলেন করোনায়। রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ ৮৮ শতাংশে নেমে গিয়েছিল। হাসপাতালে ভরতি হতে না হলেও সেদিন বুঝেছিলেন করোনার ক্ষেত্রে ভেন্টিলেটরের গুরুত্ব। তাই করোনা মুক্ত হয়ে শুরু করেছিলেন সমস্যা থেকে বের হওয়ার উপায় খুঁজতে। এবং সাফল্য এখন তাঁর হাতে। তিনি বাঙালী বিজ্ঞানী ডা. রামেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়। মাত্র ২০ দিনেই করোনা রোগীদের জন্য বানিয়ে ফেলেছেন বিশেষ 'পকেট ভেন্টিলেটর'।

মাত্র ২৫০ গ্রাম ওজনের এই 'পকেট ভেন্টিলেটর' —এ একবার চার্জ দিলে ন্যূনতম ৮ ঘণ্টা চলে। সাধারণ মোবাইল চার্জারে (অ্যান্ড্রয়েড টাইপ ২) অনায়াসে চার্জ দেওয়া যায়। সুতরাং যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়ার কোনও সমস্যা নেই। ডা. মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বাস, কোভিড ও মিউকরমাইকোসিস সামলাতে ছোট্ট এই ভেন্টিলেটর অত্যন্ত কাজে দেবে।

তিনি জানিয়েছেন, 'পকেট ভেন্টিলেটর'-এর দু'টো ভাগ রয়েছে। একটি পাওয়ার ইউনিট, অন্যটি মাউথ পিস যুক্ত ভেন্টিলেটর ইউনিট। সুইচ অন হলে বাইরের বাতাস যন্ত্রে মজুত আল্ট্রা ভায়োলেট চেম্বার দিয়ে বিশুদ্ধ করিয়ে সজোরে ফুসফুসে পাঠায়। চেম্বারের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় বাতাসে কোনও জীবাণু থাকলেও তা মরে যায়। রোগী যখন নিঃশ্বস ছাড়েন, তখনও একই কায়দায় বাতাসকে আল্ট্রা ভায়োলেটে শুদ্ধ করে ছাড়ে এই যন্ত্র। ফলে ডাক্তার বা নার্স বা রোগীর আশপাশে মজুত মানুষজনের কোনও সমস্যা হবে না। এই যন্ত্রটি হাসপাতালে ব্যবহৃত সিপ অ্যাপ (কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার) যন্ত্রের ভাল বিকল্প বলেই জানালেন ডা. মুখোপাধ্যায়।

ভয়াবহ হয়ে ওঠা কোভিড সামলাতে দেশে ভেন্টিলেটরের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু তাও সংখ্যায় প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এই পরিস্থিতিতে রামেন্দ্রবাবুর এই আবিষ্কার বাড়িতে থাকা রোগীদের কাছে সঞ্জীবনী হয়ে উঠবে। হঠাৎ করে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে শুরু করলে দিন কয়েক এই যন্ত্রই সামলে দিতে পারবে 'ক্রাইসিস'। এমনই আশা ৩০টি আবিষ্কারে পেটেন্টের মালিক এই বাঙালি বিজ্ঞানীর।

নিয়ন্ত্রণে দিল্লির লাজপত নগর মার্কেটের শোরুমের ভয়াবহ আগুন

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি. স.) : দীর্ঘ প্রায় ৪-৫ ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে দিল্লির লাজপত নগর মার্কেটের শোরুমের ভয়াবহ আগুন। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এখনও অবধি কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। ঘটনাস্থলে দমকলের ৩০টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করে। এক দমকল অধিকর্তা জানিয়েছেন, প্রায় ১০০-রও বেশি দমকলকর্মী বর্তমানে কাজ করছে।

প্রসঙ্গত, শনিবার সকাল ১০ টা ২০ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ দিল্লির লাজপত নগর মার্কেটে বিধ্বংসী আগুনে নিমেষে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা বাজার। একটি জামাকাপড়ের শোরুম থেকেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ১৬টি ইঞ্জিন। পরে আগুন আশেপাশের দোকানগুলিতেও আগুন ছড়িয়ে পড়ায় আরও কয়েকটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। মোট ৩০টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করেছে। তবে আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। শেষ খবর পাওয়া অবধি, বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। বর্তমানে দমকলকর্মীরা ল্যাডারের মাধ্যমে শোরুম ও আশেপাশের দোকনগুলিকে জল দিয়ে ঠান্ডা চেষ্টা করছেন। আশেপাশের দোকানগুলিকেও খালি করা হচ্ছে, যাতে দাহ্য পদার্থের সংস্পর্শে এসে আগুন আরও ছড়িয়ে না পড়ে।

ফ্রন্টলাইন কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব : ডাঃ জয়লাল

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি.স.): কখনও চিকিৎসায় গাফিলতি, কখনও আবার অন্যান্য কারণে প্রায়ই নিগৃহীত হচ্ছেন চিকিৎসকরা। সম্প্রতি বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, উত্তর প্রদেশ ও কর্ণাটকে কোভিড ওয়ার্ডে কর্মরত চিকিৎসককেই নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে। চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর নিগ্রহের ঘটনায় রাশ টানতে এবার কঠোর হল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)। ”সেভ দ্য সেভিয়র”-এই স্লোগানে আইএমএ-র ডাকে স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর হামলার প্রতিবাদে, আগামী ১৮ জুন দেশব্যাপী প্রতিবাদে নামছেন স্বাস্থ্য কর্মীরা। ডাক্তার, নার্স-সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতিবাদে অংশ নিলেন কোনও হাসপাতাল বন্ধ থাকবে না। চিকিৎসকরা কালো ব্যাজ, কালো মাস্ক অথবা কালো জামা পরে প্রতিবাদ দেখবেন।

শনিবার ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর সভাপতি ডাঃ জে এ জয়লাল জানিয়েছেন, ”'সেভ দ্য সেভিয়র”-স্লোগানে আগামী ১৮ জুন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর ডাকে দেশব্যাপী প্রতিবাদে নামবেন স্বাস্থ্য কর্মীরা। ডাক্তার, নার্স-সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতিবাদে অংশ নিলেন কোনও হাসপাতাল বন্ধ থাকবে না। চিকিৎসকরা কালো ব্যাজ, কালো মাস্ক অথবা কালো জামা পরে প্রতিবাদ দেখবেন।' তিনি জানিয়েছেন, 'বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, উত্তর প্রদেশ ও কর্ণাটকে কোভিড ওয়ার্ডে কর্মরত চিকিৎসকদের নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছে। মহামারীতে কর্মরত ফ্রন্টলাইন কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।' আইএমএ-এর সভাপতি ডাঃ জে এ জয়লাল আরও বলেছেন, 'সিআরপিসি ও আইপিসি-র অধীনে কেন্দ্রীয় সুরক্ষা আইন আনার জন্য সরকারের কাছে আমরা দাবি জানাচ্ছি, পাশাপাশি সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে সুরক্ষাকাঠামো বাধ্যতামূলক করতে হবে।'

অসমের দুটি কাগজ কল নিলামের বিরুদ্ধে করিমগঞ্জে বাম শ্রমিক সংগঠনগুলির বিক্ষোভ

করিমগঞ্জ (অসম), ১২ জুন (হি.স.) : অসমের দুটি কাগজ কল নিলামের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলি। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ শনিবার সমগ্র রাজ্যব্যাপী কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিভিন্ন বাম শ্রমিক সংগঠন।

করিমগঞ্জ জেলায়ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাগজ কল নিলামের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন। জেসিটিইউ, সিআইটিইউ, সারা ভারত কৃষক সভা সহ জেলার শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক এবং কৃষক সংগঠনগুলি আজকের প্রতিবাদী বিক্ষোভ প্রদর্শনে শামিল হয়েছে। করিমগঞ্জ শহরের শম্ভুসাগর পার্কে রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন শ্রমিক সংগঠনের কর্মকর্তারা।

পাঁচগ্রামে কাছাড় কাগজকল এবং জাগিরোডে নগাঁও কাগজকল নিলামের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে শ্রমিক নেতারা বলেন, কর্পোরেট মালিকদের স্বার্থেই সরকার শ্রমিক-বিরোধী এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে কাগজকল দুটি বন্ধ থাকায় কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছেন না। অর্থের অভাবে অর্ধাহারে অনাহারে কাগজকল কর্মচারীদের পরিবার আজ ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থের অভাবে বিনা চিকিৎসায় ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন কর্মাচারী মারা গিয়েছেন। সরকারের বদান্যতায় কাগজকল দুটি বন্ধ থাকায়, এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অসংগঠিত শ্রমিক, ঠিকাদার, ছোট দোকানি, কৃষকরা বেকারে পরিণত হয়েছেন। অনেক শ্রমিক তো আত্মহত্যা করতেও বাধ্য হয়েছেন। এঁদের পরিবারগুলি আজ সম্পূর্ণ বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

শ্রমিক নেতারা আরও বলেন, পাঁচগ্রাম কাগজকলটি বরাক উপত্যকার একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল। এতদঅঞ্চলের মানুষের আশার আলো ছিল এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটি। পাঁচগ্রাম কাগজকল বন্ধ থাকার ফলে শুধু কর্মরত মানুষেরই ক্ষতি করছে এমন নয়, উপত্যকার ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও তা এক অশনি সংকেত। শ্রমিক নেতারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এমন সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, ব্যাঙ্ক, বিমা, বিদ্যুৎ বেসরকারীকরণ হচ্ছে, নয়া কৃষি আইন করে কৃষকদের পথে বসিয়েছে সরকার। একই নীতিতেই কাগজকল বেসরকারীকরণ হচ্ছে। এর পেছনে উদ্দেশ্য একটাই, কর্পোরেট মালিকদের মুনাফার সুযোগ করে দেওয়া। সাধারণ মানুষের বাঁচা-মরায় কিছু আসে যায় না সরকারের।

নির্বাচনের আগে রাজ্যের কাগজকল দুটি অধিগ্রহণ করে পুনরায় চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল শাসক দল বিজেপি। কিন্তু মসনদে বসেই সকল প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে গিয়েছেন শাসক দলের নেতাগণ। শ্রমিক নেতারা উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, কেরালা সরকার সেখানকার বন্ধ কাগজকল অধিগ্রহণ করে চালু করতে সক্ষম হয়েছে। সেই সঙ্গে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবন রক্ষা করতে সেখানকার সরকার বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে। কেরল সরকার যদি এমনটা করতে পারে, তা-হলে অসম সরকার পারবে না কেন? বিক্ষোভ প্রদর্শন কালে এমন প্রশ্নও উত্থাপন করেন শ্রমিক নেতারা। তাই অবিলম্বে কাগজকল নিলামের সিদ্ধান্ত বাতিল করে প্রতিষ্ঠান দুটি অধিগ্রহণ করে চালু করার জোরালো দাবি জানান শ্রমিক নেতাগণ। অন্যথায় রাজ্যব্যাপী বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলারও চরম হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা। বিক্ষোভ প্রদর্শনে অন্যদের মধ্যে ছিলেন জেসিটিইউ-এর আহ্বায়ক পরিতোষ দাশগুপ্ত, সিআইটিইউ নেতা তরুণ গুহ, মৃণ্ময় দাস, আপ্তার আলি, অমল দে, সুপ্রিয় দেব, শিক্ষক নেতা কালিপদ নাথ, সারা ভারত কৃষক সভার করিমগঞ্জ জেলা সম্পাদক কালিকুমার দে প্রমুখ।

সংক্রমণের হার উর্ধমুখী, ২,২১৫ বেড়ে ব্রাজিলে ৪.৮৪-লক্ষাধিক মৃত্যু

রিও ডি জেনেইরো, ১২ জুন (হি.স.): সংক্রমণের হার উর্ধমুখী ব্রাজিলে, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ২,২১৫ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৬,০৬১ জন। ফলে ব্রাজিলে ৪ লক্ষ ৮৪ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারা দিনে) ব্রাজিলে নতুন করে ২,২১৫ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ৩৫০-তে পৌঁছেছে।

আগের দিনের তুলনায় ব্রাজিলে কিছুটা কমেছে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা, শুক্রবার সারাদিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৮৬,০৬১ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৭,৩০১,২২০ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৫,৭১৮,৫৯৩ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,০৯৮,২৭৭ জন।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

দিল্লিতে নিগৃহীত দু”জন এএসআই, কৃষকদের নামে এফআইআর

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি.স.): গত ১০ জুনের ঘটনা। সিংঘু সীমানায় কৃষকদের প্রতিবাদ স্থলের ছবি তুলেছিলেন দিল্লি পুলিশের বিশেষ ব্রাঞ্চের দু”জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর (এএসআই)। ছবি তোলার ”অপরাধে” নিগৃহীত হয়েছিলেন ওই দু”জন এএসআই। বিক্ষোভরত কৃষকরা তাঁদের নিগ্রহ করেছিলেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় নারেলা পুলিশ স্টেশনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ওই ঘটনা প্রসঙ্গে শনিবার ভারতীয় কিসান ইউনিয়নের নেতা রাকেশ টিকাইত বলেছেন, 'কৃষকদের প্ররোচিত করতে চাইছে পুলিশ ও সরকার। যদি তাঁদের (পুলিশ) প্রতিবাদ স্থলে আসার কথা, তাহলে আগে থেকে কথা বলা উচিত ছিল। তাঁরা এফআইআর দায়ের করতেই পারেন।' টিকাইত আরও বলেছেন, 'পুলিশ কর্মীরা হয়তো সাধারণ পোশাকে ছিলেন এবং কৃষকরা ভুল করেই চ্যানেলের লোকজন ভেবে এমনটা করতে পারেন। আমরা হিংসায় লিপ্ত হই না।'

কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়ের সম্ভাবনা বাস্তবিক, দিল্লিও প্রস্তুত : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি.স.): কোভিড-১৯ মহামারীর প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছে সমগ্র ভারত। করোনার তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আগে থেকেই যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে দিল্লি সরকার। শনিবার দিল্লির ৯টি হাসপাতালে অক্সিজেন প্লান্টের শুভ উদ্বোধন করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ভার্চুয়ালি এই অনুষ্ঠানে কেজরিওয়াল বলেছেন, 'কোভিডের তৃতীয় ঢেউযে সম্ভাবনা বাস্তবিক, তবে দিল্লিও প্রস্তুত রয়েছে।' দিল্লিবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কেজরিওয়াল বলেছেন, 'অত্যন্ত অনুশাসনের সঙ্গে দিল্লির ২ কোটি মানুষের প্রচেষ্টায় করোনা নিয়ন্ত্রণে আমরা সফল হয়েছি।

কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুতি জারি রেখেছে দিল্লি। দিল্লির ৯টি হাসপাতালে ২২ পিএসএ অক্সিজেন প্লান্টের উদ্বোধন হয়েছে।' কেজরিওয়াল আরও জানিয়েছেন, জুলাই মাসের মধ্যে আরও ১৭ প্লান্ট শুরু করা হবে, দিল্লি যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে।' যে ৯টি হাসপাতালে এদিন অক্সিজেন প্লান্টের উদ্বোধন করা হয়েছে, সেই হাসপাতালগুলি হল-দীপ চাঁদ বন্ধু হাসপাতাল, জিটিবি হাসপাতাল, বুরারি হাসপাতাল, মদন মোহন মালব্য হাসপাতাল, বাবাসাহেব আম্বেদকর হাসপাতাল, ইনস্টিটিউট অফ লিভার এন্ড বিলিয়ারি সায়েন্সেস, সঞ্জয় গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল, এসজিএম হাসপাতাল, রাজীব গান্ধী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল।

পঞ্জাবের রাজনীতিতে নতুন দিন, ভোটে একসঙ্গে লড়বে অকালি দল ও বিএসপি

চন্ডীগড়, ১২ জুন (হি.স.): পঞ্জাবের রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়, ২০২২ সালের পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচন ও ভবিষ্যতে অন্যান্য নির্বাচন একসঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে শিরোমণি অকালি দল এবং বহুজন সমাজ পার্টি। শনিবার শিরোমণি অকালি দলের সভাপতি সুখবীর সিং বাদল এবং বহুজন সমাজ পার্টির সাংসদ সতীশ মিশ্র যৌথভাবে এই ঘোষণা করেছেন। সুখবীর জানিয়েছেন, 'পঞ্জাবের রাজনীতিতে নতুন দিন, শিরোমণি অকালি দল এবং বহুজন সমাজপার্টি ২০২২ সালের পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে লড়বে, পাশাপাশি ভবিষ্যতে অন্যান্য নির্বাচনও একসঙ্গে লড়বে শিরোমণি অকালি দল ও বহুজন সমাজ পার্টি।'

বহুজন সমাজ পার্টির সাংসদ সতীশ চন্দ্র মিশ্র বলেছেন, 'পঞ্জাবের বৃহত্তম দল শিরোমণি অকালি দলের সঙ্গে জোট তৈরি হয়েছে, ঐতিহাসিক দিন। ১৯৯৬ সালে বহুজন সমাজ পার্টি ও শিরোমণি অকালি দল একসঙ্গে লোকসভা নির্বাচনে লড়েছিল এবং ১৩টি আসনের মধ্যে ১১টি আসনে জয়লাভ করেছিল। এবার জোট আর ভাঙবে না। আমরা দুর্নীতিকে শেষ করব। বর্তমান কংগ্রেস সরকার দলিত ও কৃষক বিরোধী, আমরা সকলের কল্যাণের স্বার্থে কাজ করব।'

১১৭ আসন বিশিষ্ট পঞ্জাবে ২০টি আসনে লড়বে মায়াবতীর দল বহুজন সমাজ পার্টি, বাকি আসনে লড়বে শিরোমণি অকালি দল। যে আসনগুলিতে বিএসপি লড়বে সেই আসনগুলি হল-জলন্ধরের কার্তারপুর সাহিব, জলন্ধর-পশ্চিম, জলন্ধর-উত্তর, ফাগওয়ারা, হোশিয়ারপুর আর্বান, দাসুয়া, রূপনগর জেলার চমকাউর সাহিব, বাস্সি পাঠানা, পাঠানকোট জেলার সুজানপুর, মোহালি, অমৃতসর উত্তর এবং অমৃতসর সেন্ট্রাল। পঞ্জাবে বিজেপির সঙ্গে যখন শিরোমণি অকালি দলের জোট ছিল তখন, বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত ২৩টি আসনে।

ফের রক্ত ঝরল কাশ্মীরে, সোপোরে জঙ্গি হামলায় দু”জন পুলিশ-সহ মৃত ৪

শ্রীনগর, ১২ জুন (হি.স.): সন্ত্রাসী হামলায় ফের রক্তাক্ত হল কাশ্মীর উপত্যকা। জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে প্রাণ হারালেন দু”জন পুলিশ কর্মী। মৃত্যু হয়েছে দু”জন সাধারণ নাগরিকের। আরও দু”জন পুলিশ কর্মী ও একজন সাধারণ নাগরিক আহত হয়েছেন। শনিবার সোপোরের আরামপোরা এলাকায় পুলিশ ও সিআরপিএফ জওয়ানদের যৌথ দলকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় জঙ্গিরা। গুলি চালানোর পরই সন্ত্রাসবাদীরা পালিয়ে যায়। মোট ৭ জন জখম ও আহত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৪ জন পুলিশ কর্মী ও ৩ জন সাধারণ নাগরিক। কাশ্মীরের আইজি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, সোপোরে জঙ্গি হামলায় দু”জন পুলিশ কর্মী ও দু”জন সাধারণ নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। আরও দু”জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। এই হামলার নেপথ্যে লস্কর-ই-তৈবার হাত রয়েছে।'

বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা ই রাজেন্দরের, দুষলেন তেলেঙ্গানা সরকারকে

হায়দরাবাদ, ১২ জুন (হি.স.): বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তেলেঙ্গানার প্রাক্তন মন্ত্রী এতলা রাজেন্দর। শনিবার তেলেঙ্গানা বিধানসভার স্পিকারের অফিসে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন এতলা রাজেন্দর। একইসঙ্গে দুষেছেন তেলেঙ্গানা সরকারকে। তাঁর মতে, তেলেঙ্গানায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কাজ করছে না। জমি দখলের অভিযোগে গত মে মাসেই রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল রাজেন্দরকে। এরপর শনিবার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দিলেন তেলেঙ্গানার এই প্রাক্তন মন্ত্রী। ই রাজেন্দর এদিন বলেছেন, হুজুরাবাদে পরবর্তী নির্বাচনে, ধর্ম ও অধর্মের মধ্যে লড়াই হবে। ন্যায়বিচার জয়লাভ করবে এবং টাকার পরাজয় হবে। তেলেঙ্গানায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কাজ করছে না। এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে আগামী দিনে আমি লড়ব।'

বৃষ্টি থেকে আপাতত রেহাই নেই, মুম্বইয়ে বর্ষণ চলবে আগামী ৪৮ ঘন্টা

মুম্বই, ১২ জুন (হি.স.): বৃষ্টি থেকেই আপাতত নিস্তার নেই বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ের। মুম্বইয়ে আগামী ৪৮ ঘন্টা চলবে বৃষ্টি, জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। মুম্বইয়ের পাশাপাশি থানে-তেও লাল সতর্কতা জারি করেছে আইএমডি। শনিবার আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতর, মুম্বই জানিয়েছে, 'আগামী ৪৮ ঘন্টায় মুম্বই ও শহরতলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।' ১৩ জুন, রবিবার মুম্বই, থানে, রাইগড় জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আইএমডি। ভারী বৃষ্টি চলবে ১৪ জুন পর্যন্ত। ১-১১ জুনের মধ্যে মুম্বইয়ে ইতিমধ্যেই ৫৩৪.৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। বর্ষার আগমণের পর থেকেই ভারী বৃষ্টি চলছে মুম্বইয়ে। ভারী বৃষ্টি হয়েছে শনিবারও। বর্ষণে ফের জল জমে গিয়েছে মুম্বইয়ের বিভিন্ন রাস্তায়। স্বাভাবিকভাবেই দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে মানুষজনকে।

বিমান যাত্রায় ঝুঁকি, মেহুলের জামিন-আর্জি খারিজ ডমিনিকার আদালতে

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি.স.): মেহুল চোক্সীকে জামিন দিল না ডমিনিকার হাইকোর্ট, দ্বীপ রাষ্ট্রে অবৈধভাবে প্রবেশ মামলায় মেহুলের জামিনের আবেদন খারিজ করল ডমিনিকার হাইকোর্ট। বিমানে করে চোক্সীকে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া ঝুঁকি হতে পারে। তাই এই মুহূর্তে তাঁকে জামিন দেওয়া হচ্ছে না। এর আগে ম্যাজিস্ট্রেট মেহুলের জামিন-আর্জি খারিজ করেছিল, তাই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন চোক্সী।

এর আগে গত বুধবার চোক্সীকে 'নিষিদ্ধ অভিবাসী' ঘোষণা করে ডমিনিকা। গত ২৬ মে বেআইনি ভাবে ডমিনিকায় প্রবেশের অভিযোগে মেহুলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। প্রায় ১৩,৫০০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলায় অভিযুক্ত হিরে ব্যবসায়ী মেহুলকে ভারতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দিল্লির তরফে আবেদন জানানো হলেও গত সপ্তাহে তা খারিজ করে দিয়েছিল ডমিনিকা সরকার। ভারতের আবেদনের প্রেক্ষিতে আগেই মেহুলের উপর রেড কর্নার নোটিস জারি করেছিল ইন্টারপোল। অ্যান্টিগা সরকারও দিল্লির প্রস্তাবে সায় দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও মেহুলকে ফেরাতে রাজি হয়নি ডমিনিকা।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

৮৬ বছরে জীবনাবসান, রামকৃষ্ণলোকে স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজ

কলকাতা, ১২ জুন (হি.স.): অমৃতলোকে গেলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ অধ্যক্ষ স্বামী শিবময়ানন্দজি। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। সূত্রের খবর, বেশ কিছু দিন ধরে করোনায় আক্রান্ত ছিলেন তিনি। ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে। গত ২২ মে জ্বর ও হালকা শ্বাসকষ্টের কারণে স্বামী শিবময়ানন্দকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর শারীরিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সূত্রে খবর, করোনা-নিউমোনিয়ার কারণেই শুক্রবার রাত ৯টা ৫-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

১৯৩৪ সালে বিহারে জন্ম স্বামী শিবময়ানন্দের। ১৯৫৯ সালে বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত হন। মিশনের বহু শাখার গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি দায়িত্ব সামলেছেন বহু বছর ধরে। বেলুড় মঠের তরফে জানানো হয়েছে, স্বামী শিবময়ানন্দজী কয়েক বছর ধরে উচ্চ রক্তচাপ ও কিডনিজনিত অসুখে ভুগছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শাখার দায়িত্বে ছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিমলা স্ট্রিটের স্বামী বিবেকানন্দর পৈতৃক আবাস, কাশীপুর উদ্যানবাটি, ও কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান মঠ। ভক্তদের কাছে রণেন মহারাজ নামে খ্যাত স্বামী শিবময়ানন্দের মৃত্যুতে অনেকেই শোকপ্রকাশ করেছেন। টুইটারে শোকজ্ঞাপন করেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

স্বামী শিবময়ানন্দজীর প্রয়াণে আধ্যাত্মিক জগতে শূন্যতা সৃষ্টি হল : মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১২ জুন (হি.স.): রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজের (রণেন মহারাজ) প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শোক-বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, তিনি গত রাতে কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তাঁর কর্ম ও শিক্ষা মঠ ও মিশনের অনুগামীদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর প্রয়াণে আধ্যাত্মিক জগতে এক শূন্যতার সৃষ্টি হল। আমি রণেন মহারাজের সকল শিষ্য ও ভক্তদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

সম্প্রতি করোনায় আক্রান্ত হয়ে স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজ ভর্তি হয়েছিলেন সেবা প্রতিষ্ঠানে। বেশ কয়েক বছর ধরেই শ্বাসকষ্ট, রক্তচাপ-সহ কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন। গত ২২ মে জ্বর ও হালকা শ্বাসকষ্টের কারণে স্বামী শিবময়ানন্দকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর শারীরিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সূত্রে খবর, করোনা-নিউমোনিয়ার কারণেই শুক্রবার রাত ৯টা ৫-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

দিল্লি ও কলকাতায় ৯৬ টাকা পেট্রোল, দেশব্যাপী মহার্ঘ্য জ্বালানি তেল

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি.স.): গত ৪ মে থেকে এই নিয়ে ২৩ দিন, ফের বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। শনিবারের মূল্যবৃদ্ধির পর দিল্লি ও কলকাতায় লিটারপ্রতি পেট্রোলের দাম ৯৬ টাকা ছাড়িয়ে গেল। নতুন করে ২৭ পয়সা দাম বাড়ার পর রাজধানী দিল্লিতে শনিবার পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯৬.১২ টাকা এবং ২৩ পয়সা বৃদ্ধির ডিজেলের দাম ৮৬.৯৮ টাকা। কলকাতায় পেট্রোলের দাম বেড়েছে ২৬ পয়সা এবং ডিজেল ২৩ পয়সা। কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের বর্ধিত দাম ৯৬.০৬ টাকা এবং ডিজেলের নতুন দাম ৮৯.৮৩ টাকাঊ

মুম্বইয়ে আরও দামি হল পেট্রোল ও ডিজেল। ২৬ পয়সা বেড়ে মুম্বইয়ে শনিবার পেট্রোলের দাম পৌঁছেছে ১০২.৩০ টাকায় এবং ২৪ পয়সা বেড়ে ডিজেলের দাম ৯৪.৩৯ টাকায় পৌঁছেছে। চেন্নাইয়ে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে, যথাক্রমে ৯৭.৪৩ টাকা প্রতি লিটার এবং ৯১.৬৪ টাকা প্রতি লিটার। চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম বেড়েছে ২৪ পয়সা এবং ডিজেলের দাম বেড়েছে ২২ পয়সা।

শ্বাসনালী ও ফুসফুসে সংক্রমণ, সমরেশ মজুমদার আইসিইউ-তে ভর্তি

কলকাতা, ১২ জুন (হি.স.): শ্বাসনালী ও ফুসফুসের সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার। শুক্রবার সকাল থেকে শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয় ৭৯ বছর বয়সী সাহিত্যিকের, ধীরে ধীরে তা বাড়তে থেকে। তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে রাতেই তাঁকে ভর্তি করা হয় বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে। হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি রয়েছেন বর্ষীয়ান সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার। যদিও তাঁর করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, শ্বাসনালীতে সংক্রমণ থাকায় তাঁর শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। হাসপাতালে ভর্তির পরে তাঁর বুকের এক্স-রে করে দেখা হয়। এ ছাড়া সিটি স্ক্যান ও করোনা পরীক্ষাও হয়। করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। সমরেশের চিকিৎসার জন্য ৩ সদস্যের একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তাঁরাই প্রতি মুহূর্তে সাহিত্যিকের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখছেন।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

শিক্ষা গ্রহণে শিশুর অক্ষমতা বোঝার উপায়

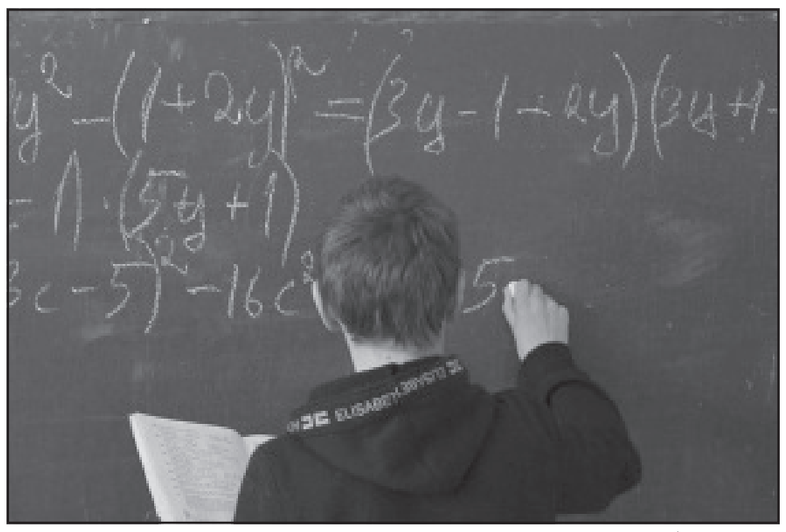

'ডিসকালকুলিয়া' সমস্যা থাকলে শিশুর কোনো কিছু শিখতে বা বুঝতে সমস্যা হয়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভাষায় 'ডিসকালকুলিয়া' এক ধরনের শেখার অক্ষমতা। এই সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি সাধারণ উপায়ে যে কোনো সংখ্যাযুক্ত তথ্য কিংবা পদ্ধতি শিখতে, বুঝতে ও রপ্ত করতে পারেনা।

ফলে যেকোনো হিসাব, সংখ্যার ক্রম ও গাণিতিক যুক্তি তাদের বুঝতে সমস্যা হয়। পাশাপাশি একটি সংখ্যার সঙ্গে আরেকটি সংখ্যার সম্পর্ক, সাংকেতিক চিহ্ন, দিক নির্দেশনা, সময় দেখা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয় অস্বাভাবিক মাত্রায়।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো বিস্তারিত।

লক্ষণ স্বাভাবিক যেকোনো হিসাব বুঝতে না পারার সমস্যার তীব্রতা নির্ভর করবে এর কারণ এবং যিনি পারছেন না তার বয়সের ওপর। বিভিন্ন বয়সে শিশুদের মাঝে 'ডিসকালকুলিয়া'র লক্ষণ বিভিন্ন হতে পারে।

স্কুলের আগে: দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সিদের অক্ষরজ্ঞানে হাতেখড়ি হয়। 'ডিসকালকুলিয়া'র সমস্যা থাকলে এসময় শিশুর ১ থেকে ১০ গুনতে অস্বাভাবিকমাত্রায় সমস্যা দেখা দেবে। এই সমস্যা ১০০ পর্যন্ত গুনতে না পারা পর্যন্তও গড়াতে পারে।

অনেকগুলো বস্তু একটি একটি করে গুনতে অসুবিধা হতে পারে। সেই সঙ্গে একই সংখ্যক বস্তুর একাধিক সমষ্টিকে একটি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা যায় এই ধারণা তাদের বুঝতে অসুবিধা দেখা দেবে।

যেমন- পাঁচ সংখ্যাটি দিয়ে পাঁচটি আঙুল, পাঁচটি কলা, পাঁচটি কুকুর এই সবগুলোকেই চিহ্নিত করা যায় সেটা তারা ধরতে পারে না। এক থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো লিখতে বা চিনতে সমস্যা হয়। আবার সংখ্যার ক্রমানুসারে গোনার সময় কিছু সংখ্যা বাদ পড়ে যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকার অবস্থায়: ছয় থেকে ১৩ বছর বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে সমস্যার চেহারা পাল্টায়। দুই, পাঁচ ও ১০ এর ঘরের সংখ্যাগুলো গুনতে সমস্যা হয়। মনে মনে অঙ্ক কষতে পারে না। যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ ইত্যাদির চিহ্নগুলো চিনতে পারে না। একটি সংখ্যা থেকে আরেকটি সংখ্যা ছোট কিংবা বড় এই বিষয়টা মাথায় আসে না। সাধারণ যোগ যেমন- ১০ এর সঙ্গে ১০ যোগ করলে ২০ হয়, এটা তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় আবার পাঁচের সঙ্গে পাঁচ যোগ করলে যদি ১০ হয়, তবে ১০ থেকে পাঁচ বাদ দিয়ে পাঁচ হবে, এই সম্পর্ক তারা বুঝতে পারেনা।

ডান, বাম চিনতেও অসুবিধা হতে পারে। সংখ্যাভিত্তিক যেকোনো খেলা তারা এড়িয়ে চলবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়: এই সময়ে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ করতে তাদের অস্বাভাবিক ধরনের অসুবিধা দেখা যায়। মানচিত্র, তালিকা, গ্রাফ ইত্যাদি তারা বুঝতে পারেনা। দৌড়ানো, যানবাহন চালানো ইত্যাদি যেসব কাজে গতি ও দূরত্বের আন্দাজ থাকা জরুরি সেই কাজগুলোতে তারা প্রচণ্ড দ্বিধাগ্রস্ত হয়।

রোগ চেনার উপায়

সব লক্ষণ বাবা-মা কিংবা অভিভাবকদের চোখে নাও পড়তে পারে। তাই সন্দেহ হলে প্রথমেই সন্তানের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। পেশার খাতিরে একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমায় একজন শিশুর কতটুকু জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক সেটা শিক্ষকরাই ভালো জানবেন। 'ডিসকালকুলিয়া'তে আক্রান্ত সব শিশুর লক্ষণ পুরোপুরি এক হবে না। তাই সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতেই হবে। গুনতে না পারাই এই রোগ চিহ্নিত করার প্রধান উপায়। বিভিন্ন আকার-আকৃতি চেনা এবং আঁকতে পারা অঙ্কের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই স্মৃতি থেকে কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি আঁকতে পারছে কি-না সেটাও 'ডিসকালকুলিয়া' চেনার একটি পদ্ধতি। এমন আরও বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমেই বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন শিশুর এই সমস্যা আছে কি-না, আর থাকলে তার তীব্রতা কতটুকু।

ভিটামিন ই সাপ্লিমেন্টের প্রয়োজনীয়তা

ভিটামিনের অভাব পূরণের জন্য 'সাপ্লিমেন্ট' প্রায় সকলের কাছে সহজ একটা উপায় হিসেবে পরিচিত। আর মানুষ এটাও ভেবে নেয় যে প্রয়োজন না থাকলেও কোনো পুষ্টি উপাদানের 'সাপ্লিমেন্ট' নেওয়া কখনই ক্ষতিকর নয়।

'সাপ্লিমেন্ট' নেওয়ার এই হুজুগের মাঝে অন্যতম হল ভিটামিন ই।

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড মেডিকাল স্কুলের পরিসংখ্যান বলে, ৫৫ বছর বা তার বেশি বয়সি মানুষের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মানুষ প্রতিদিন ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করেন। তবে তা উপকারের চাইতে তাদের ক্ষতিই করে বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের বিশেষজ্ঞদের দাবি, "ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' সচেতনভাবে এড়িয়ে চলা উচিত। এর স্বাস্থ্যগত উপকারিতার পেছনে শক্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা নেই বললেই চলে। উল্টা কিছু মানুষের ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকর।"

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট'য়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অংশ ভিটামিন ই: গমের অঙ্কুর থেকে তৈরি তেল, বিভিন্ন ধরনের বাদাম, পার্সলে, অ্যাভোকাডো, কুমড়ার দানা, সূর্যমুখীর বীজ, পালংশাক ইত্যাদিসহ আরও অনেক খাবার থেকে ভিটামিন ই মেলে। এই ভিটামিনটি মূলত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ঘরানার।

যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফল হেলথ (এনআইএইচ)'য়ের 'অফিস অফ ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টস'য়ের ভাষ্যমতে, "অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট'য়ের কাজ হল 'ফ্রি র‍্যাডিক্যাল' বা মুক্ত মৌলের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শরীরের কোষকে রক্ষা করা। এই মুক্ত মৌলই দায়ী ক্যান্সার ও হৃদরোগের মতো দূরারোগ্য ব্যাধির জন্য।"

ভিটামিন ই একটি একক বস্তু নয়, একাধিক উপাদানের সমষ্টি, যা অসংখ্য উদ্ভিজ্জ খাবারে পাওয়া যায়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক ১৫ গ্রাম ভিটামিন ই প্রয়োজন। আর তার সবটুকুই স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস থেকে সহজেই যোগান দেওয়া সম্ভব।

অপরিদিকে, ভিটামিন সি শরীরে সংরক্ষণ হয় না। তবে ভিটামিন ই'য়ের সেই সমস্যা নেই। দৈনিক ভিটামিন ই'য়ের চাহিদা পূরণ হওয়ার পর অবশিষ্টটুকু তাৎক্ষণিত শরীর জমা করে রাখে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য।

অতিরিক্ত ভিটামিন ই: এনআইএইচ'য়ের অফিস অফ ডায়েটারি সাপ্লিমেন্টস'য়ের মতে, ভোজ্য উৎস থেকে অতিরিক্ত ভিটামিন ই শরীরের জমা হলে সমস্যা হয় না। তবে উৎস যদি 'সাপ্লিমেন্ট হয়, সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন।

অতিরিক্ত ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা নষ্ট করে, ফলে সামান্য কাটাছড়ায় প্রচুর রক্তপাত হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ একদিনে সর্বোচ্চ ১০০০ মি.লি. গ্রাম পর্যন্ত ভিটামিন ই গ্রহণ করতে পারেন কোনো রকম সমস্যা ছাড়া। এর বেশি হলে সমস্যা হবে তার উৎস যাই হোক না কেনো।

আবার 'সাপ্লিমেন্ট' থেকে ভিটামিন ই আসলে এই সর্বোচ্চ মাত্রার নিচেও সমস্যা দেখা দিতে পারে।

এক গবেষণায় দেখা যায়, যেসব পুরুষ কয়েক বছর ধরে প্রতিদিন ১৮০ মি.লি.গ্রাম 'সিনথেটিক' ভিটামিন ই গ্রহণ করেছেন, তাদের 'প্রস্টেট ক্যান্সার'য়ের ঝুঁকি অন্যান্যদের তুলনায় কয়েকগুন বেশ ছিল।

ওষুধের সঙ্গে বিক্রিয়া: এনআইএইচ'য়ের দাবি, ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' বিভিন্ন ওষুধের সঙ্গে মিলে ওই ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট করা কিংবা পার্শ-প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। যেমন- 'অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট' ও 'অ্যান্টিপ্লেটলেট' ধরনের ওষুধের সঙ্গে মিলে ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট করে রক্তপাতের মাত্রা বাড়ায়। আবার অন্যান্য 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' নিষ্ক্রিয় করতেও সক্ষম ভিটামিন ই'য়ের 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট'। কেমোথেরাপি ও অন্যান্য রেডিয়েশন থেরাপি'য়ের কার্যকারিতাও কমায় ভিটামিন ই। ভিটামিন ই'য়ের অভাব দুর্লভ ঘটনা এই ভিটামিনটি এতো বেশি খাবারে পাওয়া যায় যে এর অভাব তৈরি হওয়ার ঘটনা খুব কমই দেখা যায়। আর একই কারণে এই ভিটামিনের 'সাপ্লিমেন্ট' গ্রহণ করার পরামর্শ খুব কমই দেন বিশেষজ্ঞরা।

যারা গ্রহন করেন, বেশিরভাগই নিজের সিদ্ধান্তে। প্রয়োজন নেই তারপরও ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট' নেওয়া কতটুকু ক্ষতিকর বা আদৌ ক্ষতিকর কি-না তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতান্তর আছে।

আর শুধু ভিটামিন ই 'সাপ্লিমেন্ট'ই নয়, যেকোনো ভিটামিন 'সাপ্লিমেন্ট' গ্রহণ করার আগে এমনকি যে কোনো ওষুধ সেবনের আগে তা প্রয়োজন আছে কি-না সে ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

ওজন কমাতে সকালে দুবার নাস্তা

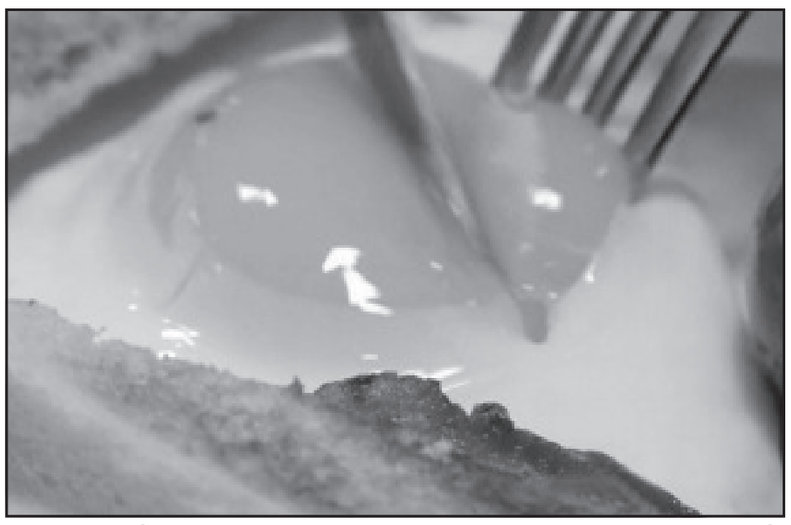

সকালের নাস্তায় দিনের অন্যান্য বেলার খাবারের তুলনায় ভারী ও পুষ্টিকর খাবার বেছে নেওয়াকে স্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচনা করেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ এতে বিপাকক্রিয়ার গতি বাড়ে, লম্বাসময় পেট ভরা থাকে এবং চর্বি ও ক্যালরি খরচের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

এই ধারনা অনুসরণ করতে অনেকেই সকালে দুইবার নাস্তা খান অনেকেই। ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই হালকা কিছু থেকে সামান্য হাঁটাহাঁটি বা 'জগিং' করে এসে আবার ভারী নাস্তা খাওয়া হয়। এতে সকালের খাবারটা ভারী হয়।

স্বাস্থ্য ও ওজন নিয়ন্ত্রণের উপর এর সার্বিক প্রভাব সম্পর্কে জানানো হলো খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনের আলোকে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে: যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি অফ কানেটিকাট'য়ের বিশেষজ্ঞরা ১২টি বিদ্যালয়ের ৬শ' শিক্ষার্থীকে নিয়ে দুই বছর ধরে গবেষণা চালান এই বিষয় সম্পর্কে জানতে।

পুরো সময় ধরে তাদের খাদ্যাভ্যাস পর্যবেক্ষণ করা হয়। এতে বেরিয়ে আছে দৈনিক খাবার গ্রহণের ছয়টি ভিন্ন অভ্যাস। সেগুলো হল- সকালের নাস্তা বাদ দেওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকাবস্থায় অনিয়মিতভাবে খাওয়া, ঘরে খাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় না থাকা, বিদ্যালয়ে থাকাকালে অতিরিক্ত খাওয়া, বাসায় উল্টোপাল্টা খাওয়া এবং সকালে দুইবার নাস্তা খাওয়া।

গবেষকদের দাবি, সকালে হালকা কিছু খাওয়ার মাধ্যমে বিপাকক্রিয়া সক্রিয় হয়। এরপর এক থেকে দুই ঘণ্টা বিরতির দিয়ে আরেকবার ভারী নাস্তা খেলে দুপুরের খাবার খাওয়া আগ পর্যন্ত ক্ষুধা অনুভূত হয় না। পাশাপাশি উল্টোপাল্টা 'স্ন্যাকস' খাওয়া ইচ্ছা দেখা দেয় না বললেই চলে। আর গবেষণার শেষে দেখা যায়, যারা সকালের দুবার নাস্তা খায় তাদের তুলনায় যারা সকালে একেবারেই কিছু খায় না তাদেরই দীর্ঘমেয়াদে ওজন বেড়েছে বেশি।

দুইবার নাস্তা খাওয়া সঠিক উপায় প্রথম নাস্তা খেতে হবে ঘুম থেকে ওঠার এক ঘণ্টার মধ্যে। এরপর বেরিয়ে যেতে পারেন শরীরচর্চায়। হাঁটাহাঁটি, দৌড়ানো, 'স্ট্রেচিং', 'কার্ডিও' ব্যায়ামই যথেষ্ট এসময়। তবে ভারী ব্যায়ামও করতে পারেন। শরীরচর্চা শেষে হাতমুখ ধুয়ে এবার বসতে হবে মূল সকালের নাস্তায়। শরীরচর্চা এ সময় ক্ষুধা তৈরি করবে। ফলে সকালের খেতে ইচ্ছা না হওয়ার সমস্যাটা থাকবে না। মূল নাস্তায় প্রোটিনের মাত্রা বেশি রাখার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। আসলে বিষয় হল সকালে দুইবার খাওয়া ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশ উপকারী হওয়া সম্ভব যদি তা সঠিকভাবে এবং নিয়মিত মেনে চলা হয়। এখানে অবশ্যই খাবারের পরিমাণের দিকে তীক্ষ্ণ নজর থাকতে হবে। খাবারের তালিকা খুব বেশি জটিল করা যাবে না। 'লিন প্রোটিন' বা চর্বি হীন মাংস, ভোজ্য আঁশ ও স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ খাবারগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর সকালের ভারী খাওয়ার পর দুপুর ও রাতের খাবারের পরিমাণও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ক্ষুধা নেই, তবে মজার খাবার পেয়ে জোর করে দুপুরে কিংবা রাতে বেশি খেলে সবই হবে পণ্ডশ্রম।

ইলেক্ট্রোলাইট পানীয়র উপকারিতা

শরীরের তাপমাত্রা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, মেজাজ ভালো করা, স্মৃতিশক্তি বাড়ানো ইত্যাদি নানাবিষয়ের মূলে আছে শরীরের আর্দতা বজায় রাখা, অর্থাৎ পর্যাপ্ত পানি পান করা। তবে সেই পানিতে 'ইলেক্ট্রোলাইট' যোগ করলে উপকারিতা কী বাড়ে?

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল এই বিষয়ে বিস্তারিত।

ইলেক্ট্রোলাইট কী? এটি খনিজ উপাদানের সমষ্টি। যা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি বহন করে। দৈনিক যে খাবার ও পানীয় আমরা গ্রহণ করি সেখানে থেকেই শরীর 'ইলেক্ট্রোলাইট'য়ের যোগান পায়। যে খনিজগুলো থেকে এই উপাদান পাওয়া যায় সেগুলো হলো পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম। শরীরের বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করতে ব্যবহার হয় এই 'ইলেক্ট্রোলাইট'। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শরীরে পানি ও অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য বজার রাখা, বিভিন্ন কোষের মধ্যে পুষ্টি উপাদান পৌঁছে দেওয়া এবং সেখান থেকে বর্জ্য অপসারণে সহায়তা করা, স্নায়ু, পেশি, হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্কের কার্যক্রম অক্ষুণ রাখা এবং ক্ষতিগ্রস্ত কোষের ক্ষয়পূরণ করা। শরীরচর্চার শক্তি যোগাতে 'ইলেক্ট্রোলাইট' যুক্ত পানীয় বেশ জনপ্রিয়। কারণ শারীরিক পরিশ্রম এবং ঘামের কারণে দেহ থেকে এই উপাদান বেরিয়ে যায়। আর শরীরকে কর্মক্ষম রাখতে হলে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার 'ইলেক্ট্রোলাইট' থাকতেই হবে। হাঁটা, শ্বাস-প্রশ্বাস, হাসি এমনকি চিন্তা করার জন্যও 'ইলেক্ট্রোলাইট' প্রয়োজন। যেভাবে পানিতে মেশানো হয় পানিতে বিদ্যুতায়িত সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম মিশিয়ে তৈরি হয় 'ইলেক্ট্রোলাইট ওয়াটার'। 'মিনারেল ওয়াটার' ও 'অ্যালকালাইন ওয়াটার' নামেও এটি পরিচিত।

উপকারিতা শক্তি যোগায়: শরীরচর্চার সময় ঘামের সঙ্গে যে পানি বেরিয়ে যায় তা পূরণ করতে বাড়তি তরল গ্রহণ করতে হয়। শরীরের স্বাভাবিক পানির মাত্রা থেকে এক বা দুই শতাংশ কমে গেলেই শক্তি কমতে থাকে। ঘামের সঙ্গে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং 'ইলেক্ট্রোলাইট'ও বেরিয়ে যায়। তাই শরীরচর্চার সময় 'ইলেক্ট্রোলাইট' মিশ্রিত পানি পান করলে শরীর অবসাদগ্রস্ত হবে না। হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক, পেশি ও শরীরের অন্যান্য কার্যক্রম সক্রিয় থাকবে। 'হিট স্ট্রোক'য়ের ঝুঁকি কমায়: গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে বাইরে চলাফেরার সময় রোদে ত্বক পুড়ে যাওয়া থেকে 'হিট স্ট্রোক' পর্যন্ত সব ঝুঁকিই থাকে। ত্বকের লোপকূপ আর ঘামের মাধ্যমে শরীর তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখে। তবে অতিরিক্ত গরমের কাছে শরীরের এই জৈবিক প্রক্রিয়া হার মানতে পারে। আর তখনই নানান ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। এ সময় প্রচুর পানি পানের মাধ্যমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, সঙ্গে 'ইলেক্ট্রোলাইট' থাকলে আরও ভালো। তবে চা, কফি ইত্যাদি 'ক্যাফেইন'যুক্ত পানীয় এক্ষেত্রে সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়। রোগ নিরাময়ে সহায়ক: ডায়রিয়া, বমি ইত্যাদি সমস্যায় শরীর প্রচুর পানি ও 'ইলেক্ট্রোলাইট' হারায়। তাই এসময় প্রচুর পানি ও তরল খাবার গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষয়পূরণ করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। অন্যান্য পানীয় ও তরল খাবারের পাশাপাশি এসময় 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ পানি পান করাও হবে বেশ উপকারী। তবে মনে রাখতে হবে শুধু 'ইলেক্ট্রোলাইট' মিশ্রিত পানি কিংবা পানীয় এসময় যথেষ্ট নয়। স্নায়বিক কার্যক্রমে ভূমিকা: শরীরের আর্দতা সামান্য কমলেই মস্তিস্কের জ্ঞানীয় ক্ষমতা, মনযোগ, সতর্কতা ইত্যাদি দুর্বল হতে থাকে। সোডিয়াম স্নায়ুকোষে বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি করে যা বিভিন্ন স্নায়ুর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রথম ধাপ। পটাসিয়ামের কাজ হল স্নায়ুকোষকে 'নিউট্রালাইজ' করা বা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাতে সেখানে পুনরায় বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি হতে পারে। ম্যাগনেসিয়ামের কাজ হল এই বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চালন নিরবিচ্ছিন্ন রাখা। ঘরেই যেভাবে 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ পানি তৈরি করা যায় একটি বড় গ্লাসে এক চা-চামচের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ লবণ, একই পরিমাণ লেবুর রস, দেড় কাপ নারিকেল পানি আর দুই কাপ সাধারণ পানি একসঙ্গে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে গেল 'ইলেক্ট্রোলাইট' সমৃদ্ধ পানীয়। স্বাদ বাড়াতে তাতে যোগ করতে পারেন মধু।

অবসাদ কীভাবে কাটাবেন?

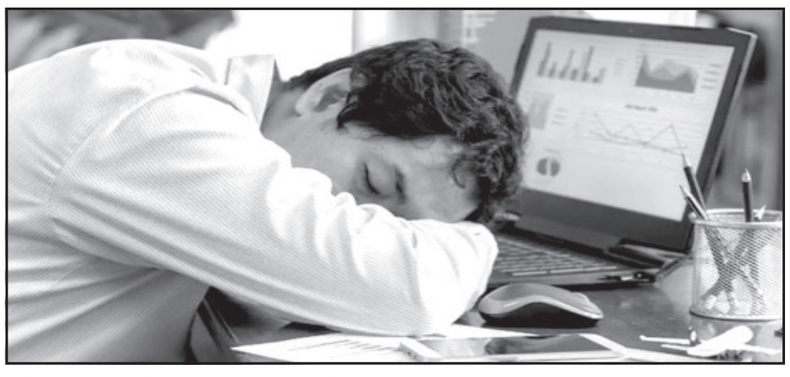

পাহাড়প্রমাণ মানসিক চাপের কারণে একসময় আপনি অবসাদে ভুগতে শুরু করছেন। কিন্তু সামান্য কটা জিনিস মেনে চললে, মানসিক অবসাদ কাটানো অনেক সহজ হয়ে উঠবে। চোখ বন্ধ করে বুকভরে শ্বাস নিন। মাথা থেকে সব চিন্তা হটানোর চেষ্টা করুন। দিনের শত ব্যস্ততার মাঝেও ৩০ মিনিট সময় বের করে নিন। ওই ৩০ মিনিট ধ্যান করুন। শরীর সুস্থ থাকলেই মন ভালো থাকবে। তাই শরীর সুস্থ রাখুন। রোজ সকালে নিয়ম করে তাই যোগা বা জগিং করুন। ব্যায়ামও কতে পারেন। হাসি মন ভাল করে দেয়। প্রাণ খুলে হাসুন। পজিটিভ এনার্জি পাবেন। অবসর সময়ে বিশ্রাম করে কাটিয়ে দেওয়া নয়। নিজের পছন্দের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। সময় করে ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে দূরে ঘুরে আসুন। অপরিচিত জায়গা আপনাকে নতুন অক্সিজেন দেবে। একা বাড়ির মধ্যে বসে না থেকে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান। কোনওভালো সালান বা স্পা পার্লালে গিয়ে বডি মেসেজ বা বডি স্পা করান। এতেও যদি কাজ না হয়, নিজেকে বারবার বলুন, 'আমার থেকেও অনেকে খারাপ আছে। আমার যা আছে, অনেকের সেটুকুও নেই।

বাজারে মরশুমী ফল জম নিয়ে হাজির এক বিক্রেতা। আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

বাংলাদেশে ভারতীয় ভিসার জন্য ভ্রমণ ভিসা ব্যতীত সব আবেদন চলমান

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১২।। বাংলাদেশে ভারতীয় ভিসা সেন্টারগুলো ভ্রমণ ভিসা ব্যতীত সব ধরনের ভিসার আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। আগ্রহীদের ভিসার জন্য আবেদন করতে অনুরোধ করেছে ভারতীয় হাইকমিশন।

শনিবার (১২ জুন) ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনের এক কর্মকর্তা জানান, দেশে ভারতীয় ১৫টি ভিসা সেন্টারের অধিকাংশেই সেবা চলমান রয়েছে। তবে যেসব জেলায় করোনাভাইরাসের সংক্রমণরোধে কঠোর লকডাউন চলছে ওইসব এলাকার ভিসা সেন্টারগুলো বন্ধ রয়েছে। এর আগে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য অনলাইন ভিসা আবেদন পরিষেবা পুনরায় চালুর ঘোষণা দেয় ভারতীয় ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (আইভেক)।

ভারতে করোনা পরিস্থিতির কারণে দেশটির সঙ্গে প্রায় দেড় মাস ধরে সীমান্ত বন্ধ রেখেছে বাংলাদেশ। বর্তমান চলমান সীমান্ত বন্ধের মেয়াদ আগামী সোমবার (১৪ জুন) শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, আরেক দফায় ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধের মেয়াদ বৃদ্ধির কথা ভাবছে সরকার। এ নিয়ে দ্রুতই পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেনের সভাপতিত্বে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, গত ২৬ এপ্রিল প্রথম ভারতের সঙ্গে ১৪ দিনের জন্য সব ধরনের স্থলসীমান্ত বন্ধ করে বাংলাদেশ। তবে দেশটিতে আটকে পড়া বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্যে যাদের ভিসার মেয়াদ ১৫ দিন বা তার চেয়ে কম ছিল তাদের ১৪ দিনের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনের শর্তে দেশে ফেরার সুযোগ দেওয়া হয়।

প্রথম দফায় ভারতের সঙ্গে ১৪ দিনের জন্য সব ধরনের স্থলসীমান্ত বন্ধের মেয়াদ শেষ হয় গত ৯ মে। দ্বিতীয় দফায় স্থলসীমান্ত বন্ধের মেয়াদ আরও ১৪ দিন বাড়ানো হয়। এরপর তৃতীয় দফায় স্থলসীমান্ত বন্ধের মেয়াদ আরও ৮ দিন বাড়িয়ে ৩১ মে পর্যন্ত করা হয়। সবশেষ, গত ১৪ জুন ভারতের সঙ্গে আরও ১৪ দিনের জন্য সীমান্ত বন্ধ করে সরকার।

ডিমা হাসাও জেলায় এবার শিশুরাও করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে, তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা

হাফলং (অসম), ১২ জুন (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় এবার শিশুরাও করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে। তা-হলে কি রাজ্যে করোনার তৃতীয় ঢেউ আসতে চলছে, শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

কারণ বিশেষজ্ঞরা আগেই জানিয়েছিলেন, কোভিড-১৯-এর তৃতীয় ঢেউয়ে শিশুরা বেশি করে আক্রান্ত হবে। ইতিমধ্যে হাফলং সরকারি হাসপাতালে ৪ থেকে ১৪ মাস পর্যন্ত বেশ কয়েকটি শিশু করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তাছাড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে দুই তিন বছর থেকে শুরু করে ১৫ বছর পর্যন্ত বহু শিশু করোনায় আক্রান্ত হয়ে হোম আইসোলেশনে রয়েছে।

গত কিছুদিন থেকে ডিমা হাসাও জেলায় বেশ কয়েকটি শিশু করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। কিন্তু যে সব শিশুর দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ছে সে-সব শিশুকে হাসপাতালে ভরতি না করে কীভাবে হোম আইসোলেশনে থাকার অনুমতি দিচ্ছে ডিমা হাসাও জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ এ নিয়ে দেখা উঠেছে বিরাট প্রশ্ন।

কারণ শিশুরা করোনায় আক্রান্ত হলে এদের হাসপাতালে রেখেই চিকিৎসা করানোর কথা কিন্তু অনেক অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের হাসপাতালে ভরতি করতে চায় না, তাই স্বাস্থ্য বিভাগ বাধ্য হয়ে করোনা আক্রান্ত অনেক শিশুকে হোম আইসোলেশনে থাকার অনুমতি দিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে বিভাগীয় এক সূত্রে।

কোনও শিশু করোনায় আক্রান্ত হলে ওই শিশুর জন্য তা কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তাই রাজ্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা প্রত্যেক অভিভাবককে এনিয়ে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। শিশুদের কোনও অবস্থায় ভিড়ের মধ্যে নিয়ে যাওয়া বা অযথা ঘর থেকে বাইরে বেরোতে না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন অনেক চিকিৎসক। বাচ্চাদের ঘরের মধ্যে রেখেই তাদের খেলাধুলোর ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলেছেন অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তাই শিশুদের প্রতি অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি অভিভাবকদের।

ইতিমধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সতর্ক করে দিয়েছে, কোভিড-১৯-এর তৃতীয় ঢেউয়ে বেশি করে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে শিশুদের। তাই এনিয়ে রাজ্য সরকার ও স্বাস্থ্য বিভাগ ইতিমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ ও সরকারি হাসপাতালে শিশুদের জন্য আইসিইউ নির্মাণের কাজও আরম্ভ হয়েছে।

কোকরাঝাড়ে একই গাছের ডালে গলায় ফাঁস জড়িয়ে নাবালিকা দুই বোনের মৃতদেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

কোকরাঝাড় (অসম), ১২ জুন (হি.স.) : কোকরাঝাড়ে একই গাছের ডালে গলায় ফাঁস জড়িয়ে নাবালিকা দুই বোনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে শোক ও চাঞ্চল্য। অনেকে ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে মনে করলেও কেউ কেউ ঘটনাকে খুন বলে অভিযোগ করছেন। তবে ঘটনার রহস্য উদ্ধার করতে পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

কোকরাঝাড়ের অভয়াকুটির এলাকায় সংঘটিত হয়েছে শোকাবহ এই ঘটনা। যে দুই নাবালিকার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে তাঁরা যথাক্রমে অভয়াকুটিরের জনৈক বিভীষণ রাভার ১৪ বছরের মেয়ে রবিতা রাভা এবং স্বপন রাভার ১৬ বছরের সোমাইনা রাভা। তারা দুজন সম্পর্কে খুড়তুতো বোন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এসে গাছের ডাল থেকে দুই বোনের লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কোকরাঝাড়ে সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছে প্রাথমিক তদন্তে ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে মনে করছে পুলিশ। তবে আসলে এটা আত্মহত্যা না খুন তা ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর পরিষ্কার হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশের তদন্তকারী অফিসার। এদিকে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের দাবি, কেউ তাঁদের মেয়েদের হত্যা করে একটি গাছের একই ডালে ঝুলিয়ে রেখেছে।

একজনের দেহে করোনা, ভুটানের রাজধানীতে তড়িঘড়ি লকডাউন

থিম্পু, ১২ জুন (হি.স.) : করোনা সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কাতে শনিবার থেকেই সম্পূর্ণ লকডাউন শুরু হচ্ছে থিম্পু শহরে। এই ব্যবস্থা চলবে টানা ৭২ ঘণ্টা। জানা গিয়েছে, থিম্পুর একটি বিদ্যালয়ে নিয়ম মাফিক র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট চলছিল। সেই পরীক্ষায় এক পড়ুয়ার দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। সেই মুহূর্তে রাজধানী শহরকে টানা চারদিন লকডাউন করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। রাজা জিগমে খেসর নামগিয়াল ওয়াংচুকের বিশেষ নির্দেশে প্রধানমন্ত্রী ডা লোটে শেরিং লকডাউনের বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী দেচেন ওয়াংমোর আলোচনা করেন। এর পরই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। জীবনযাপনের প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুটান নির্ভর করে ভারতের উপর। ভারতের চারটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, অসম, অরুণাচল প্রদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমানা ভুটানের। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের করোনা সংক্রমণ নিয়ে বিশেষ চিন্তিত ভুটান সরকার। দেশের দক্ষিণ অংশের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সংযোগ নিবিড়। সেই সব এলাকায় বিশেষ করোনা পরীক্ষা চলছে। গত ৪৮ ঘন্টায় বেশ কয়েকটি জেলা থেকে সংক্রমণ বৃদ্ধির খবর এসেছে। এবার রাজধানী থিম্পুতে সংক্রমণ হতেই লকডাউন হাতিয়ার প্রয়োগ করা হল।

স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজের প্রয়াণে জেপি নাড্ডার শোকবার্তা

কলকাতা, ১২ জুন (হি.স.) : রামকৃষ্ণ মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী শিবময়ানন্দের প্রয়াণে শোক জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা।

অমিত শাহ টুইটে লিখেছেন, "রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজের প্রয়াণে আমি মর্মাহত। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন আধ্যাত্মিক জাগরণের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। সমাজের ক্ষমতায়ন ও কল্যাণের জন্য তাঁর নিষ্ঠা এবং সংকল্প সর্বদা অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। ওঁম শান্তি শান্তি।"অন্যদিকে, জেপি নাড্ডা টুইটে লিখেছেন, "রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহসভাপতি স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর শিক্ষণ এবং আমাদের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রচারে তাঁর অবদান অপরিসীম। দুঃখের এই মুহূর্তে তাঁর সমস্ত অনুসারীর প্রতি সমবেদনা রইল। ওম শান্তি।" প্রসঙ্গত, গত রাতে অমৃতলোকে গিয়েছেন স্বামী শিবময়ানন্দজী মহারাজ। টুইটে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মণিপুরে আসাম রাইফেলসের অভিযানে প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

ইম্ফল, ১২ জুন (হি.স.) : মণিপুরে কেইথালমানবি আসাম রাইফেলস ব্যাটালিয়নের অভিযানে প্রচুর পরিমাণের অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। আজ শনিবার রাজ্যে নিয়োজিত আসাম রাইফেলসের মুখপাত্র জানান, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল বিকেলে মণিপুরের রাজধানী তথা ইম্ফল জেলার অন্তর্গত থংজু গ্রামে অভিযান চালিয়েছিলেন কেইথালমানবি ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। অভিযানে একটি একে ৪৭, দুটি সিএমজি, দুটি ০.৩২ এমএম পিস্তল, দুটি ০.২২ এমএম পিস্তল, আটটি এসল্ট ম্যাগাজিন, ৩৬ রাউন্ড সক্রিয় গুলি এবং বেশ কিছু বিস্ফোরক উদ্ধার করেছেন জওয়ানরা। তবে এর সঙ্গে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি বলেও জানান তিনি। মুখপাত্রটি আরও জানান, এর আগে আসাম রাইফেলসের এই ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা উগ্রপন্থী সংগঠন কেএনএ (এসও গোষ্ঠী)-এর এক সক্রিয় ক্যাডারকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাকে মোরে শহর থেকে একটি ৯ এমএম পিস্তল, দুটি চাইনিজ হ্যান্ড গ্রেনেড এবং এসল্টেড আগ্নেয়াস্ত্র সহ আটক করা হয়েছিল।

করোনা টিকার উপর থেকে তোলা হচ্ছে না জিএসটি : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি. স.): করোনা টিকার উপর থেকে তোলা হচ্ছে না জিএসটি। শনিবার জিএসটি কাউন্সিলের ৪৪তম বৈঠকের পর এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। শনিবার অনুষ্ঠিত হল জিএসটি কাউন্সিলের ৪৪তম বৈঠক। করোনা আবহে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হয় বলে জানা গিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল টিকার উপর লাগু জিএসটি। তবে বৈঠকে শেষে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন জানিয়ে দিলেন, করোনার ভ্যাকসিনের উপরে জিএসটি কমানো হবে না। যার অর্থ, টিকার বিক্রিতে ৫ শতাংশ হারে জিএসটি আদায় করতে থাকবে কেন্দ্র। উল্লেখ্য, আগামী ২১ জুন থেকে দেশে ১৮ উর্দ্ধে সকলের জন্য বিনামূল্যে দেওয়া হবে করোনার টিকা। মূলত, সেকারণেই টিকার উপর থেকে জিএসটি তোলার প্রয়োজন নেই বলেই মনে করছে কেন্দ্র।

প্রয়াত নিলামবাজার এলাকার ব্রাহ্মণশাসন গ্রামের প্রবীণ নাগরিক রমারঞ্জন

নিলামবাজার (অসম), ১২ জুন (হি. স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত নিলামবাজার এলাকার ব্রাহ্মণশাসন গ্রামের প্রবীণ নাগরিক রমারঞ্জন পাল আর নেই। শনিবার বিকেলে ব্রাহ্মণশাসনে অবস্থিত নিজের বাড়িতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫। তিনি রেখে গেছেন পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা ও আত্মীয় পরিজন সহ অসংখ্য গুনমুগ্ধ। বার্ধক্যজনিত কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রয়াত রমারঞ্জন পাল ছিলেন খুবই ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি সবসময় গীতা, মহাভারত, উপনিষদ নিয়ে চর্চা করতেন। সনাতন ধর্ম সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। এলাকার বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি সর্বদা মানুষের পাশে থাকতেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ধর্মপরায়ন রমারঞ্জন বাবুর মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। শনিবার ব্রাহ্মণশাসনের নিজের বাড়িতেই এক শোকাবহ পরিবেশের মধ্যে প্রয়াতের দাহকার্য সম্পন্ন হয়েছে।

টিয়কে অন-ডিউটি পুলিশকর্মীকে মারধর, গ্রেফতার বিএসএফ জওয়ান সহ তিন

টিয়ক (অসম), ১২ জুন (হি.স.) : অন-ডিউটি পুলিশকর্মীকে মারধরের অভিযোগে বিএসএফ-এর এক জওয়ান সহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

ঘটনা যোরহাট জেলার টিয়কে সংগঠিত হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, টিয়ক থানার অন্তর্গত জাঁজিতে আজ শনিবার কর্তব্যরত জনৈক পুলিশ কর্মী প্রণব গগৈকে বেদম মারধর করেছেন বিএসএফ জওয়ান পরমা গগৈ এবং তাঁর দুই বন্ধু কুসুম গগৈ এবং জ্ঞানদীপ হাজরিকা। অভিযোগ, তিন বন্ধু মদ্যপান করে একটি মটর বাইকে চড়ে যাচ্ছিলেন। তা দেখে কর্তব্যরত পুলিশকর্মী তাঁদের বাইক আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলে তিন বন্ধুর আঁতে ঘা লাগে। তাঁরা দলবদ্ধভাবে পুলিশকর্মীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মারধর করেন। তাদের মারে আহত হয়েছেন প্রণব গগৈ। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের দল উপস্থিত হয়ে বিএসএফ জওয়ান সহ তিনজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। সেখানে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশকে কর্তব্যে বাধা দেওয়ার অপরাধে বিধিবদ্ধ আইনের ধারায় গ্রেফতার করে বিচারবিভাগীয় আদালতে তোলা হয়। আদালত তাদের তিনজনকেই জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

জিএসটি মুক্ত হল ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের ওষুধ

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি. স.): জিএসটি তুলে নেওয়া হল ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের ওষুধের ওপর থেকে। শনিবার জিএসটি কাউন্সিলের ৪৪তম বৈঠকের পর এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন।

শনিবার করোনা টিকা এবং সরঞ্জামের উপর থেকে জিএসটি তুলে নেওয়া নিয়ে বৈঠক ছিল। এদিন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় ৪৪তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অনুরাগ ঠাকুর-সহ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির অর্থমন্ত্রী, উচ্চআধিকারিকরা। বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু, ঝাড়খণ্ড সহ আরও বেশ কয়েকটি রাজ্য। এদিনের বৈঠকে জিএসটি তুলে নেওয়া হল ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের ওষুধের ওপর থেকে। শনিবার জিএসটি কাউন্সিলের ৪৪তম বৈঠকের পর একথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেন, ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের ওষুধ টসিলিজুমাব এবং অ্যাম্ফোটেরিসিন বি-র ওপর কোনও জিএসটি নেওয়া হবে না।

উল্লেখ্য, আগে এই ওষুধগুলির উপর জিএসটি ধার্য ছিল পাঁচ শতাংশ।

১৪-১৫ জুনের মধ্যে দিল্লিতে বর্ষার আগমণ, রবিবারই ঢুকবে উত্তর প্রদেশে

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি.স.): আর বেশি দিনের অপেক্ষা নয়, আগামী ১৪-১৫ জুনের মধ্যেই রাজধানী দিল্লিতে আগমন হবে বর্ষার। ১৪-১৫ জুনের মধ্যেই উত্তর ভারতের পঞ্জাব, হরিয়ানায় প্রবেশ করবে দক্ষিণ-পশ্চিমী মৌসুমী বায়ু। রবিবারই উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে ঢুকে পড়বে বর্ষা। শনিবার বর্ষা ঢুকে পড়েছে ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও বিহারে। ৪ রাজ্যেই শনিবার সারাদিন আকাশের মুখ ছিল ভার। বৃষ্টিও হয়েছে এদিন।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর বিজ্ঞানী আর কে জেনামণি জানিয়েছেন, '১৪-১৫ জুনের মধ্যে উত্তর ভারতের পঞ্জাব, হরিয়ানা ও দিল্লিতে দক্ষিণ-পশ্চিমী মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করবে।' শনিবার উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও বিহারে বিস্তার করেছে বর্ষা। রবিবার উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে ঢুকে পড়বে বর্ষা।

বিএসপি-অকালি জোটের মাধ্যমে পঞ্জাবে নয়া রাজনীতির সূচনা : মায়াবতী

লখনউ, ১২ জুন (হি.স.): আসন্ন পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে এবার একসঙ্গে লড়বে শিরোমণি অকালি দল ও বহুজন সমাজ পার্টি। শনিবার দুই দল যৌথভাবে জানিয়ে দিয়েছে, পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের পাশাপাশি ভবিষ্যতে অন্যান্য ভোটেও একসঙ্গে লড়বে শিরোমণি অকালি দল ও বহুজন সমাজ পার্টি। আনুষ্ঠানিকভাবে জোট ঘোষণার পর শনিবার টুইট করে মায়াবতী জানিয়েছেন, 'বিএসপি-অকালি জোটের মাধ্যমে পঞ্জাবে নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক সূচনা হল। এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের জন্য হার্দিক অভিনন্দন।' এদিন মায়াবতীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন শিরোমণি অকালি দলের প্রধান প্রকাশ সিং বাদল। শিরোমণি অকালি দল ও বহুজন সমাজ পার্টির মধ্যে জোটের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে প্রকাশ সিং বাদল বলেছেন, 'পঞ্জাবে আসার জন্য আমরা শীঘ্রই আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবো।' মায়াবতী এদিন টুইট করে লিখেছেন, 'শিরোমণি অকালি দল ও বহুজন সমাজ পার্টি দ্বারা ঘোষিত জোট নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক সূচনা, যা নিশ্চয়ই জনগণের বহু প্রতীক্ষিত বিকাশ, প্রগতি ও সমৃদ্ধির নতুন যুগের সূচনা করবে।' মায়াবতী আরও লেখেন, 'পঞ্জাবের সমস্ত জনগণের কাছে অনুরোধ করছি, শিরোমণি অকালি দল ও বিএসপি-র মধ্যে ঐতিহাসিক জোটকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে, ২০২২ সালের শুরুতে হতে চলা বিধানসভা ভোটে এই জোটের সরকার গড়তে এখন থেকেই নিয়োজিত হন।'

করিমগঞ্জের আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বাইরে বসবাসকারীদের ত্রাণ সামগ্রী বিলি জয়ন্ত-রাজীবদের

করিমগঞ্জ (অসম), ১২ জুন মে (হি.স.) : করোনা অতিমারির কাঁটায় বিদ্ধ ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তঘেঁষা লাফাশাইল গ্রামে কাঁটাতারের বাইরে বসবাসকারী শতাধিক পরিবার। ভারতীয় হয়েও আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইনের জন্য কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে দীর্ঘদিন থেকেই বসবাস করছেন তাঁরা। এমতাবস্থায় আজ শনিবার কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্যে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে লাফাশাইল গ্রামে ছুটে যান শহরের কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সত্বাধিকারী জয়ন্ত ঘোষ, ব্যবসায়ী রাজীব রায় উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের উপস্থিতিতে কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে বসবাসকারী দুস্থদের হাতে তুলে দেন খাদ্য সামগ্রী। এদিন প্রথমে লাফাশাইল তিন নম্বর ওয়ার্ডে কাঁটাতারের বাইরে ৫৫ পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের সময় বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের সঙ্গে ছিলেন সাংবাদিক মৃণাল সরকার, আব্দুল ওয়ারিস প্রমুখ। এর পর সীমান্তপথ ধরে তাঁরা চলে যান গোবিন্দপুর গ্রামে। সেখানেও কাঁটাতারের বাইরে বসবাসরত ৪৫টি পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। প্রতিটি প্যাকেটে ছিল চাল, ডাল, তেল, আলু, পেঁয়াজ, সোয়াবিন সহ বিভিন্ন প্রকারের রন্ধন সামগ্রী।

গত বছরও করোনার কারণে যখন লকডাউনের কবলে পড়ে কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে বসবাসকারী ভারতীয়রা দুর্ভোগ পোহাচ্ছিলেন, সেই সময়ও শহরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী জয়ন্ত-রাজীব-সুমনরা জেলার প্রায় তিন হাজার পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বন্টন করেছিলেন। তাঁদের সে-সময়ের উদ্যোগ দেখে বিধায়ক কমলাক্ষও। আজও তিনি তাঁদের হয়ে ত্রাণ সামগ্রীগুলো কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে বসবাসকারী অসহায় ভারতীয়দের মধ্যে বিতরণ করেন। এক প্রতিক্রিয়ায় বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ প্রখ্যাত গায়ক ভূপেন হাজরিকার একটি গানের উদাহরণ দিয়ে বলেন, "মানুষ মানুষেরই জন্য, একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না"...। মানুষের দুঃসময়ে তো মানুষই পাশে দাঁড়াবে। এটাই তো প্রকৃত মানবধর্ম। জয়ন্ত এবং তাঁর বন্ধুরা সবসময়ই বিপদে-আপদে নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এই দুর্দিনে জয়ন্তদের মতো আরও কিছু মানুষ এগিয়ে এলে সমাজের অনেক উপকার হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন বিধায়ক কমলাক্ষ।

এদিকে জয়ন্ত বলেন, মনে ইচ্ছা জাগে মানুষের জন্য আরও কিছু করার। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সেই শক্তি বা সামর্থ নেই। তবুও যতটুকু সামর্থ হয়েছে তা দিয়েই মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষুদ্র প্রয়াস চালিয়ে যাই।

মালদায় ধৃত চিনা গুপ্তচরকে নিয়ে যাওয়া হবে উত্তরপ্রদেশে

কলকাতা, ১২ জুন (হি.স.) : মালদায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটায় বিদ্ধ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের হাতে ধৃত চিনা গুপ্তচরকে শনিবার জেলা আদালতে পেশ করা হয়। হরিয়ানায় তার একটি হোটেল আছে, উত্তরপ্রদেশে বিভিন্ন প্রতারণার ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সে। আর তাই উত্তরপ্রদেশের সন্ত্রাস দমন শাখা, মালদা জেলা পুলিশ সহ একাধিক এজেন্সি শুক্রবার দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করে ওই চিনা নাগরিককে। এরপর কালিয়াচক থানার পুলিশের হাতে হস্তান্তর করে বিএসএফ। পুলিশ সূত্রে খবর, দু-একদিনের মধ্যে ধৃতকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিতে পারে উত্তরপ্রদেশের সন্ত্রাস দমন শাখা। এদিন আদালতে সেই আবেদনও করা হয়। তবে বিচারক ধৃতকে ছয় দিনের পুলিশ হেফাজতে নির্দেশ দেয়। জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একাধিক মামলা করা হবে। তার কাছ থেকে বাংলাদেশি সিম ভারতীয় সিম, চিনা সিম-সহ বেশ কিছু জিনিস উদ্ধার হয়। ধৃতের বাড়ি চিনের হুবেই প্রদেশে। তার কাছ থেকে একটি চিনা পাসপোর্ট ও বাংলাদেশি ভিসা পাওয়া গিয়েছে। পাওয়া গিয়েছে একটি ল্যাপটপ ও ক্যামেরা। চিনা অনুপ্রবেশকারী নাম হান জুনওয়ের, বয়স ৩৬ বছর। গত দুই বছরে ভারত থেকে চিনে পাচার করেছেন ১৩০০ সিম কার্ড। জেরার মুখে স্বীকার করলেন কালিয়াচকে ধৃত চিনা নাগরিক। অন্তর্বাসে লুকিয়ে সেগুলি নিয়ে যাওয়া হত। পরে কাজে সিমগুলিকে ব্যবহার করা হত।

জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, গত ২ জুন এক ব্যবসায়িক ভিসায় ঢাকায় পৌঁছেছিল এবং সেখানে একজন চিনা বন্ধুর সাথে থাকে। তারপরে ৮ জুন বাংলাদেশের সোনা মসজিদ সীমান্ত এলাকায় আসে। এটি বাংলাদেশের রাজশাহীর অন্তর্গত চাঁপাইনবাবগঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। সেখানে একটি হোটেলে ছিল ওই চিনা নাগরিক। ১০ জুন যখন সে ভারতীয় সীমান্তের ভিতরে প্রবেশ করছিল। তখন তাকে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা ধরে ফেলে। জেরায় ওই চিনা গুপ্তচর আরও জানায়, এর আগেও চারবার ভারতে এসেছিল। ২০১০ সালে হায়দরাবাদ এবং ২০১৯ সালের পরে তিনবার দিল্লি গুরুগ্রামে এসেছিল। তার কথা মতো গুরুগ্রামে তার একটি হোটেল রয়েছে যার নাম 'স্টার স্প্রিং'। এই হোটেলে তাঁর কয়েকজন বন্ধু আছে যারা চিন থেকে এসেছে। বাকি ভারতীয়দের চাকরি দিয়ে রাখা হয়েছে। গোটা বিষয় খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

অসমেও কোভিডের ওষুধ 'আয়ুষ-৬৪' বিলি করছে সেবা ভারতী, সুস্থ হয়েছেন বহুজন, দাবি

গুয়াহাটি, ১২ জুন (হি.স.) : সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চলের উদ্যোগে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রককের তত্ত্বাবধানে 'সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন আয়ুর্বেদ সায়েন্স' (সিসিএআরএস)-এর গবেষণায় কর্তৃক তৈরি 'আয়ুষ-৬৪' (ঔষধ-৬৪) নামক কোভিডের ওষুধ বিতরণ করা হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে গত প্রায় দুমাস ধরে অসমেও সেবা ভারতীর কার্যকর্তারা করোনা আক্রান্তদের বিনামূল্যে আয়ুষ-৬৪ বিতরণ করছেন।

এ প্রসঙ্গে এই প্রকল্পের রাজ্য সংযোজক অরূপ দাস বলেন, 'সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন আয়ুর্বেদ সায়েন্স' কর্তৃক তৈরি 'আয়ুষ-৬৪' নামক কোভিডের ওষুধ রোগীদের মধ্যে বিতরণ করতে একমাত্র সেবা ভারতীকে দায়িত্ব দিয়েছে আয়ুষ মন্ত্রক। সে অনুযায়ী গোটা দেশে সেবা ভারতীর কার্যকর্তারা সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোভিডে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে 'আয়ুষ-৬৪' নামের ওষুধ বিতরণ করছেন, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। তিনি জানান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য ওষুধগুলি আসে গুয়াহাটিতে অবস্থিত সেন্ট্রাল আয়ুর্বেদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউশনে। এখান থেকে তাঁরা ওষুধগুলি সংগ্রহ করে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে দেন।

অরূপ বলেন, কোভিডে আক্রান্ত রোগীদের ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করতে ক্ষমতা বাড়ায় এই আয়ুর্বেদিক ওষুধ। এই ওষুধ ব্যবহার করে ইতিমধ্যে বহু রোগী সুস্থ হয়েছেন বলে জানান তিনি। তিনি জানান ইতিমধ্যে অসমের ৩৩টি জেলার প্রায় দেড় হাজার স্থানে ওষুধগুলি বিতরণ করার কাজ চলছে। যে সকল জায়গায় ওষুধগুলি বিতরণ করা হচ্ছে সেগুলি যথাক্রমে গুয়াহাটি সহ কামরূপ মেট্রো, কামরূপ (গ্রামীণ), রঙিয়া, দক্ষিণ কামরূপ, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, যোরহাট, টিয়ক, শিবসাগর, চড়াইদেও, লখিমপুর, গোলাঘাট, মাজুলি, ধেমাজি, তেজপুর, বিশ্বনাথ চারালি, বাকসা, ওদালগুড়ি, হাফলং, ধুবড়ি, কোকরাঝাড়, গোয়ালপাড়া, চিরাং, বঙাইগাঁও, বরপেটা, নলবাড়ি, নগাঁও, হোজাই, মরিগাঁও, ডিফু, বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি। এছাড়া ডিব্রুগড় জেলা কারাগারেও কোভিডে আক্রান্তদের জন্য জেল সুপারের হাতে বহু 'আয়ুষ-৬৪' ওষুধ তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের রাজ্য সংযোজক অরূপ দাস আরও জানান, কেবল ওষুধ বিতরণই নয়, হোম কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানকারী বহু জনের অক্সিজেন লেভেল পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সহায়তাও করা হচ্ছে।

উইঘুরদের প্রতি অত্যাচারের নমুনা ফাঁস করে 'পুলিৎজার' পেলেন ২ ভারতীয় বংশোদ্ভূত

নিউইয়র্ক, ১২ জুন (হি. স.) : নির্ভীক সাংবাদিকতার জন্য পুলিৎজার পেলেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত সাংবাদিক মেঘা রাজাগোপলন। স্থানীয় স্তরে সাংবাদিকতায় দারুণ পারফরম্যান্সের জন্য পুলিৎজার পেলেন নীল বেদি নামে আরও ভারতীয় বংশোদ্ভুত এক সাংবাদিক।

মূলত চিনের জিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলিমদের উপর অত্যাচারের পর্দা ফাঁস করায় পুলিৎজার পুরস্কার পেলেন মেঘা। তার রিপোর্টের মাধ্যমেই জিনজিয়াং অঞ্চলে কয়েক লক্ষ মুসলমানকে আটক করার খবর সামনে আসে। চিনের গোপন কারাগার, ডিটেনশন ক্যাম্প গোটা বিশ্বের সামনে উন্মোচিত হয়। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বাজফিডের থেকে এই প্রথম কোনও সাংবাদিক পুলিৎজার জিতলেন। এই সংস্থাটি ২০১৪ সালে পথ চলা শুরু করেছিল। মেঘা রাজগোপালনের সঙ্গে এই পুরস্কারটি ভাগ করে নিয়েছেন অ্যালিসন কিং এবং ক্রিস্টো বাসচেক। অ্যালিসন পেশায় আর্কিটেক্ট। ক্রিস্টো একজন প্রোগ্রামার। মেঘাকে এই দুইজনই সাহায্য করেছিলেন।

অপরদিকে, ট্যাম্পা বে টাইমস -এর ভারতীয় বংশোদ্ভূত নীল বেদি স্থানীয় রিপোর্টিংয়ের জন্য পুলিৎজার পুরস্কার পেলেন। ট্যাম্পা বে টাইমস-এর তিনি ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার তিনি। ফ্লোরিডা কাউন্টিতে পুলিশ যেভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্ভাব্য অপরাধীদের চিহ্নিত করে রাখে, সেই বিষয়ে একটি তদন্তমূলক সিরিজ করেছিলেন নীল বেদি। ক্যাথলিন ম্যাকগ্ররিও এই পুরস্কার ভাগ করে নিয়েছেন নীল বেদির সঙ্গে। তিনি এই তদন্তমূলক সিরিজে তাকে সাহায্য করেছিলেন।

উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তার হাতে কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েড হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নিজের মোবাইলফোনে পুলিশি সেই নির্যাতনের ভিডিওটি ধারণ করেন পথচারী কিশোর ডারনেলা ফ্রেজার। এই কাজের জন্য বিশেষ ক্যাটাগরিতে তাকে এবার পুলিৎজার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ১৯১৭ সাল থেকে সাংবাদিকদের সম্মানে পুলিৎজার পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিকতায় সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারও এটি। সাংবাদিকতা ছাড়াও সাহিত্য, সংগীত, নাটক ইত্যাদি বিশেষ ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির একটি বোর্ড প্রতিবছর পুরস্কার ঘোষণা করে।

ইমরান খানের সরকারকে গাধার সঙ্গে তুলনা করে সরব বিরোধী দলের সাংসদরা

ইসলামাবাদ, ১২ জুন (হি. স.) : ইমরান খানের সরকারকে গাধার সঙ্গে তুলনা করে সরব হলেন পাকিস্তানের বিরোধী দলের সাংসদরা। শনিবার পাক সংসদের বাজেট অধিবেশনে ইমরানের পিটিআই সরকারের অর্থমন্ত্রী শউকত তারিনের বাজেট বক্তৃতা চাপা পড়ল 'ডাঙ্কি রাজা কি সরকার নেহি চলেগি' স্লোগানে। যার অর্থ 'গাধা রাজার সরকার চলবে না'। এভাবেই ব্যাঙ্গ করে 'গাধা' বলে বিরোধীরা কটাক্ষ করল পাক প্রধানমন্ত্রীকে।

এমনিতেই পাকিস্তান অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গভীর সমস্যার মধ্যে পড়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় বাজেট ঘোষণা করতে গিয়ে অবশ্য অর্থমন্ত্রী আশার কথা শোনানোর চেষ্টা করেন। বলার চেষ্টা করেন, আত্মপ্রকাশের সময়ই ইমরান সরকারের মাথায় ছিল ১ ট্রিলিয়ন পাকিস্তানি টাকার দেনা। কিন্তু সেখান থেকে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়ে সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছে বর্তমান সরকার। কিন্তু তাঁর সেই সব দাবি চাপা পড়ে যেতে থাকে বিরোধী নেতানেত্রীদের কটাক্ষে ভরা স্লোগানে। যা আরও একবার প্রকট করে তুলল ইমরান সরকারের বর্তমান কোণঠাসা পরিস্থিতিকেই।

এদিকে সম্প্রতি জানা গিয়েছে গাধা উৎপাদনে বিশ্বের তৃতীয় দেশ পাকিস্তান। সাকুল্যে সেদেশে ৫০ লক্ষেরও বেশি গাধা রয়েছে। প্রতি বছর অন্তত ১ লক্ষ করে গাধার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিসংখ্যানকে কাজে লাগিয়েই এবার বিক্ষোভের নতুন হাতিয়ার তৈরি করে নিল বিরোধীরা। আর তা কাজে লাগাল বাজেট অধিবেশনে। এমনিতেই অনেক দিন ধরেই ইমরানের বিরুদ্ধে একযোগে বিক্ষোভ দেখিয়ে চলেছে বিরোধীরা। ক্রমশই বেকায়দায় পড়ছেন ইমরান। বাজেট অধিবেশনের দিন তা আবারও পরিষ্কার বোঝা গেল।

'ট্রয়ের ঘোড়া' বলে মুকুল রায়কে দুষলেন তথাগত রায়

কলকাতা, ১২ জুন (হি .স.) : তৃণমূলে ফিরে যাওয়া মুকুল রায়কে এ বার 'ট্রোজান হর্স'-এর সঙ্গে তুলনা করলেন বিজেপি নেতা তথাগত রায়। দলীয় নেতৃত্বকে সতর্ক করলেন গুপ্ত শত্রুদের সম্পর্কে।

শনিবার ধারাবাহিক টুইটে তথাগতবাবু ইলিয়াড মহাকাব্যের ট্রয়ের ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন তৃণমূল ছেড়ে আসা নেতাদের একাংশের। কাঠের তৈরি যে ঘোড়াকে ট্রয়ের যোদ্ধারা নিজেরাই টেনে নিয়ে গিয়েছিল নগরীর অন্দরে। আর রাতের অন্ধকারে ঘোড়ার পেটে লুকিয়ে থাকা গ্রিক সেনারা বেরিয়ে এসে ছারখার করে দিয়েছিল ট্রয় নগরী। মুকুল প্রসঙ্গে তথাগত লিখেছেন, 'স্পষ্টই মুকুল রায় ছিলেন ট্রোজান হর্স। বিজেপি তাঁকে স্বাগত জানানোর পরে তিনি দলের সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুললেন। রাজ্য নেতাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললেন। দলের অন্দরের সমস্ত কথা বিস্তারিত ভাবে জানলেন এবং ফিরে (তৃণমূলে) গেলেন।'

অন্য একটি টুইটে বিজেপি-র অন্দরে এখন গুপ্তশত্রু রয়েছে ইঙ্গিত করে তথাগত লিখেছেন, 'সব কিছুই মমতার কাছে ফাঁস করে দিয়েছেন। যা হওয়ার তা তো হয়ে গিয়েছে। এখন বড় প্রশ্ন হল, মুকুল কি ট্রোজান হর্স-এর ভিতরেও ট্রোজান হর্স রেখে দিয়ে গেলেন? আমি ভাবতাম, মুকুল কেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়িয়ে যান। এখন সেটা স্পষ্ট।' তথাগতবাবু মনে করিয়ে দিয়েছেন, ১০ বছর ধরে লড়াই চালিয়েও গ্রিক যোদ্ধারা ট্রয় নগরী দখল করতে পারেনি। কিন্তু কৌশলে সৈন্য-ভরা কাঠের ঘোড়া পাঠিয়ে এক রাতেই ছারখার করে দিয়েছিল ট্রয়। বাংলার রাজনীতিতে প্রাচীন সেই গ্রিক মহাকাব্য 'রূপক' হয়ে উঠেছে বলেই ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মিজোরামে ভূমিধস একই পরিবারের দুই নাবালক সহ চার শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

আইজল, ১২ জুন (হি.স.) : ভয়ংকর ভূমিধসে একই পরিবারের চার শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছেন ওই পরিবারের মহিলা সহ আরও কয়েকজন সদস্য। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে। ঘটনা মিজোরামের রাজধানী আইজলের পার্শবর্তী থুয়ামপুই এলাকায় গতকাল শুক্রবার রাতে সংঘটিত হয়েছে। নিহতদের জোসেফ লালরিনহ্লুয়া (৫), ড্যানিয়াল লালংগাইসাকা (৩), লালটানপুই (১৬) এবং লালথামুয়ানি (১৬) বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ধস কবলিত এলাকাটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জুরামথাঙ্গার নির্বাচনী ক্ষেত্র। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ত্রাণ ও পুনঃসংস্থাপনের পাশাপাশি উপযুক্ত সহায়তা এবং সম্পূর্ণ সরকারি খরচে উন্নত চিকিৎসা প্রদান করার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক জুরামথাঙ্গা।

গত কয়েকদিন গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে ধারা বৃষ্টি হচ্ছে মিজোরামেও। গতকাল বিকেল থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। ফলে পাহাড় ধসে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ভারী বৃষ্টিপাতের দরুন থুয়ামপুই এলাকায় নির্মীয়মাণ একটি দেওয়াল ভেঙে পাশের পাহাড়ি খাদে পড়ে যায়। দেওয়াল সংলগ্ন জনৈক লালবিয়াকজুয়ালা (৭৫)-র বসতঘরের একাংশ পড়ে যায় খাদে। লালবিয়াকজুয়ালা সহ তাঁর পত্নী, পুত্র, পুত্রবধূ এবং তাদের চার শিশু সন্তান ঘরে তখন নিদ্রাচ্ছন্ন। আমচকা ধসের কবলে পড়ে গোটা ঘর নিয়ে পাশে খাদে গিয়ে পড়েন তাঁরা সকলে।

এতে চারটি শিশু কাদা-মাটির নীচে চাপা পড়ে যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে ছুটে যায় পুলিশ ও এসডিআরএফ। উদ্ধারকার্যে নেমে ভূমি ধসের মাটির নীচ থেকে লালবিয়াকজুয়ালা সহ তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের বের করা হয়। রাতেই তাঁদের পাঠানো হয় হাসপাতালে। ইত্যবসরে মাটি সরিয়ে উদ্ধার করা হয় দুই নাবালক সহ চার শিশুকে। তাদের নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এদের সকলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত ডাক্তাররা।

স্বামীর

● প্রথম পাতার পর

তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে বিশ্বজিতের এভাবে হঠাৎ মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে এলাকাজুড়ে সুখের ছায়া নেমে এসেছে।

গাড়ির

● প্রথম পাতার পর

বেশি থাকায় ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা ধ্বজনগর এলাকায়। এলাকার ব্যবসায়ী, গাড়ির মালিক ও পথ চলতি নাগরিক এই বোলেরু গাড়ি আটক করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি র দাবি তুলেছেন। রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ একটি মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।

অরুণাচল প্রদেশ সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য : জামিন পেলেন ইউটিউবার পাঞ্জাবের পারস সিং

ইটানগর, ১২ জুন (হি.স.) : পাঞ্জাব লুধিয়ানার বাসিন্দা ইউটিউবার পারস সিং জামিন পেয়েছেন। অরুণাচল প্রদেশের বিধায়ক নিনং এরিঙে বিরুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্যের জেরে এবং সমগ্র অরুণাচল প্রদেশকে অসম্মানের জন্য পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছিল। ইউপিয়ায় অবস্থিত মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেছে। ১০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ড এবং সাথে অতিরিক্ত শর্ত জুড়ে দিয়ে আদালত পারসকে জামিন দিয়েছে।

সূত্রের দাবি, তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং পুলিশ সমস্ত তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করে ফেলেছে। তাই, আদালতে তার জামিন মঞ্জুর হয়েছে। অরুণাচল পুলিশ তাকে গত ২৬ মে লুধিয়ানা থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে এসেছিল।

পাঞ্জাবের বাসিন্দা ইউটিউবার পারস সিং অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দাদের সম্পর্কে আপত্তিকর ভিডিও প্রকাশ করেছিল। তার বিতর্কিত মন্তব্য-ভরা ভিডিও অরুণাচলের বাসিন্দাদের সম্মানহানি করেছে। ওই ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আদি বানে কেবাগ-এর যুব সংগঠন থানায় মামলা করেছিল। তিনি বিধায়ক নিনং এরিং-কে চিনা নাগরিক বলে কটাক্ষ করেছেন। এমন-কি, ভারতে অরুণাচলের অস্তিত্ব নেই, পাঞ্জাবের বাসিন্দা ইউটিউবার পারস সিঙের বিতর্কিত ওই ভিডিওকে ঘিরে তোলপাড় শুরু হয়েছিল।

মূলত, অরুণাচল প্রদেশের বিধায়ক নিনং এরিং পাবজি গেম-এর ভারতীয় সংস্করণ নিষিদ্ধ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন। ওই গেম থেকে পারস প্রচুর অর্থ কামাচ্ছিলেন। তার জন্যই ওই সমস্ত বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন, বলেছে রাজ্য পুলিশ। পারসের পাশাপাশি আরও দুই ইউটিউবারও অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছে।

স্বাভাবিক সম্পর্ক কাম্য শান্তি আলোচনার পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রসংঘে জানাল ভারত

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি. স.): পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক কাম্য। শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় নিরাপত্তা পরিষদের বার্ষিক রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার চলাকালীন এমনটাই জানায় ভারত। সেখানে ভারত বলে, তবে শান্তি আলোচনার জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরি করার দায়িত্ব পাকিস্তানের।

শুক্রবার আলোচনা চলাকালীন যথারীতি আন্তর্জাতিক মঞ্চটিতে কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ইসলামাবাদ। এর প্রতিবাদে নয়াদিল্লি । নিরাপত্তা পরিষদের বার্ষিক রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা সভায় রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ভারতের দূত আর মধুসূদন সাফ জানিয়ে দেয় যে দুই দেশের মধ্যে যে সমস্যা রয়েছে তা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই বিষয়ে তৃতীয় কোনও পক্ষের হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া হবে না। তিনি বলেন, "এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে মিথ্যা নাটক রচনা করে এই আন্তর্জাতিক মঞ্চের মান ক্ষুণ্ন করছে পাকিস্তান। এহেন কাজে আন্তর্জাতিক মঞ্চের প্রতিনিধিদের চোখে ধুলো দেওয়া যাবে না। কেন্দ্রশাসিত প্রদেশ জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সংসদ যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক চায় ভারত। কিন্তু তার জন্য পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে পড়শি দেশটিকে।"

উল্লেখ্য, পূর্ব লাদাখ সীমান্তে ভারত-চিন উত্তেজনার পরই পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে সক্রিয় হয়েছে নয়াদিল্লি। কারণ, জম্মু-কাশ্মীরের দু'প্রান্তের পরিস্থিতি একসঙ্গে জটিল হলে সমস্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া বেজিং-ইসলামাবাদ ঘনিষ্ঠতাও কারও অজানা নয়। অন্যদিকে, তীব্র আর্থিক সমস্যায় থাকা পাকিস্তানের পক্ষেও দীর্ঘদিন ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বন্ধ করে রাখা কঠিন। ভূ-কৌশলগত অবস্থান পাকিস্তানের ভাল হলেও, ভূ-অর্থনীতির ক্ষেত্রে তারা অনেকটাই পিছিয়ে। আইএমএফ-এর চাপও পাকিস্তানের মাথাব্যথার অন্যতম কারণ। সূত্রের মতে, বাধ্যবাধকতার কারণেই এবার উভয় দেশ উত্তেজনা প্রশমনের পথে হাঁটতে বাধ্য হয়েছে।

বিমলজি ছিলেন অযোধ্যার বুদ্ধিজীবী তরুণ বিজয়

কলকাতা, ১২ জুন (হি. স.) : বিমলদা অযোধ্যা ত্যাগ করেন নি এবং অযোধ্যা কখনও বিমলজীকে ছাড়েন নি। তিনি ছিলেন অযোধ্যার বুদ্ধিজীবী। তিনি একজন মূলধারার নাট্যকার ছিলেন এবং তাঁর মতাদর্শ থেকে পিছু হঠেন নি। সবাইকে সম্মান করেছেন এবং সবাইকে তাঁর নিজের আত্মীয় বানিয়েছেন। তিনি ছিলেন সকলের কাছের মানুষ।তিনি তাঁর জীবনে ভবানী ভাইয়ের পংক্তি "ওহী জিয়া জিসনে / সুরজ কী তরহ নিয়ম সে বেগার করনে কা হিয়া"-র মত সবার প্রতি অনুপ্রেরণা বজায় রেখেছিলেন। শনিবার ভার্চুয়াল মাধ্যমের মাধ্যমে "রাম-শারদ কোঠারি স্মৃতি সংঘ" আয়োজিত "বিমল লাঠ পাবলিক স্মৃতি সভা"তে এই কথা বলেন অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা চিন্তাবিদ তথা সাংবাদিক এবং প্রাক্তন সাংসদ তরুণ বিজয়।

এদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক সুনীল পদ গোস্বামী। এদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন বাবা যোগেন্দ্র শ্রীবাস্তব, বাবা সত্যনারায়ণ মৌর্য, বিদ্যুত মুখোপাধ্যায়, নীলাঞ্জনা রায়, অঙ্কুশান লাঠ এবং রাজেশ অগ্রওয়াল প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা প্রয়াত বিমল লাঠের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তাঁর জীবন থেকে দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা পাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

শশী মোদীর স্ত্রৈ "মা বস এই বরদান চাহিয়ে" গানটি দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এবং প্রভাত জৈন সবাইকে জাতীয় ভক্তির গানে মোহিত করেন। ডাঃ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠি সুপরিচিত নাট্যকার বিমল লাঠের জীবন ও কর্মের বিষয়ে আলোকপাত করেন। এদিনের অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন পঙ্কজ চৌধুরী। রাজেশ আগরওয়াল লালা সংগঠনের পরিচয় দেন। সংগঠন মন্ত্রী প্রমোদ বাগরি বিমল লাঠের ছবিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে সকলের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সভায় শোক প্রস্তাব পাঠ করেন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি রাজেশ আগরওয়াল লালা।

রজত চতুর্বেদী, অশোক কর্মকার, পূর্ণিমা কোঠারি, আনন্দ জয়সওয়াল, প্রদীপ আগরওয়াল, অরুণ প্রকাশ মল্লওয়াত, মহাবীর বাজাজ, অনিতা বুবনা, ভাগীরথ সরস্বত, অভিষেক বাজাজ, ভাগীরথ চান্দক, শৈলেশ বাগরী, শঙ্করলাল আগরওয়াল, দীনেশ রাটারিয়া, নন্দলাল সিংহানিয়া, শিবলক সিংহানিয়া বাগলা, মুলতান পরী প্রভাতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে যোগ দিয়ে বিমল লাঠের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ক্ষমতায় এলে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের বিষয় 'পুর্নবিবেচনা' করবে কংগ্রেস, পাক সাংবাদিককে প্রতিশ্রুতি দিগ্বিজয়ের

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি. স.) : কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে বিষয়টি 'পুর্নবিবেচনা' করবে। সংবিধানের ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারকে 'অত্যন্ত দুঃখজনক' সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করে পাক সাংবাদিককে এমনই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং ! শনিবার ক্লাবহাউসে কথোপকথনের একাধিক অডিয়ো প্রকাশ করে দাবি করা হল, কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং সেই মন্তব্য করেছেন। তা নিয়ে কংগ্রেসকে আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি।

শনিবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া সেই ক্লাবহাউস কথোপকথনে দিগ্বিজয় নামে এক ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়, 'সংবিধানের ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের সময় কাশ্মীরে গণতন্ত্র ছিল না। সেখানে মানবতা ছিল না, কারণ ওরা (কেন্দ্রের বিজেপি সরকার) সবাইকে জেলে পুরে দিয়েছিল। কাশ্মীরয়ত আসলে ধর্মনিরপেক্ষতার মৌলিক বিষয়। কারণ মুসলিম-অধ্যুষিত রাজ্যে হিন্দু রাজা ছিলেন এবং দু"পক্ষই একসঙ্গে ছিল। কাশ্মীরি পণ্ডিতরা তো কাশ্মীরে সরকারি চাকরি সংরক্ষণের সুবিধা পেতেন। তাই সংবিধানের ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার এবং জম্মু ও কাশ্মীর থেকে রাজ্যের মর্যাদা প্রত্যাহার করা অত্যন্ত দুঃখজনক সিদ্ধান্ত। কংগ্রেস অবশ্যই বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে।'

সেই কথোপথনের বিষয়ে সরাসরি সত্যতা স্বীকার না করলেও বিজেপিকে আক্রমণ শানিয়ে দিগ্বিজয় বলেছেন, 'অশিক্ষিত লোকগুলো সম্ভবত করা হবে এবং বিবেচনা করা হওয়ার পার্থক্য বুঝতে পারেন না।' সংশ্লিষ্ট মহলের বক্তব্য, ঘুরিয়ে দিগ্বিজয় স্বীকার করে নিয়েছেন যে ক্লাবহাউসে কথোপকথনের সময় তিনি ছিলেন এবং তিনি সেই মন্তব্য করেছেন।

এবিষয়ে কংগ্রেসকে আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। পুরো বিষয়টিতে কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি সোনিয়া গান্ধী এবং কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর জবাবদিহির দাবি করেছেন বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী গিরিরাজ সিং আবার বলেছেন, "কংগ্রেসের প্রথম ভালোবাসা হল পাকিস্তান। দিগ্বিজয় সিং রাহুল গান্ধীর বার্তা পাকিস্তানকে জানিয়ে দিলেন। দিগ্বিজয় সিং ৩৭০ ধারা নিয়ে যা বলেছেন, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কথা বলে পাকিস্তান।'

কুণালের বাড়িতে রাজীব! ঘরে ফেরার রিহার্সাল শুরু সুকিয়া স্ট্রিটে

কলকাতা, ১২ জুন (হি.স.) : তৃণমূলে ফিরতে এবার দলের রাজ্য সম্পাদক তথা রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষের বাড়িতে গেলেন বিজেপি নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার মুকুল রায় ঘরে ফিরেছেন। শনিবার পর্যন্ত তার রেশ যখন রাজ্য রাজনীতিতে রয়ে গিয়েছে, তখন জানা গেল এদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সুকিয়া স্ট্রিটে কুণালের বাড়িতে যা। সেখানেই দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে কুণাল বলেন, "মানিকতলায় রাজীব তাঁর এক আত্মীয়কে দেখতে এসেছিলেন। সেখান থেকে আমার বাড়িতে আসেন। সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে।" অন্য দিকে বৈঠক শেষে রাজীব দাবি করেন, এক আত্মীয় অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। কুণাল পূর্ব পরিচিত হওয়ায় ফোন করে চলে আসেন তিনি। কোনও রাজনৈতিক আলোচনা হয়নি। হতে পারে, এখনই এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলতে চাইছেন না। কয়েকদিন আগেই রাজীবের ফেসবুক পোস্ট ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। প্রাক্তন বনমন্ত্রী লিখেছিলেন, "সমালোচনা তো অনেক হল মানুষের বিপুল জমসমর্থন নিয়ে আসা নির্বাচিত সরকারের সমালোচনা ও মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতা করতে গিয়ে কথায় কথায় দিল্লি, আর ৩৫৬ ধারার জুজু দেখালে বাংলার মানুষ ভালভাবে নেবে না। আমাদের সকলের উচিত রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে, কোভিড ও ইয়াস এই দুই দুর্যোগে বিপর্যস্ত বাংলার মানুষের পাশে থাকা। "

এই পোস্ট দেখে অনেকেই বলেছিলেন, রাজীব বিজেপি থেকে বেরিয়ে পুরনো দলে ফিরতে চাইছিলেন। অনেকেরই স্মৃতিতে ভেসে উঠছিল তাঁর বিধানসভা ছেড়ে আসার দিনের ছবি। হাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি নিয়ে বিধানসভা ছেড়েছিলেন ডোমজুড়ের প্রাক্তন বিধায়ক। তবে এদিনের সুকিয়া স্ট্রিটে কুণাল-রাজীবের বৈঠককে ঘরে ফেরার রিহার্সাল হিসেবেই দেখছেন পর্যবেক্ষকদের অনেকে।

তবে তৃণমূলে কাদের নেওয়া হবে বা হবে না সে ব্যাপারে মানদণ্ড করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকালই তিনি বলেছেন, "এখানে চরমপন্থী-নরমপন্থী ব্যাপার আছে। যাঁরা মুকুলের সঙ্গে গেছিলেন তাঁরা ফিরতে চাইলে দল ভাববে। তবে যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন তাঁদের দলে নেওয়া হবে না।" রাজীব যে আক্রমণ শানাননি তা নয়। বনসহায়কের চাকরিতে কারচুপির যে অভিযোগ মমতা তুলেছিলেন তার পাল্টা বলতে গিয়ে কত কি না বলেছিলেন তিনি। কিন্তু ভোটের পর সব ওলটপালট হয়ে গিয়েছে। এখন দেখার রাজীবের ঘরওয়াপসি হয় কি না, হলেও তা কবে হয়, কতটা মসৃণ হয়।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

ব্যর্থতা আড়াল করার লক্ষ্যেই বিরোধীদলের ওপর এ ধরনের হামলা হুজ্জোতি শুরু করেছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দল। সবকিছু জেনেশুনেও পুলিশ কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। এর যোগ্য জবাব দিতে জনগণ প্রস্তুত হচ্ছেন বলেও তারা উল্লেখ করেন।

সেঞ্চুরি

● প্রথম পাতার পর

প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। পেট্রোপণ্যের লাগাতার মূল্যবৃদ্ধিতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ মানুষ।

করোনা সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন তলানিতে এসে ঠেকেছে ঠিক সেই সময়ে ক্রমাগত পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষ দিশেহারা। এর প্রভাব নিশ্চিতভাবে সাধারণ মানুষের ওপরও আছড়ে পড়তে বাধ্য।

বেশি

● প্রথম পাতার পর

করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১ লক্ষ ২১ হাজার ৩১১ জন। এক ধাক্কায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ৪০,৯৮১ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ১০,৮০,৬৯০ জন (৩.৬৮ শতাংশ)।

কোভিড টিকাকরণও সমানতালেই চলছে, ভারতে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ২৪,৯৬,০০,৩০৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪ হাজার ০০২ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৬৭,০৮১ জন (১.২৫ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৯,২০,৪৭৭।

সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে দেশবাসীকে, শুক্রবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ২১ হাজার ৩১১ জন। ফলে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৭৯,১১, ৩৮৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৫.০৭ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ২৪ কোটি ৯৬ লক্ষ ০০ হাজার ৩০৪ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৩৪, ৩৩,৭৬৩ জনকে।

ক্রীড়াঙ্গন

ইউরো কাপে শনিবার রাতে মুখোমুখি হচ্ছে রাশিয়া ও বেলজিয়াম

সেন্ট পিটার্সবার্গ, ১২ জুন (হি.স.) : শনিবার রাতে ইউরোপের দুই ফুটবল শক্তির দ্বৈরথ ঘিরে উদ্দীপনা পিটার্সবার্গে। রাশিয়ার এই শহরে মুখোমুখি হতে চলেছে ইউরোপের সেই দুই শক্তিধর দেশ রাশিয়া ও বেলজিয়াম।

ফিফা ক্রমপর্যায়ে বিশ্বের এক নম্বর দল বেলজিয়ামের কোচ রবের্তো মার্তিনেস যখন দেশকে প্রথম আন্তর্জাতিক খেতাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন রুশ কোচ স্ট্যানিসলাস চের্চেসভের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রুপে দ্বিতীয় হয়ে নক-আউট পর্যায়ে যাওয়া। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, শেষ বার ২০০৮ সালে ইউরোর সেমিফাইনালে খেলেছিল রাশিয়া। বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে শেষ সাতটি সাক্ষাৎকারে একবারও জিততে পারেনি তারা।

এবারের প্রতিযোগিতায় খেতাব জয়ের অন্যতম দাবিদার বেলজিয়াম। কিন্তু রোমেলু লুকাকুদের কোচ জানেন, অঘটন ঘটতেই পারে। যেমন ঘটেছিল পাঁচ বছর আগে ২০১৬ সালে ইউরো কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে। সে বার ওয়েলসের কাছে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল বেলজিয়ামকে। তাই এবার বাড়তি সতর্ক মার্তিনেস।

এদিকে রাশিয়া ম্যাচের আগে চোট-আঘাতে বিদ্ধ বেলজিয়াম শিবির। দলের তরফে জানানো হয়েছে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ ভাগে নির্ভরযোগ্য ফুটবলার কেভিন দ্য ব্রুইন খেলতে পারবেন না। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে চোখের কোটরের ও নাকের হাড় ভেঙেছিল কেভিনের। গত সপ্তাহেই অস্ত্রোপচার হয়েছে। মাঝমাঠের আর এক ফুটবলার অ্যাক্সেল উইটসেলেরও গোড়ালিতে চোট রয়েছে।

বেলজিয়াম আক্রমণ ভাদের আর এক ফুটবলার এডেন অ্যাজার আবার ভুগছেন ফিটনেসজনিত সমস্যায়। তবে এই দু'জন না থাকলেও বেলজিয়াম দল অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। গোলরক্ষা ও গোল করার জন্য রয়েছেন থিবো কর্তুয়া, রোমেলু লুকাকুরা।

অন্যদিকে, রাশিয়া শিবিরে আশঙ্কা বাড়িয়েছে করোনা সংক্রমণ। শুক্রবার দলের উইঙ্গার আন্দ্রে মস্তোভয় করোনা সংক্রমিত হয়ে দল থেকে ছিটকে যাওয়ায় গোটা দলই এই মুহূর্তে ত্রস্ত। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে দলে এসেছেন রোমান ইভজেনিয়েভ। গত সপ্তাহে প্রস্তুতি ম্যাচে কাফ মাসলে চোট পেয়েছেন রাশিয়ার অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার ফিয়োডর কুদ্রিয়াশভ।

ফরাসি ওপেনে নাদালকে তৃতীয় পরাজয়ের স্বাদ দিয়ে ফাইনালে জকোভিচ

প্যারিস, ১২ জুন (হি.স.) : ফরাসি ওপেন হাইভোল্টেজ সেমিফাইনালে রাফায়েল নাদালকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছলেন নোভাক জকোভিচ। ৯২ মিনিট ধরা চলা সেট টাইব্রেকারে হেরে নাদাল পিছিয়ে যান। ওপেন এরার সেরা দুই প্লেয়ারের সর্বোত্তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম লড়াই দেখতে অনুরাগীদের উৎসাহ ছিল তুঙ্গে। ভাবা গিয়েছিল চতুর্থ সেট জিতে নাদাল আরও দীর্ঘায়িত করবেন ম্যাচ। কিন্তু তা পারলেন না। নোভাক জকোভিচের কাছে ফরাসি ওপেনে ১৬ বছরের কেরিয়ারে মাত্র তৃতীয় ম্যাচ হারলেন রাফায়েল নাদাল। অন্যদিকে নাদালের সাম্রাজ্যে তাঁকে দ্বিতীয়বার হারিয়ে অনন্য নজির থেকে মাত্র এক ধাপ দূরে সার্বিয়ান নোভাক জকোভিচ। এর আগে ২০১৫ ফরাসি ওপেনে নাদালের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন স্প্যানিয়ার্ড নাদাল। সেমিফাইনালের ফল ৩-৬, ৬-৩, ৭-৬(৭-৪), ৬-২। দুই মহারথীর তৃতীয় সেটের লড়াইকে বোধহয় রোলাঁ গারোর 'সর্বকালের সেরা' বললেও অত্যুক্তি হয় না। ৫-৩ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়া 'রাফা' টানা তিন গেম জিতে নিয়ে তখন 'জোকার'কে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কেন প্যারিসের লাল-সুড়কির কোর্ট তাঁর এত প্রিয়। আর টাইব্রেকারে ৭-৪ জয় ছিনিয়ে নিয়ে 'জোকার' মেগা সেমিফাইনালে বড় সড় অ্যাডভান্টেজ নিয়ে নেন।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে অনন্য রেকর্ড স্টুয়ার্ট ব্রড-র

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি.স.) : ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ডের মধ্যে দ্বিতীয় টেস্টে অনন্য রেকর্ড গড়লেন ইংল্যান্ডের তারকা পেসার স্টুয়ার্ট ব্রড। শুক্রবার টেস্টের দীর্ঘতম ক্রিকেটের ফরম্যাটে পেস বোলার হিসেবে সর্বাধিক উইকেট নেওয়ার তালিকায় তিন নম্বরে উঠে এসেছেন স্টুয়ার্ট ব্রড। পিছনে ফেলে দিলেন ক্যারিবিয়ান তারকা কোর্টনি ওয়ালশকে। কোর্টনি ওয়ালশের ঝুলিতে রয়েছে ৫১৯ টি উইকেট। এদিন নিউজিল্যান্ডের কনওয়ে ছিলেন ব্রডের ৫২০ তম শিকার। শুধু তাই নয় টেস্টে ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে ছয় নম্বরে উঠে এসেছেন। স্টুয়ার্ট ব্রড ৫২০টি উইকেট নিয়ে আর এক ইংল্যান্ড তারকা জেমস অ্যান্ডারসন এবং অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি পেস বোলার গ্লেন ম্যাকগ্রার পরে ব্রড এই মুহূর্তে তিন নম্বরে উঠে এসেছেন। অ্যান্ডারসনের ঝুলিতে রয়েছে ৬১৬টি উইকেট। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি গ্লেন ম্যাকগ্রার দখলে রয়েছে ৫৬৩টি উইকেট। তবে শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি স্পিনার মুথাইয়া মুরালিধরন রয়েছেন তালিকায় শীর্ষস্থানে। তাঁর দখলে রয়েছে ৮০০টি রেকর্ড। ঠিক তারপরেই দ্বিতীয়স্থানে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি স্পিনার শেন ওয়ার্ন। নিজের টেস্টে ক্রিকেটের ক্যারিয়ারে ৭০৮টি উইকেট শিকার করেছেন।

ইউরোর উদ্বোধনী ম্যাচে তুরস্ককে ৩ গোলে হারাল ইতালি

রোম, ১২ জুন (হি.স.) : শুক্রবার রাতে ইউরো কাপের প্রথম ম্যাচে তুরস্ককে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে দিল ইতালি। ডেমিরালের আত্মঘাতী গোল ছাড়া বাকি দুটি গোল সিরো ইমমোবিলে এবং লোরেঞ্জো ইনসাইনের। প্রথমার্ধে কোনও গোল না হলেও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ডমিনিকো বেরার্দির ক্রস ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজের জালেই বল জড়িয়ে দেন ডেমিরাল।

ইউরোর প্রথম ম্যাচে রেকর্ড জয় পেল রবার্তো ম্যানচিনির দল। তুরস্ককে ৩-০ গোলে হারাল ইতালি। ইউরোর ইতিহাসে উদ্বোধনী ম্যাচে যা সর্বাধিক ব্যবধানে জয়। সেইসঙ্গে ম্যানচিনির ইতালি টানা ২৮ ম্যাচে অপরাজিত রইল তুরস্ককে হারিয়ে। ১৬ হাজার দর্শকে পরিপূর্ণ রোমের স্তাদিও অলিম্পিকো স্টেডিয়াম। ম্যাচে প্রথম গোলটি আত্মঘাতী হলেও ১৩ মিনিট বাদে তাঁদের দ্বিতীয় গোল। লিওনার্দো স্পিনাজোলার শট তুরস্ক গোলরক্ষক রুখে দিলে ফিরতি বল জোরালো ভলিতে জালে রাখেন ল্যাজিও স্ট্রাইকার ইমোবিলে। জোড়া গোলের পর ইতালির জয় কার্যত নিশ্চিত হয়েই গিয়েছিল। তবুও বল নিজেদের দখলে রেখে আক্রমণের ঝাঁঝ এতোটুকু কমায়নি 'আজ্জুরি' বাহিনী। উলটোদিকে ঘর সামলে প্রতি-আক্রমণে ওঠা তুরস্ক আক্রমণ মোটেই বেগ দিতে পারেনি চিয়েলিনি-বোনুচ্চিদের। ম্যাচে ইতালির তৃতীয় গোলটি নাপোলি স্ট্রাইকার ইনসিনের। আগামী ১৭ জুন সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ইতালি।

আফগানদের বিরুদ্ধে ড্র করলেই এএফসি কোয়ালিফায়ারের তৃতীয় রাউন্ডে সুনীলরা

দোহা, ১২ জুন (হি.স.) : সুনীল ছেত্রীদের কাজটা অনেকটা সহজ করে দিল ওমান। আগামী মঙ্গলবার বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারের অন্তিম ম্যাচে মাঠে নামবে ভারতীয় দল, যা আবার এশিয়ান কাপের কোয়ালিফায়ারও বটে। বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারের পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার আর কোনও সম্ভাবনা না থাকলেও ২০২৩ এএফসি এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের তৃতীয় রাউন্ডে যাওয়ার বিষয়টি বরাবরই ওপেন ছিল ইগর স্টিম্যাচের দলের কাছে।

কিন্তু সেটা সরাসরি নাকি প্লে-অফের মধ্যে দিয়ে, সেটা নির্ভর করছিল ভারত এবং গ্রুপের অন্যান্য দলগুলোর ফলাফলের উপর। কাতারের বিরুদ্ধে হারের পর গত সোমবার বাংলাদেশকে হারিয়ে সরাসরি পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা ভালোভাবে জিইয়ে রেখেছিলেন সুনীলরা। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচের ফলাফলের উপরেই নির্ভর করছে সবকিছু তবে সেই ম্যাচ খেলতে নামার আগে ভারতীয়দের স্বস্তি দিয়ে গেল ওমান।

শুক্রবার ওমানের মুখোমুখি হয়েছিল আফগানরা। সেই ম্যাচে আফগানদের ২-১ গোলে হারিয়ে সুনীলদের টাটকা বাতাস এনে দিল ওমান।

অর্থাৎ, এক পয়েন্টে এগিয়ে থেকে মঙ্গলবার গ্রুপের অন্তিম ম্যাচে আফগানিস্তানেরই মুখোমুখি হবে স্টিম্যাচের দল। আর সেই ম্যাচে নিদেনপক্ষে ড্র করলেই গ্রুপের তৃতীয় স্থানাধিকারী দল হিসেবে ২০২৩ এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছে যাবে ইগর স্টিম্যাচের ছেলেরা।

ম্যাচ চলাকালীন আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে ৪ ম্যাচের জন্য নির্বাসিত শাকিব আল হাসান

ঢাকা, ১২ জুন (হি.স.) : ক্ষমা চেয়েও মিলল না ছাড়। ম্যাচ চলাকালীন আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে ৪ ম্যাচের জন্য নির্বাসিত হলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন তথা মহামেডান অধিনায়ক শাকিব আল হাসান। তবে প্রত্যাশার তুলনায় শাকিবের শাস্তি অনেকটা কম বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। শুক্রবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনীর বিপক্ষে মাঠে খেলা চলাকালীন আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে রাগে ক্ষোভে উইকেটে লাথি মেরে ভেঙে দেন। যার জেরেই ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের পরবর্তী চার ম্যাচে খেলতে পারবেন না মহামেডান অধিনায়ক।

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে। মহামেডান স্পোর্টিংয়ের হয়ে আবহনী ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলছিলেন শাকিব। নিজের ডেলিভারির পর আউটের আবেদন করলে আম্পায়ার তা খারিজ করে দেন। আর তাতেই তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন বাংলাদেশি অলরাউন্ডার। তাও একবার নয়, দু'বার। প্রথমে তাঁকে দেখা যায়, লাথি পেরে উইকেট ভেঙে দিতে। এরপরই আম্পায়ারের সঙ্গে বচসায় জড়ান তিনি। পরে বৃষ্টি আসতে দেখে পিচ ঢাকার জন্য কভার নিয়ে গ্রাউন্ড স্টাফদের আসতে বলেন আম্পায়ার। তাতেও মেজাজ হারান শাকিব। হাতে করে স্টাম্প তুলে ফেলে দেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় সেই ভিডিও। আম্পায়ারের সঙ্গে এমন আচরণের জেরেই বিতর্কের ঝড় ওঠে। তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে শেষমেশ নিজের কাণ্ডের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন তিনি।

দল, ম্যানেজমেন্ট, টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ এবং আয়োজক কমিটির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন, আশা করছি, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর হবে না। সবাইকে ধন্যবাদ এবং ভালবাসা। কিন্তু ক্ষমা চেয়েও লাভ হয়নি। এই বিতর্কিত কাণ্ড কারখানার জন্য শাকিবের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ও ক্রিকেট কমিটি অব ঢাকা মেট্রোপলিস ভার্চুয়াল শুনানির আয়োজন করে। তারপরই তাঁর শাস্তির কথা জনিয়ে দেওয়া হয়।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে আজ নামছে বেলজিয়াম, প্রথম ম্যাচে নেই ব্রুয়েন

সেন্ট পিটার্সবার্গ, ১২ জুন (হি.স.) : শনিবার ইউরোয় অভিযান শুরু করছে বেলজিয়াম। ফিফা র‍্যাংকিংয়ে বিশ্বের এক নম্বর দল, স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশার যথেষ্ট চাপ রয়েছে কুর্তোয়া-লুকাকুদের উপর। সেই প্রত্যাশার চাপকে সঙ্গী করেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করছে বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থানাধিকারীরা। তবে প্রথম ম্যাচে 'রেড ডেভিল'দের জন্য দুঃসংবাদ মাঝমাঠের কান্ডারি কেভিন ডি ব্রুয়েন না থাকাটা। অস্ত্রোপচারের পর গত সোমবার শিবিরে যোগ দিলেও পুরো ম্যাচ ফিট নন তিনি। তাই প্রথম ম্যাচে রাশিয়ায় ব্রুয়েনকে নিয়ে যাননি কোচ রবার্তো মার্তিনেজ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে রুডিগারের সঙ্গে সংঘর্ষে নাকের হাড় ভেঙেছিল তাঁর। তবে আগামী বৃহস্পতিবার ডেনমার্ক ম্যাচের আগে সুস্থ হয়ে উঠবেন ম্যান সিটি মিডফিল্ডার। উয়েফার ওয়েবসাইটে নিজেই সে কথা জানিয়েছে ব্রুয়েন। পাশাপাশি শনিবারের ম্যাচে বরংসিয়া মিডফিল্ডার অ্যাক্সেল উইটসেলকেও পাচ্ছে না 'রেড ডেভিলস'। অ্যাচিলিস ইনজুরির কারণে অস্ত্রোপচারের পর তিনিও আপাতত ম্যাচ ফিট হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এরইমধ্যে অভিযান শুরু হচ্ছে বেলজিয়ামের। প্রতিপক্ষ রাশিয়াকে কোয়ালিফায়ারে দু'বার হারালেও কোচ রবার্তো মার্তিনেজ প্রতিপক্ষকে হালকাভাবে নিতে নারাজ।

ওয়েলসের বিরুদ্ধে লড়াকু ফুটবল খেলে ড্র করল সুইজারল্যান্ড

সেন্ট পিটার্সবার্গ, ১২ জুন (হি.স.) : শনিবার ইউরো কাপের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ওয়েলস বনাম সুইজারল্যান্ড। কিন্তু ফেভারিট হিসেবে নেমেও জয় অধরা থেকে গেল ওয়েলসের। পাল্টা লড়াকু ফুটবল খেলে আরও একবার বিশ্ব মঞ্চে নজর কাড়ল সুইজারল্যান্ড। খেলার ফল ১-১।

দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমে গোল করে সুইসদের এগিয়ে দেন এমবোলো। ওয়েলসের হয়ে গোল শোধ করেন মোরে। আন্তর্জাতিক ফুটবল মঞ্চে ওয়েলস বনাম সুইজারল্যান্ডের এই প্রথম নিষ্ফলাভাবে শেষ হল।

এদিন শুরু থেকেই টানটান উত্তেজনায় শুরু হয় খেলা। ফুটবল বিশেষজ্ঞরা সাম্প্রতিক ফর্মের বিচারে গ্যারেথ বেলের ওয়েলসকে কিছুটা এগিয়ে রাখলেও, ম্যাচের প্রথম থেকেই সমানে সমানে টক্কর দেয় সুইজারল্যান্ড। মাঝে মাঠের দখল, বল পজিশন থেকে শট সব কিছুতেই ওয়েলসের থেকে এগিয়ে থাকে এমবোলো,সাকেরিরা। ম্যাচের প্রথমার্ধে দুই দলই কয়েকটি গোলের মত সুযোগ তৈরি করলেও, জালে বল জড়াতে সক্ষম হয়নি। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয় গোলশূন্যভাবে।

দ্বিতীয়ার্ধে গোলের জন্য ঝাপায় দুই দলই। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর ৪ মিনিটের মধ্যেই গোল পেয়ে যায় সুইজারল্যান্ড। ম্যাচের ৪৯ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ব্রিল এমবোলো। গোল হজম করার পর আক্রমণের মাত্রা বাড়ায় ওয়েলস। ম্যাচের ৭৪ মিনিটে গোল করে ওয়েলসকে সমতায় ফেরান কিয়েফার মোরে। ১-১ সমতায় ফেরার পর দুই দলই জয়সূচক গোলের চেষ্টা করে। ম্যাচ শেষে কিছু আগে সুইসরা একটি গোল করলেও তা অফ সাইডের কারণে বাতিল হয়ে যায়। ১-১ ফলাফলেই শেষ হয় ম্যাচ। এক পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় দুই দলকে।

ডি"ককের শতরান, প্রথম টেস্টে হারের মুখে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সেন্ট লুইস, ১২ জুন (হি.স.) : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসেও বেকায়দায় পড়ল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার ৩২২ রানের জবাবে দ্বিতীয় ইনিংসে ৮২ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে তারা। এখনও পিছিয়ে ১৪৩ রানে। ফলে ইনিংসে হারেরও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩০০-র গন্ডি পার করাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন কুইন্টন ডি"কক। উল্টোদিকে একের পর এক সতীর্থকে হারালেও শেষ পর্যন্ত তিনি অপরাজিত থাকেন ১৪১ রানে। মেরেছেন ১২টি চার এবং ৭টি ছয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৭৫ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন জেসন হোল্ডার।

জবাবে দ্বিতীয় ইনিংসেও প্রোটিয়া বোলারদের আক্রমণাত্মক বোলিংয়ের উত্তর খুঁজে পায়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অধিনায়ক ক্রেগ ব্রাথওয়েট (৭), শাই হোপ (১২) কেউ দাঁড়াতে পারেননি। দ্বিতীয় দিনের শেষে উইকেটে রয়েছেন রস্টন চেজ (অপরাজিত ২১) এবং জারমেইন ব্ল্যাকউড (অপরাজিত ১০)। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ২টি করে উইকেট অনরিখ নোখিয়া এবং কাগিসো রাবাডার।

ফরাসি ওপেন : পাঁচ সেটের লড়াই জিতে প্রথমবার ফাইনালে সিৎসিপাস

প্যারিস, ১২ জুন (হি.স.) : গ্রীসের প্রথম টেনিস তারকা হিসেবে গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে পৌঁছলেন স্তেফানোস সিৎসিপাস। শুক্রবার ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালে পাঁচ সেটের থ্রিলারে গ্রীসের ২২ বছরের তরুণ তুর্কি পরাজিত করলেন জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভকে। সিৎসিপাসের পক্ষে ম্যাচের ফল ৬-৩, ৬-৩, ৪-৬, ৪-৬, ৬-৩।

শেষ চারের লড়াইয়ে প্রথম দুই সেট জিতে সিৎসিপাসের মনোবল আরও শক্ত হয়ে যায়। কিন্তু সহজে হাল ছাড়বার পাত্র ছিলেন না জেরেভ। পালটা তৃতীয় এবং চতুর্থ সেট জিতে নিয়ে সেমিফাইনালকে উত্তেজক পঞ্চম সেটে নিয়ে যান বছর চব্বিশের এই জার্মান টেনিস তারকা। কিন্তু পঞ্চম সেটে গিয়ে ফের সিৎসিপাসের কাছে হার মানতে হয় তাঁকে।

উল্লেখ্য, র‍্যাংকিংয়ে প্রথম ৪৫-এ থাকা কোনও প্লেয়ারের সঙ্গে চলতি টুর্নামেন্টে এর আগে মুখোমুখি হননি জেরেভ। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাছে এদিন সিৎসিপাস হার্ডল পেরনো ছিল কঠিন চ্যালেঞ্জ। কারণ গ্র্যান্ড স্ল্যামের মঞ্চে প্রথম দশে থাকা কাউকে আজ অবধি হারাতে ব্যর্থ জার্মান জেরেভ। এদিনও সেই ধারা বজায় রইল।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

গরমে নাজেহাল অবস্থা। শুক্রবার আগরতলায় তালপাতার পাখা নিয়ে হাজির এক মহিলা। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমাতেও করোনা কারফিউ জারি হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। করোনা পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। তাই রাজ্য সরকার করোনা কারফিউর মেয়াদ বাড়িয়েছিল। সেই মোতাবেক আগরতলা পুর নিগম সহ পুর পরিষদগুলির পাশাপাশি নগর পঞ্চায়েতে কারফিউ ১৮ জুন পর্যন্ত বাড়িয়েছিল। তারপও কয়েকটি এলাকায় নতুন করে কারফিউর ঘোষণা দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ধর্মনগর নগর পঞ্চায়েত এলাকা, সোনামুড়া মহকুমা, বিশালগড় মহকুমা, জম্পুইজলা মহকুমা এলাকা।

উদয়পুর সংযোজন ঃ গতকাল রাত গোমতী জেলার জেলাশাসক অফিস থেকে এক সার্কুলার জারি করা হয়। এই সার্কুলারে বলা হয়েছে, গোমতি জেলার কিছু কিছু জায়গায় দুপুর ২ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত থাকবে ডে কারফিউ, আর সন্ধ্যা ৬ টা থেকে পরের দিন ভোর ৫ টা পর্যন্ত বলবত থাকবে করোণা নাইট কারফিউ। তারমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, উদয়পুর লেইক সিটি শপিং কমপ্লেক্স, চকবাজার সহ রাধাকিশোর পুর থানা কর্নীর, সেন্ট্রাল রোড, নিউটাউন রোড এবং নেহেরু সুপার মার্কেট এলাকার সব দোকানপাট দুপুর দুইটা পর্যন্ত খোলা থাকবে। এছাড়া জামজুড়ি বাজার, কাকড়াবন বাজার, তুলামুড়া বাজার, গকুলপুর বাজার, খিলপাড়া বাজার, মাতারবাড়ি বাজার ও মাতাবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণ এবং ড্রপ গেইট (কুঞ্জবন) বাজারের জন্যও একই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এই এ এলাকার তত্ত্বাবধানে থাকবে উদয়পুর মহকুমা প্রশাসন। তাছাড়া নতুন বাজার বাজার, অমরপুর দৈনিক বাজার, অমরপুর মোটর স্ট্যান্ড, তৈদু এবং অম্পি বাজারেও লাগু থাকবে করোনা ডে এবং নাইট কারফিউ এবং তার তত্ত্বাবধানে থাকবে অমরপুর মহকুমা প্রশাসন। করবুক বাজার,চেলাগাং বাজার,শিলাছড়ি বাজার, যতনবারি বাজার,বৈরাগিদুকান বাজার,জলায়া বাজার, পতিছড়ি বাজার,আইলমারা বাজারেও আগামী ১৮ ই জুন পর্যন্ত ডে এবং নাইট কারফিউ লাগু থাকবে এবং তার তত্ত্বাবধানে থাকবে করবুক মহকুমা প্রশাসন।

খোয়াই সংযোজন ঃ সরকারীভাবে ১১জুন থেকে নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ব্যতীত করোনা কার্ফু তুলে নেওয়া হয়েছিল। একইভাবে খোয়াই জেলাতেও স্বাভাবিক হয়ে উঠে জনজীবন। ১১জুন অবাধে চলাফেরা শুরু করেছিল জনগণ। যথারীতি নিয়ম-নির্দেশিকা মেনে খোয়াইতেও দোকানপাট খোলা ছিল সকাল থেকে রাত অবধি। প্রশাসনিকভাবেও কোনো বাধাদান করা হয়নি। কিন্তু আজ ১২ জুন দিনভর স্বাভাবিক নিয়মে চলছিল বাজার হাট। ক্রেতা-বিক্রেতারা নিজস্ব ছন্দে বাজার হাটে শামিল হন। ছোট ছোট ব্যবসায়ীরাও পসরা সাজিয়ে বসে। ক্রেতাদের ভীড় বাড়তে থাকে। দিনভর খোয়াই জেলা প্রশাসন থেকে কোনো ধরনের বিধিনিষেধ জারি করা হয়নি। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই বাদ সাধে প্রশাসন। বাজার হাট যখন চরমে, ঠিক তখনই পুলিশ প্রশাসন সুভাষপার্ক বাজারে অনেকটা বলপূর্বক দোকানীদের তাড়িয়ে দিতে থাকেন বলে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ। অথচ খোয়াই জেলা প্রশাসন থেকে কেন আগাম কোন প্রচার বা মাইক যোগে এই বিধিনিষেধ এর কথা জনগণকে জানানো হয়নি বলে অভিযোগ জনগণের। এই অনভিপ্রেত ঘটনার জেরে দূর দূরান্ত থেকে আসা দোকানীরা বা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ক্রেতারা সুভাষপার্ক বাজারে এসে সমস্যায় পড়ে যান বলে অভিযোগ করেন ব্যবসায়ীরা। অপরদিকে জনগণের একটাই অভিযোগ, কেন স্থানীয় প্রশাসন আগাম বার্তা দেয়নি। শুধুমাত্র প্রশাসনিকস্তরে নোটিফিকেশন জারি করে কেন এভাবে জনগণকে বেকায়দায় ফেলা হয়েছে? প্রশ্ন জনগণের। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, আগাম বার্তা না দেওয়ায় বড়সর আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন ছোট বড়ো সমস্ত অংশের ব্যবসায়ীরা।

তেলিয়ামুড়া সংযোজন ঃ ত্রিপুরা রাজ্য সরকার কর্তৃক রাজ্যের কয়েকটি পুর পরিষদ, নগর পঞ্চায়েত এলাকা এবং আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশ বাদে অন্যান্য সমস্ত এলাকা গুলোতে করোনা কার্ফিউ তুলে দেওয়ার এক নির্দেশ জারি হয় গত ১০ ই জুন। পাশাপাশি বিভিন্ন জেলা শাসকদের দ্বায়িত্ব দেওয়া হয় পরিস্থিতির নিরিখে ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য।

এই নির্দেশ কে মান্যনা দিয়ে তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের পক্ষে এলাকার বিধায়িকা কল্যাণী রায়ের পৌরহিত্যে মহকুমা প্রশাসন,আরক্ষা প্রশাসন, ব্যবসায়ী এবং সাংবাদিকদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।শনিবার বেলা ১ টায় তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় উক্ত বৈঠক।

তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় করোনা পোজেটিভের সংখ্যাকে মাথায় রেখে সভায় উপস্থিত সকলের মতামতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন বাজার ও অন্যান্য এলাকায় দোকান পাঠ যেন সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। সন্ধ্যা ৬ টা থেকে সকাল ৫ টা পর্যন্ত কেবল জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত দোকান পাট ই খোলা থাকবে। এই মর্মে খোয়াই জেলার জেলা শাসকের নিকট এক অনুমতি পত্র প্রেরন করা হয়। জেলা শাসকের নির্দেশ অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় উক্ত সভায়।

এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিধায়িকা কল্যানী রায় জানান,তেলিয়ামুড়া করুনার গ্রাফ কিভাবে দিন দিন উর্ধমুখী হচ্ছে। সমস্ত কিছু দিক বিবেচনা করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী,হকারদের কথা চিন্তা করে পাশাপাশি জনগণকে করুণা মুক্ত রাখা বা করুণা সংক্রমণ যাতে না বাড়তে পারে সমস্ত বিষয় গুলির উপর পর্যালোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় সন্ধ্যা ছয়(৬)টা থেকে ভোর পাঁচ (৫)টা পর্যন্ত করোনা কারফিউ বা বিধিনিষেধ আরোপ করা যায় যাতে করে মানুষজন যাতে সংক্রমিত না হয় সেই উদ্দেশ্য কে পাথেয় করে সমস্ত ধরনের দোকানপাট বন্ধ থাকবে তেলিয়ামুড়া ব্লক এবং তেলিয়ামুড়া পৌর এলাকা জুড়ে। সেই করুণা কারফিউর আওতার বাইরে থাকবে ঔষধের দোকান।

শালগড়ায় নির্যাতিতা গৃহবধূর সাথে কথা বললেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১২ জুন।। পরকীয়া নিয়ে পালানো স্বামীর প্রথমার সাক্ষাৎ রাজ্য মহিলা কমিশনের। উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত ছাতারিয়া এলাকায়। সংবাদ সূত্রে জানা যায় উদয়পুর ছাতারিয়া এলাকার কিছু মানুষ 'ত্রিপুরেশ্বরী ' নামে একটি ভলান্টিয়ার্স অরগানাইজেশন তৈরি করেন সেল্প হেল্প গ্রুপের আদলে। এই সংস্থার কাজ হচ্ছে স্বল্প সুদে সদস্যদের মধ্যে ণ প্রদান। গত কয়েকদিন আগে ঐ সংস্থার সদস্য চিন্তু দাসু উনার বৈধ স্ত্রী মিলে সংস্থা থেকে চল্লিশ হাজার টাকা ধার নেয় নিদিষ্ট দিনে পরিশোধ করবেন বলে।ঋণ নিয়েই বৈধ প্রথমাকে রেখে পরকীয়া নিয়ে

অবৈধ সম্পর্কের জেরেই পালিয়ে যাওয়ার পর ভলেন্টিয়ার অর্গানাইজেশন থেকে অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য চিন্তুর বৈধ স্ত্রী কে চাপ দিতে থাকে অর্গানাইজেশনের সদস্যরা। এই পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর ঐ প্রথম বাবার বাড়িতে চলে যান। পরবর্তীতে তিনি বাধ্য হয়ে বাড়ি ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করে ঋণের ৪০০০০ চল্লিশ হাজার টাকা ঐ সংস্থার সদস্যদের পরিশোধ করে দেন। প্রথমাকে স্বেচ্ছায় বাড়ি ঘরের জিনিস বিক্রি করে স্বামীর ঋণের টাকা শোধ করেন।

এই সংবাদ বিভিন্ন প্রভাতী সংবাদ পত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত হওয়ার পর আজ শনিবার উদয়পুর শালগড়ায় আসেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্নালী গোস্বামী। এদিন স্বামীর হাতে নির্যাতিতা গৃহবধূ অপর্না নমঃ দাসের শালগড়া স্থিত বাপের বাড়িতে আসেন এবং ঘটনার সরেজমিনে তদন্ত করে গৃহবধূ অপর্না নমঃ দাসের পাশে রাজ্য মহিলা কমিশন রয়েছে বলে আশ্বস্ত করেন। এদিন গৃহবধূর সাথে কথা বলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য মহিলা কমিশনেরচেয়ারপার্সন বর্নালী গোস্বামী বলেন অপর্না নমঃ দাসের বিয়ের পর থেকেই উদয়পুর ছাতারিয়ার বাসিন্দা চিন্তু দাস তার উপর নানাভাবে নির্যাতন শুরু করে। পাশাপাশি গত তিন বছর আগে তার স্বামী চিন্তু দাস এক অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে বলে এদিন রাজ্য মহিলা কমিশনকে নির্যাতিতা অপর্ণা দেবী জানান। তাছাড়া কিছুদিন পূর্বে বাপের বাড়ি থেকে টাকা পয়সা এনে দেবার নাম করে অপর্না দেবীর উপর নির্যাতন করার ঘটনা শুনে যখন অপর্না দেবীর বাপের বাড়ির লোকজন অপর্না দেবীর শ্বশুরবাড়িতে যায় তখন তাদেরকেও মারধর করা হয় বলে জানান অপর্না দেবী। এই ঘটনার খবর পেয়েই শনিবার অপর্না নমঃ দাসের বাপের বাড়িতে এসে রাজ্য মহিলা কমিশন অপর্না দেবীর পাশে রয়েছেন বলে আশ্বস্ত করেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্নালী গোস্বামী।

এই ঘটনায় ছাতারিয়া ও গোটা উদয়পুরে কয়েক দিন আগে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ছিলো। এলাকাবাসী ও নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষ থেকে মহিলা কমিশনের সদস্যদের নিকট সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন।

খোয়াইয়ে বিধ্বংসীয় অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত মুদির দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। বিধ্বংসীয় অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত মুদির দোকান। ঘটনা খোয়াইর সোনাতলা বাজারে। করোণা আবহের মধ্যে পুড়ে ছাই হলো এক মুদির দোকান। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে খোয়াই থানাধীন সোনাতলা বাজারে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দোকানের মালিক মৃন্ময় নন্দি জানান আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১২ লক্ষ টাকা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতকাল গভীর রাতে সোনাতলা বাজার সংলগ্নএলাকাবাসী দেখতে পায় মৃন্ময় নন্দির মুদির দোকানে আগুন জ্বলছে। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে মৃন্ময় নন্দীকে ফোন করে জানানো হয়। খবর পেয়ে বাড়ি থেকে ছুটে এসে দেখতে পান দোকানে আগুন। দমকলের ইঞ্জিন আসার আগেই দোকানের মাল পুড়ে ছাই। দমকলের একটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রনে আনলেও ততক্ষনে দোকান সহ মুদি দোকানের সমস্ত সামগ্রীই ভস্মীভূত হয়ে যায় । দোকানের মালিক জানান, কিভাবে আগুন লেগেছে তা এখনো স্পষ্ট নয়। গভীর রাতে খবর পেয়ে বাড়ি থেকে এসে দেখতে পান দোকানে আগুন।

করোনা পরিস্থিতিতে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা প্রশ্নের মুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ জুন।। বর্তমানে করুণার দ্বিতীয় ঢেউয়ে সমগ্র দেশ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন। সরকারিভাবে স্বাস্থ্য দপ্তর নানা বিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। জনগণকে মাস্ক ব্যবহার করতে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে সহ সংক্রমণ ঠেকাতে নানা বিধ ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিন্তু তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে কিছু চিত্র বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে খুবই অস্বস্তিকর। যা করোনা সংক্রমন ঠেকানোর চেয়ে বাড়ছে বলেই মনে করা হচ্ছে। আবর্জনার স্তুপে পরিণত হয়ে রয়েছে হাসপাতালে পেছনের দিকটা। শনিবার হাসপাতালে গিয়ে প্রত্যক্ষ করা গেল এমনি চিত্র। জঙ্গলাকীর্ণ সহ হাসপাতালে ব্যবহৃত পিপিই কিট সহ চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অন্যান্য সামগ্রী যত্রতত্র ফেলে রাখা হয়েছে।

অথচ এগুলি পরিষ্কারের জন্য সরকারি অর্থ ব্যায় করে লোক রাখা হলেও সে আছে বহাল তবিয়তেই। খবর নেই মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে। এইগুলি পরিস্কারের দায়িত্ব রয়েছে গৌতম মাদ্রাজি। হাসপাতাল পরিষ্কার কিংবা হাসপাতালের আশপাশ এলাকা পরিষ্কার করার জন্য গত বাম আমলে আর.কে.এস কমিটি তাকে নিয়োগ করে। প্রতি মাসে ছয় হাজার টাকা আর.কে.এস তহবিল থেকে খরচ করা হলেও হাসপাতাল চোউদ্দি আছে আবর্জনা স্তুপে ভরা। গৌতম মাদ্রাজি নিজের কাজ ফেলে পায়ের উপর পা রেখে বসে থেকে অন্যদের কাজের নির্দেশ দেন।

এমন ভাব যেন তিনিই হাসপাতালের ইনচার্জ। দেখুন সেই চিত্রই আমাদের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। কখনো এক্সরে রুম কখনো কোভিড রুম পরিদর্শনে ঘুরে বেরিয়ে মাস শেষে টাকা কামান। এই বিষয়ে গৌতম মাদ্রাজি কে প্রশ্ন করা হলে দেখুন কিভাবে পালিয়ে যান। হাসপাতালের ইনচার্জ চিকিৎসক অজিত দেববর্মা কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান, যে ব্যবহৃত পিপিই কিট থেকে যে সংক্রমন ছড়াতে পারে তা তিনি অকপটে স্বীকার করেন। তবে এই ব্যাপারে সমস্ত দায়ভার মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক চন্দন দেবর্মার উপর ঠেলে দিয়েছেন। তবে দায়িত্ব নিয়ে একে অপরের উপর দোষারোপ করলেও মূলত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে যে কোভিড সংকর্মন বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতে ৩৭.৬২-কোটির ঊর্ধে কোভিড টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি.স.): ভারতে ৩৭.৬২-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১১ জুন সারা দিনে ভারতে ১৯,২০,৪৭৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩৭,৬২,৩২,১৬২-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৯,২০,৪৭৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৪ হাজার ৩৩২ জন। সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ফের কমল ভারতে, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ৪০,৯৮১। ৪০ হাজার ৯৮১ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ৮০ হাজার ৬৯০-তে (৩.৬৮ শতাংশ) পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,২১,৩১১ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৩,৬৭,০৮১ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.২৫ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪,০০২ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৭৯,১১,৩৮৪ জন (৯৫.০৭ শতাংশ)।

জিএসটি কমল রেমডেসিভির ও করোনা চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় একগুচ্ছ সরঞ্জামের

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি. স.): করোনার টিকার উপর থেকে পণ্য পরিষেবা কর (জিএসটি) না তুললেও জিএসটি কমল করোনা চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় একগুচ্ছ সরঞ্জামের। শনিবার জিএসটি কাউন্সিলের ৪৪তম বৈঠকের পর এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। শুধু তাই নয় জিএসটি কমল রেমডেসিভিরেরও। এর ফলে এবার আরও সস্তা হতে চলেছে করোনার চিকিৎসা।

শনিবার করোনা টিকা এবং সরঞ্জামের উপর থেকে জিএসটি তুলে নেওয়া নিয়ে বৈঠক ছিল। বৈঠক মিটতেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান, টিকা কেনার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে কেন্দ্র। তাই এ ক্ষেত্রে জিএসটি তুলে নেওয়ার যুক্তি খাটে না। তবে করোনা চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের উপর জিএসটি কমানোর আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, দেহের তাপমাত্রা মাপার সরঞ্জামের উপর ৫ শতাংশ জিএসটি নেওয়া হবে। অ্যাম্বুল্যান্সের উপর জিএসটি নেওয়া হবে ১২ শতাংশ। তবে আরটিপিসিআর যন্ত্র, আরএনএ এক্সট্র্যাকশন যন্ত্র, জিনোম সিকোয়েন্সিং যন্ত্রের উপর আগের মতোই ১৮ শতাংশ জিএসটি বহাল থাকবে। জিনোম সিকোয়েন্সিং কিটের উপর আগের মতোই ১২ শতাংশ জিএসটি নেওয়া হবে। পালস অক্সিমিটারের উপর থেকেও জিএসটি কমিয়ে ১২ শতাংশের পরিবর্তে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। হ্যান্ড স্যানিটাইজারের উপর এ বার থেকে ১৮ শতাংশের পরিবর্তে ৫ শতাংশ জিএসটি বসবে।

কোভিড পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তৈরির কাঁচামালের উপর জিএসটি-ও একচুল কমানো হবে না বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। তবে কোভিড পরীক্ষার কিটের উপর ১২ শতাংশের পরিবর্তে ৫ শতাংশ জিএসটি বসবে। মেডিক্যাল গ্রেড অক্সিজেন, অক্সিজেন কনসেনট্রেটর, এবং অক্সিজেন জেনারেটরের উপর জিএসটি-ও ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ভেন্টিলেটর, ভেন্টিলেটর মাস্ক, বাইপ্যাপ যন্ত্রের উপরও ৫ শতাংশ জিএসটি থাকছে।

করোনার চিকিৎসা ব্যবহৃত রেমডেসিভিরের উপর জিএসটি কমিয়ে ১২ থেকে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। হেপারিনের উপরও ১২ শতাংশের পরিবর্তে ৫ শতাংশ জিএসটি নেওয়া হবে। করোনার চিকিৎসার জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক যে যে ওষুধের সুপারিশ করবে, সে সবের উপরই ৫ শতাংশ জিএসটি বসবে। এদিন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় ৪৪তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক। বৈঠকে নির্মলা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অনুরাগ ঠাকুর-সহ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির অর্থমন্ত্রী, উচ্চআধিকারিকরা। বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু, ঝাড়খণ্ড সহ আরও বেশ কয়েকটি রাজ্য।

শিলচরের নিষিদ্ধপল্লিতে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

শিলচর (অসম), ১২ জুন (হি.স.) : করোনা অতিমারির দরুন লকডাউনের দুর্যোগকালে কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি (ডিএলএসএ)-র উদ্যোগে শিলচর নিষিদ্ধপল্লিতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে নিষিদ্ধপল্লিতে বসবাসকারী শিশু, মহিলা সহ তাদের পরিবারের হাতে চাল, ডাল, আলু, সয়াবিন, পাউরুটি, ডিম, বিস্কুট তুলে দেওয়া হয়। কাছাড় ডিএলএসএ-এর পক্ষ থেকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণে ছিলেন প্যারা লিগাল ভলান্টিয়ার মিঠুন রায়, আইনজীবী পৌলমী নাগ সহ পুলিশ কর্মীরা। এছাড়াও খাদ্য সামগ্রী বিতরণের সময় সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্ত বছর সতেরোর এক বালককে দেখতে পেয়ে ডিএলএসএ-এর প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়াররা।

বিলোনীয়ায় বাইক চুরি, উদয়পুরে হাত সাফাই করতে গিয়ে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১২ জুন।। একদিকে বিলোনিয়া শহরে চলছে করোণা কারফিউ, অন্যদিকে পুলিশের কঠোর নজরদারি ব্যবস্থা এই দুই ব্যবস্থাকে ছেদ করে রাতের আধারে বিলোনিয়া এলাকার চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের পাশাপাশি আতঙ্ক ছড়িয়েছে জনমনে। প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিচ্ছে পুলিশের নজরদারি ব্যবস্থা নিয়ে। চুরির ঘটনা ঘটে শুক্রবার গভীর রাতে বিলোনিয়া শহরের বাঁশপাড়া কলোনি এলাকার বাসিন্দা মৃদুল কান্তি দাসের বাড়িতে। যা সিসি ক্যামেরা তে ধরা পড়ে চোরেরা কী ভাবে বাড়িতে প্রবেশ করে বাইক চুরি করে নিয়ে যায়। বাড়ির উঠানে স্কুটি, পালসার বাইকের সাথে রাখা ছিল মৃদুল কান্তি দাসের বাড়ির ভাড়াটিয়া দিলীপ সরকারের স্ফেন্ডার বাইক। স্ফেন্ডার বাইক টি কালো রংয়ের। মৃদুল কান্তি দাসের বাড়িতে ভাড়া থাকতো। সিসিটিভি ফুটেজ দেখা যায় চোরেরা তিনজন ছিল এর মধ্যে দুইজন ওয়াল বিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে স্ফেন্ডার বাইক চুরি করে নিয়ে যায়। বাড়িতে প্রবেশ করার সদর দরজা বন্ধ তাকালেন পাশের একটি দরজা খোলা থাকাতে, সেখানে দিয়ে নিয়ে যায় চোরেরা স্ফেন্ডার বাইক। মৃদুল কান্তি দাস এর বাড়ির ভাড়াটিয়া দিলীপ সরকার অবশেষে বিলোনিয়া থানার দ্বারস্থ হয়ে , চুরি হওয়ার ঘটনার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানান।

উদয়পুর সংযোজন ঃ শনিবার রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত উদয়পুর নিউ টাউন রোড স্থিত হোম টাউন নামক দোকানে। দোকান থেকে জিনিষপত্র চুরি করার সময় হাঁতেনাতে আটক এক যুবক। ঘটনা, পরবর্তীতে চুরি করার দায়ে আটক যুবককে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশের হাতে হস্তান্তর করা হয়। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা নিউ টাউন রোড এলাকায়। আজ সাত সকালে দোকান খোলার সাথে সাথে ঐ যুবক কিছু দামি জিনিস পকেটে ঢুকিয়ে নেয়। প্রায় এক-দের ঘন্টা দোকানে ঘুরে পকেটে দামি মাল ঢুকিয়ে চম্পট দেয়। ঐ সময় ঐ যুবক কোন কিছু ক্রয় করেন নি। আজ আবার দ্বিতীয় বারের জন্য যুবক টি ঐ দোকানে আসলে দোকান কর্মচারী ও মালিক তাকে লক্ষ্য করতে থাকে এবং ঐ যুবক যাওয়ার সময় সন্দেহ বশত তাকে পরীক্ষা করতে পকেট থেকে দামি জিনিস পাওয়ায় রাধাকিশোরপুর থানায় খবর দেওয়া হয়।

আগেও এই যুবকটি এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে বলে সি সি ক্যামেরায় ধরা গেছে বলে জানিয়েছেন দোকান মালিক।পরে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ এসে ঐ যুবককে থানায় নিয়ে যায়।এই ঘটনায় নিউ টাউন রোড স্থিত দোকান মালিকদের মধ্যে উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।